উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা-বিশ্বম্ভরপুর, জেলা-সুনামগঞ্জ

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

সমন্বয়ে

VARD ভলান্টারী এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)

আগষ্ট ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা

২০১৪

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা

জেলাঃ সুনামগঞ্জ

বাণী

ভাটির দেশ হিসেবে সুনামগঞ্জ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। 'মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। প্রাচীন কালীধর সাগর নামে পরিচিত হাওড়বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি।

ভার্ড বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং সময়োপযোগী। এই পরিকলপনা বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

উক্ত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি তৈরির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

মোহাম্মদ হারুনূর রশিদ
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
ও
চেয়ারপারসন
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

বাণী

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কমবেশী দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। ভাটির দেশ হিসেবে এ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। 'মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ইত্যাদি। ডলুরা চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্ট দিয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মুলতঃ বিশ্বম্ভরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রতিবছর আগাম বন্যাসহ বিবিধ প্রাকৃতিক আপদ দ্বারা বিশ্বম্ভরপুরের বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। প্রায়শঃই করচা, হালির ও আঙ্গারুলীর হাওড়ের বোরো ফসল রক্ষার জন্য বাঁধগুলোর খোলা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে ঐ এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্টে বিশেষভাবে মিয়ারচরে অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের ফলে ঐ এলাকায় নদীভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। বিশ্বম্ভরপুরের প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়। এই উপজেলা প্রতিবছর দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। ভার্ড বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে জেনে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উক্ত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় বাস্তবতার নিরিখে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততায় তৈরি, যার ফলে উপজেলার দূর্যোগের সঠিক চিত্র তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে যা দূর্যোগ হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করছি।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

খন্দকার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
ও
কো-চেয়ারপারসন
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

বাণী

করচার হাওরে অফুরন্ত মৎস্য ভান্ডারে পরিপূর্ণ বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাবাসী বিশাল জলরাশির মাঝে সামান্য খরকুটুকে আশ্রয় করে মানুষ যেমন নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে তেমনি বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন জনপদের মানুষগুলোর স্থানীয় কৌশলকে অবলম্বন করে দূর্যোগ মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তাদের এই ভূমিকাকে আরো বেগবান করার জন্য ভার্ড বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দূর্যোগের কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা তার পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই কারণে উক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

যাহোক, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

মোঃ মানিক মিয়া
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা
সুনামগঞ্জ
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

বাণী

হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও সবুজে ঘেরা মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা সুনামগঞ্জ। প্রাকৃতিক দূর্যোগের সঙ্গে সখ্যতা গড়েই এই জেলার মানুষগুলো জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রকৃতির অপরুপ সৌন্দর্যের গৌরব যেমন এই এলাকার মানুষগুলোকে আলাদাভাবে মর্যাদায় আসীন করেছে তেমনি প্রকৃতির রুঢ়তা এই জনপদের মানুষগুলোকে বারবার উন্নয়নের ধারা থেকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। প্রাচীন কালীধর সাগর নামে পরিচিত হাওড়বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি। প্রাকৃতিক দূর্যোগসমূহ প্রায়শই ভয়াবহ আকারে আঘাত হেনে জান-মাল ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করে, যা শুধুমাত্র ব্যক্তি বা একটি সমাজের জনগোষ্ঠীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, জাতীয় আর্থনীতি ও সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। দূর্যোগের ঝুকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি সঠিক পরিকল্পনা।

এরই ধারাবাহিকায় ভার্ড বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় সিডিএমপি ফেইজ-২ এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। পরিকল্পনাটিতে যেসব তথ্য বিদ্যমান সেগুলো হল স্থানীয় এলাকা পরিচিতি- দূর্যোগের ইতিহাস, জনসংখ্যা, অবকাঠামো, দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস-ঝুঁকির কারণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায়, দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি, দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি, স্বাভাবিক সময়ে করণীয়, জরুরী সারা প্রদান, উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ইত্যাদি। ইহা উপজেলার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

রাজিব আহমেদ
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা
সুনামগঞ্জ
ও
সদস্য সচিব
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
সুনামগঞ্জ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	পৃষ্ঠা নং
১.১ পটভূমি	৮
১. ২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৮
১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	৮
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৮
১.৩. ২ আয়তন	৯
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৯
১.৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য	৯
১.৪.১ অবকাঠামো	৯
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১১
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৩
১.৪.৪ অন্যান্য	১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	১৬
২.২ উপজেলার আপদসমুহ	১৭
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ননা	১৭
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২২
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২৩
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ	২৩
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	২৪
২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	২৪
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	২৫
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	২৭
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	২৮
২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	২৮
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩১

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	
৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩৬
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৩৬
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩৯
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৪০
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৪০
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন	৪৭
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	৪৯
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৫০

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান	
৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৫২
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৫২
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা	৫২
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৫৪
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার	৫৪
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি	৫৪
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান	৫৪
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন	৫৪
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা	৫৫
৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণ	৫৫
৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	৫৫

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৫৫
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৫৫
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৫৫
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৫৫
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থানসমুহ ৫৬
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা ৫৬
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৫৭
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৫৯
৪.৬ অর্থায়ন ৫৯
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৬১

পঞ্চম অধ্যায়: উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৬২
৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার ৬৭
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৬৭
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার ৬৭
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৬৮
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা ৬৮
সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট ৬৯
সংযুক্তি ২ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৭০
সংযুক্তি ৩ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৭২
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৭৭
সংযুক্তি ৫ এক নজরে উপজেলা ৭৯
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী ৮০
সংযুক্তি ৭ সামাজিক মানচিত্র ৮১
সংযুক্তি ৮ ঝুঁকি মানচিত্র ৮২
সংযুক্তি ৯ নিরাপদ মানচিত্র ৮৩
সংযুক্তি ১০ হাটবাজারের তালিকা ৮৪
সংযুক্তি ১১ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার তালিকা ৮৫
সংযুক্তি ১২ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের তালিকা ৯১
সংযুক্তি ১৩ বিলের তালিকা ৯২
সংযুক্তি ১৪ বিভিন্ন পেশাজীবী সমবায় সমিতির তালিকা ৯৪
সংযুক্তি ১৫ উপজেলার জনপ্রতিধিদের তালিকা ৯৮
সংযুক্তি ১৬ ওয়ার্ডভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ৯৯
সংযুক্তি ১৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন ১০০
সংযুক্তি ১৮ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভার প্রতিবেদন ১০৫

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনাকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ৩-৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কমবেশী দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলা অন্যতম। সুনামগঞ্জ হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর জেলা। ভাটির দেশ হিসেবে এ জেলাটি সর্বত্র পরিচিত। 'মৎস্য, পাথর, ধান সুনামগঞ্জের প্রাণ' এ প্রবাদটি সর্বজন স্বীকৃত। সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ইত্যাদি। ডলুরা চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্ট দিয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মুলতঃ বিশ্বম্ভরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রতিবছর আগাম বন্যাসহ বিবিধ প্রাকৃতিক আপদ দ্বারা বিশ্বম্ভরপুরের বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। প্রায়শঃই করচা, হালির ও আঙ্গারুলীর হাওড়ের বোরো ফসল রক্ষার জন্য বাঁধগুলোর খোলা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে ঐ এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্টে বিশেষভাবে মিয়ারচরে অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের ফলে ঐ এলাকায় নদীভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। বিশ্বম্ভরপুরের প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়। এই উপজেলা প্রতিবছর দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ এবং ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরি করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.৩.১. জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান:

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিলেট বিভাগের অন্তর্গত হাওরবেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত । এর উত্তরে ভারতের মেঘালয়, দক্ষিণে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়ন, পূর্বে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন, পশ্চিমে তাহিরপুর উপজেলার বালিজুরী ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনা বাজার ইউনিয়ন অবস্থিত। সিলেট বিভাগীয় শহর হতে সুনামগঞ্জ জেলা শহরের দূরত্ব ৬৯ কিলোমিটার এবং সুনামগঞ্জ জেলা শহর হতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। এ উপজেলায় মোট ৬টি নদী, ১১৫ টি খাল, ৮ কিলোমিটার বাঁধ এবং ২৫৭ কিলোমিটার রাস্তা রংয়ছে। উপজেলার মোট আয়তন ২৪৯ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ ও এটেল। উপজেলার বেশিরভাগ বসতভিটা এটেল মাটির এবং আবাদি জমি দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটির যার উর্বরতা শক্তি বেশি। । সেচের খাল ও পুকুর পাড়ের মাটি বেলে ও দো-আঁশ প্রকৃতির এবং রাস্তাঘাটের মাটির প্রকৃতি এটেল ও দো-আঁশ। খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে বালি ও পাথর।

১.৩.২ আয়তন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মোট আয়তন ২৪৯ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার অন্তর্গত মোট ৫ টি ইউনিয়ন, ৫৮ টি মৌজা এবং ১৮০ টি গ্রাম রয়েছে।

উপজেলা	ইউনিয়নের নাম	মৌজার সংখ্যা	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
বিশ্বম্ভরপুর	পলাশ	০৭	কাচিরগাতি, মাঝাইর, গাজিরগাঁও, কোটিপাড়া, মুক্তিখলা, রনবিদ্যা ও ধরেরপাড়
	সলুকাবাদ	০৪	মাসুদ আলী, সিমছা, রতারগাঁও ও উত্তর রামপুর।
	ধনপুর	০৪	শাসপুর, পুরান শানপুর, ছাতারকোনা ও মেরুয়াখলা।
	বাদাঘাট দক্ষিণ	১৪	পুরানগাঁও, নারায়নপুর, ইকর হাটিয়া, বুতাজ, দঃ ঘাগরা, ছত্রিশ, বিন্নাকুলি চক, বাঘমারা, শাহাপুর, আমরিয়া, মনবেগ, ওমরপুর, বাগমারা ও আঙ্গারুলী সনার হাওর।
	ফতেপুর	২৯	উত্তর ক্ষিদিরপুর, বসন্তপুর, বাগুয়া, উত্তর শাহাপুর, রঙ্গারচর চক, আলমা ডহর, পূর্ব আলীপুর, রঙ্গারচর, লখা, নয়া বারুঙ্কা, উত্তর দৌলতপুর, পিরিজপুর, অনন্তপুর, দুলবারচর, তাহিরপুর, শ্যামারকান্দি, ভবানিপুর, উত্তর ফতেপুর, পশ্চিম চানপুর, শালমারা, কচুখালী, উমেদপুর, চান্দবাড়ী, মশালঘাট, রাজন্দ্রপুর, জাঙ্গাল, ব্রাম্মনপাড়া, লামশ্রম ও বিন্নাকুলা।
মোট	**০৫**	**৫৮**	

উৎসঃ উপজেলা ভূমি অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।

১.৩.৩ জনসংখ্যা

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৫৬৩৮১ এর মধ্যে পুরুষ ৭৮১৭৫ জন এবং মহিলা ৭৮২০৬ জন।

উপজেলা/ইউনিয়ন নং	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
পলাশ	১৪৪০৪	১৪৪৮৬	১২৮২৮	২১৯৬	৪০৭	২৮৮৯৩	৫৫৫৪	১৬৯৮৮
সলুকাবাদ	১৯০৪৮	১৮৩২৭	১৮১৬৪	২৫৭৯	২১০	৩৭৩৭৫	৬৭৯৫	২০৬১০
ধনপুর	১৮৪০৮	১৮৯৬৮	১৭৪১৭	২৬৯১	৩০১	৩৭৩৭৬	৭৫৯০	২২৫৪৭
বাদাঘাট দক্ষিণ	১২৪৩৫	১২৫৬৫	১১৮২৫	১৬৭৫	১৭৯	২৫০০০	৪৫০০	১৩৮৪৮
ফতেপুর	১৩৮৭৭	১৩৮৬০	১১৬২২	১৯৯৭	২৬০	২৭৭৩৭	৪৮৯৭	১০৫৪০
মোট	**৭৮১৭৫**	**৭৮২০৬**	**৭১৭৭৯**	**১১১৩৮**	**১৩৫৭**	**১৫৬৩৮১**	**২৯৩৩৬**	**৮৪৫৩৩**

উৎসঃ জনসংখ্যা জরীপ, ২০১১, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা নির্বাচন কমিশন অফিস, সুনামগঞ্জ।

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা থাকতে হবে

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ৪ টি বাঁধ রয়েছে যার দৈর্ঘ্য মোট ৭০.৪ কিলোমিটার। বাঁধগুলো হল করচার হাওর বাঁধ, শনির হাওর বাঁধ, আঙ্গারুলী হাওর বাঁধ এবং মিছাখালি বাঁধ। বাঁধগুলোর গড় উচ্চতা আর এল (রিডিউস লেভেল) ৫.৫-৬ মিটার। প্রতিবছর বর্ষায়

বাঁধগুলো কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য প্রতিবছরই বাঁধগুলো সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে। **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

স্লুইচ গেট

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ১ টি হাওরে মোট ২ টি স্লুইচ গেট রয়েছে, একটি ভাদেরটেক এবং অন্যটি ফতেপুরে অবস্থিত। ভাদেরটেক স্লুইচ গেটটি সুরমা নদীর উপ-শাখা (চলতি নদী) ও করচার হাওরের সংযোগস্থলে এবং ফতেপুর স্লুইচ গেটটি করচার হাওর ও ফতেপুর সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। এর মধ্যে ২ টি স্লুইচ গেটই সচল রয়েছে। **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

ব্রীজ

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ৪৪ টি ব্রীজ রয়েছে। এগুলো স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতাধীন। এর মধ্যে ৪০ টি পাকা ব্রীজ এবং ৪ টি বেইলি ব্রীজ রয়েছে। সবগুলো ব্রীজই সচল রয়েছে। **উৎসঃ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), বিশ্বম্ভরপুর।**

কালভার্ট

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ২১৬ টি কালভার্ট রয়েছে। এগুলো স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতাধীন। সবগুলো কালভার্টই সচল রয়েছে। **উৎসঃ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), বিশ্বম্ভরপুর।**

রাস্তা

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ৩১২.৭৩ কি.মি. রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে ৯৩.৫১ কি.মি. পাকা রাস্তা, ২০৮.২১ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ১১.০১ কি.মি. এইচবিবি রাস্তা রয়েছে। উপজেলায় কোন সাবমারসিবল রাস্তা নেই । রাস্তাগুলোর গড় উচ্চতা ৩ ফুট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপজেলায় মোট ৩১২.৭৩ কি.মি. রাস্তার মধ্যে ৪৯ কি.মি. রাস্তা বন্যা ঝুঁকিমুক্ত। **উৎসঃ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), বিশ্বম্ভরপুর।**

সেচ ব্যবস্থা

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ১ টি গভীর নলকূপ রয়েছে যা বিদ্যুৎচালিত এবং বর্তমানে এটি বিকল রয়েছে। এ উপজেলায় মোট ২৮৭ টি অগভীর নলকূপ বা শ্যালো মেশিন রয়েছে। এর মধ্যে ১২ টি বিদ্যুৎচালিত এবং ২৭৫ টি ডিজেলচালিত। এছাড়া, এ উপজেলায় মোট ২৪৪ টি Low Leap Pump (LLP) রয়েছে যার ৪ টি বিদ্যুৎচালিত এবং ২৪০ টি ডিজেলচালিত। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মূলতঃ কোন হস্তচালিত নলকূপ নেই। তবে কিছু ঐতিহ্যগত সেচযন্ত্র রয়েছে। এগুলো হল দোন ও সেওতি। এখানে প্রায় ২,০৭০ দোন ও সেওতি রয়েছে যা দিয়ে ৩৫৯৮ হেক্টর কৃষি জমি সেচ দেয়া হয়। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ১৮,৫৭০ হেক্টর কৃষি জমির মধ্যে ৪,০১৫ হেক্টর জমি সেচের আওতায় রয়েছে। বহু কৃষি জমি এখনও সেচের আওতার বাইরে। এখানে অনেক সুযোগ রয়েছে আবার বাঁধাও রয়েছে। **উৎসঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সেচ) ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর।**

হাটবাজার

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ১৪ টি হাটবাজার রয়েছে। হাটবাজারগুলো উপজেলার ৫ টি ইউনিয়নের ১৪ টি গ্রামে বিদ্যমান। হাটবাজারগুলো সপ্তাহের বিভিন্ন বারে বসে। উপজেলার ১৪ টি হাটবাজারে মোট ২৫০০ টি দোকান এবং ১৪ টি সমিতি রয়েছে। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার হাটবাজারের তালিকা সংযুক্তি-১০ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি দেখা যায়। এর মধ্যে কাঁচা, পাকা, আধাপাকা, ছনের এবং টিনের ঘর উল্লেখযোগ্য। কাঁচাঘর সাধারণতঃ মাটি, টিন, ছন, ইকর, বাঁশ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হয়। পাকা ঘর তৈরি করা হয় ইট, বালি, সিমেন্ট, রড, পাথর ইত্যাদি দিয়ে। আবার আধাপাকা ঘর ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ও টিন দিয়ে তৈরি করা হয়। এছাড়া, ছনের ঘর ছন ও ইকর বেড়া দিয়ে এবং টিনের ঘর টিন, কাঠ ও লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ২৯,৩৩৬ টি ঘর রয়েছে যার মধ্যে ২৩,৪৬৯ টি ঘর কাঁচা এবং ৫,৮৬৭ টি ঘর পাকা। **উৎসঃ জেলা পরিসংখ্যান অফিস, সুনামগঞ্জ।**

পানি

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলো হল নলকূপ, নদীনালা, খালবিল, পুকুর ইত্যাদি। এ উপজেলায় মোট ১,২৩৪ টি নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ১,১৮১ টি নলকূপ সচল ও ৫৩ টি নলকূপ বিকল। ৬০০ টি নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নলকূপগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ৪৫% অধিবাসী নলকূপের পানি ব্যবহার করে। **উৎসঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর।**

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ১৯,৮৭৬ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে। এর মধ্যে ৫,৬৮৩ টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করায় পায়খানাগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ৭৭.৭৬% অধিবাসী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। **উৎসঃ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর।**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ৯৫ টি সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৭ টি, বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ১০ টি, মাদ্রাসা ৬ টি এবং বেসরকারি কলেজ ২ টি। উপজেলায় মোট ৭৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৭৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ২০,১৫৪ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এছাড়া, উপজেলার মোট ১০ টি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ৭,৩৯০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। উপজেলার মোট ৬ টি মাদ্রাসায় ৮২ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত রয়েছেন। এতে ২৯২৯ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ২ টি বেসরকারি কলেজ রয়েছে যেখানে ২৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ১১৫৫ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংযুক্তি-১১ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ৩২২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ২৫৯ টি মসজিদ, ৬২ টি মন্দির এবং ১ টি গীর্জা রয়েছে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ)

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ৭০ টি ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাহ) রয়েছে। ঈদগাহগুলো উপজেলার ৫ টি ইউনিয়নে বিদ্যমান রয়েছে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

স্বাস্থ্য সেবা

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ৩ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ১৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এ উপজেলায় কোন বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উপজেলা হেডকোয়ার্টার (পলাশ ইউনিয়নে) অবস্থিত। এখানে ২ জন ডাক্তার ও ৮ জন নার্স রয়েছে। উপজেলার স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের তালিকা সংযুক্তি- ১২ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিশ্বম্ভরপুর ।**

ব্যাংক

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ৩ টি ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিশ্বম্ভরপুর বাজারে এবং গ্রামীণ ব্যাংক নতুন পাড়ায় অবস্থিত। ব্যাংকগুলো এখানে কৃষিঋণ, ব্যবসা ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ, আমানত সংগ্রহ ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বিশ্বম্ভরপুর ।**

পোস্ট অফিস

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ৫ টি পোস্ট অফিস রয়েছে। পোস্ট অফিসগুলো মেরুয়াখলা, রতারগাঁও, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা, চিনাকান্দি ও বালিজুড়িতে অবস্থিত। পোস্ট অফিসগুলো এখানে চিঠি ও পার্সেল আদান প্রদান, রেভিনিউ ও জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রয়, পোস্টাল অর্ডার, মানি ট্রান্সফার ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। **উৎসঃ উপজেলা পোস্ট অফিস, বিশ্বম্ভরপুর ।**

ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ২১ টি ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে। ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো উপজেলার ৫ টি ইউনিয়নে অবস্থিত। ক্লাব/সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো এখানে বিভিন্ন রকমের সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করছে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

এন জি ও/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
১	ব্রাক	ওয়াশ (ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন)	৩০৩০২ জন	ফেব্রুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত
		ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	২৭৩৭ জন	২০০১ হইতে চলমান
		শিক্ষা কার্যক্রম	১৬৫০ জন	জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত
২	গ্রামীণ ব্যাংক	ক্ষুদ্রঋণ	৪৭০০ জন	মে, ১৯৯০ হইতে চলমান
৩	আশা	ক্ষুদ্রঋণ	১৪৫০ জন	১৯৭৮ সাল হইতে চলমান
৪	Assistance for Slum Dwellers (ASD)	সৌহার্দ্য ২ দরিদ্র এবং হতদরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন	৮৮১৩ জন	এপ্রিল, ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত
৫	Friends In Village Development Bangladesh (FIVDB)	Community Learning Program (CLP) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, ঝরে পড়া শিশু শিক্ষা	৩০০১ জন	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত
		ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	১৫৬৩৮১ জন	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত
		Livelihood Support Program (LEP) জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ স্যানিটেশন, শাক সবজি চাষ, স্বাস্থ্যসেবা	৪৪৩৫ জন	মার্চ, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত
৬	জৈন্তিয়া ছিন্নমূল সংস্থা (জেসিস)	Livelihood Security Program (LSP) জীবিকায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা	৬০০ জন	অক্টোবর, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত
		Let Her Decide & Participate (LHDP) নারী ক্ষমতায়ন ও নারী নেতৃতের উন্নয়ন	৬২৫ জন	মার্চ, ২০১৩ হতে চলমান
৭	উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানুষ (উপমা)	Livelihood Security Program (LSP) জীবিকায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা	৬৬৮ জন	নভেম্বর, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৪ থেকে পর্যন্ত
		Education Support Program- Non Formal Primary Education (ESP-NFPE) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, ঝরে পড়া শিশু শিক্ষা	৪৩৫ জন	জানয়ারী, ২০১২ থেকে জানুয়ারী ২০১৬ পর্যন্ত
৮	Voluntary Association for Rural Development (VARD)	Social Intervention towards Sustainable Development (SISD) কিশোরী ক্ষমতায়ন/IGA	৪০০ জন	জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত
		Community Managed Disaster Risk Reduction (CMDRR) Phase-II Project লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে	২১০৩৫ জন	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুলাই, ২০১৫ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	এনজিও	কি বিষয়ে তারা কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পগুলোর মেয়াদকাল
		দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ		
		Promoting Sustainable Agriculture Practices to Strengthen Food Security of the poor and Marginalized Through Accessing Rights (PSAP-SFS-PMTAR) Project (LRP-43) জীবিকায়ন ও খাদ্য অধিকার, ভূমি অধিকার, সুশাসন, নারী ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ, শিক্ষা	৫০০০ জন	জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত
		Non Formal Primary Education (NFPE) উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী	৪৮০ জন	জানুয়ারি, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত
		Reaching Out of School Children (ROSC) Project শিক্ষা কর্মসূচী (আনন্দ স্কুল)	৭৮৪ জন (৩০ টি স্কুল)	এপ্রিল, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত

খেলার মাঠ

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ৪ টি খেলার মাঠ রয়েছে। খেলার মাঠগুলো উপজেলার বিশ্বম্ভরপুর, কাটাখালী, ধনপুর ও পলাশে অবস্থিত। খেলার মাঠগুলো উঁচু হওয়ায় দুর্যোগের সময় এগুলো কাজে লাগে। ঐ সময় মাঠে মানুষ ও পশু সম্পদ আশ্রয় নিতে পারে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ৯২ টি কবরস্থান ও ২৫ টি শ্মশানঘাট রয়েছে। এগুলো উপজেলার ৫ টি ইউনিয়নে অবস্থিত। অধিকাংশ কবরস্থান বন্যা লেভেলের উপরে হওয়ায় দুর্যোগের সময় বা বর্ষাকালে মৃতদেহ সৎকার করা সহজ হয়। অপরপক্ষে, বেশিরভাগ শ্মশানঘাট বন্যা লেভেলের নীচে হওয়ায় দুর্যোগের সময় বা বর্ষাকালে মৃতদেহ সৎকার করা কষ্টকর হয়। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় যোগাযোগের মাধ্যম হল মোটর সাইকেল, লেগুনা, ইজিবাইক, রিক্সা, ভ্যান, ভটভটি, নৌকা ও ইঞ্জিনচালিত নৌকা। স্থানীয় জনগণ মোটর সাইকেল, লেগুনা, ইজিবাইক, রিক্সা, ভ্যান, ভটভটি, নৌকা, ইঞ্জিনচালিত নৌকা ইত্যাদি পরিবহনের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে থাকে। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ৩০০ টি মোটর সাইকেল, ৬০ টি লেগুনা, ৬ টি ইজিবাইক, ৩০০ টি রিক্সা, ৩০০ টি ভ্যান, ৫০ টি ভটভটি, ১৭৫ টি নৌকা ও ৮০ টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা রয়েছে। **উৎসঃ উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

বন ও বনায়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ১০ কিলোমিটার স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । এ বনাঞ্চলে কদম, আকাশমণি, রেইনট্রি, অর্জুন, জাম, কাঠাল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। এছাড়া, এলাকার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। **উৎসঃ ফরেস্ট রেঞ্জার, সুনামগঞ্জ।**

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারা

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় একই রকম। এই উপজেলার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০০০ মিলি মিটার। প্রায় সারা বছর জুড়েই বৃষ্টিপাত হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত বেশি হয়। তবে শীতকালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। এ উপজেলায় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ১০০০ মিলি মিটার, বর্ষাকালে ২৫০০ মিলি মিটার এবং শীতকালে ৫০০ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত হয়। এ উপজেলায় বর্তমানে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৃষ্টিপাতের এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, উৎপাদন ব্যয়

বেশি হচ্ছে এবং উৎপাদনও কম হচ্ছে। সেইসাথে ফসলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হচ্ছে। এতে মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভব পড়ছে। **উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর।**

তাপমাত্রা

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় গ্রীষ্মকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ০৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বর্তমানে উপজেলার তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে অর্থাৎ তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বিগত ৭-৮ বছর তাপমাত্রা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কৃষি চাষ পদ্ধতি হুমকির মুখে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যতে ঝুঁকি আরো বাড়বে। **উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর।**

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর সাধারণতঃ ৪০০ ফুট নীচে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পূর্বে এ জেলায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ছিল ২৫০ ফুট নীচে। শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার করণে অত্র এলাকায় খাবার ও সেচের পানির সংকট দেখা দেয়। **উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর।**

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ২৪,৮৭৪ হেক্টর জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ১৫,৫০০ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ৩,০৭০ হেক্টর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ৭৩০০ হেক্টর, দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৫৬০০ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ ২৬০০ হেক্টর। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ৬৩০৪ হেক্টর। **উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর।**

কৃষি ও খাদ্য

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো, আউশ ও আমন), গোলআলু, শাকসব্জি, গম, মরিচ, সরিষা, বাদাম ইত্যাদি। উপজেলার আবাদকৃত ফসলী জমি ও উৎপাদন পরিসংখ্যান (ফেব্রুয়ারি ২০১৪) নিম্নরূপঃ

ক্র/নং	ফসলের নাম	উৎপাদন (মে. টনে)	মন্তব্য
১	বোরো	৩৯,০২০ (চাউল)	মোট ধান উৎপাদন ৭১,০৪৫ মে. টন
২	আমন	২৯,৮৫০ (চাউল)	
৩	আউশ	২,১৭৫ (চাউল)	
৪	আলু	৩৯৩০	
৫	শাকসব্জি	৩৪০০০	
৬	গম	৬৫৬	
৭	মরিচ	১৩৫	
৮	সরিষা	১২০	
৯	চিনাবাদাম	৯১	

প্রতি বছর বন্যা হলেও ২০০৯, ২০১০ সালের আগাম বন্যা ছিল সবছেয়ে ব্যাপক। অত্র এলাকার প্রধান খাদ্যসমূহ হল- ভাত, মাছ ও শাকসব্জি। **উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর।**

নদী

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে ছোট বড় ৬ টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলো হল চলতি, যাদুকাটা, রক্তি, আবুয়া, নাইন্দাকোপা এবং রূপসা। নদী থাকার করণে এলাকার যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটছে। যেমন মালামাল পরিবহনে ব্যয় কম হচ্ছে। বালি, পাথর ও মাছ খুব অল্প সময়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেয়া যাচ্ছে। অপকারের দিক থেকে বলতে গেলে প্রতি বছরে কিছু না কিছু জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া পলি পড়ে নদী ভরাট হয়ে হয়ে যাচ্ছে। ফলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং নদীর নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। **উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।**

পুকুর

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ১৫০ টি পুকুর রয়েছে। এসব পুকুর থেকে মাছ বিক্রয় করে প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের টাকা আয় হচ্ছে যা সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। **উৎসঃ উপজেলা মৎস্য অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

খাল

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে ১১৫ টি খাল প্রবাহিত হয়েছে। উক্ত খালে বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া এর পানি দিয়ে হাওরের ধানক্ষেতে সেচ দেয়া হয়। বন্যার সময় পাহাড়ি ঢলে দ্রুত পানি ছড়িয়ে পড়ায় মানুষের জানমালের ক্ষতি হয়। **উৎসঃ উপজেলা মৎস্য অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

বিল

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ৩৭ টি বিল রয়েছে। এ বিলগুলোর আকার ২০ একরের উর্ধ্বে ৯ টি এবং ২০ একরের নীচে ২৮ টি। সবগুলো বিলে পর্যাপ্ত পানি থাকায় অধিক মাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। মৎস্য আহরণ করে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পানি দিয়ে হাওরের ধানক্ষেতে সেচ দেয়া হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পুষ্টির চাহিদা পুরণ হচ্ছে। এছাড়া বিলগুলো বিভিন্ন প্রকার পাখির বিচরণক্ষেত্র। উপজেলার বিলের তালিকা সংযুক্তি-১৩ এ যুক্ত করা হল। **উৎসঃ উপজেলা মৎস্য অফিস, বিশ্বম্ভরপুর।**

হাওড়

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ২ টি হাওর রয়েছে, যেমন, করচার হাওর এবং আঙ্গারুলী হাওর। করচার হাওরের আয়তন ৫৩৫০ হেক্টর এবং আঙ্গারুলী হাওরের আয়তন ১১৩০ হেক্টর । হাওরগুলোতে বর্ষাকালে মাছ পাওয়া যায় এবং বোরো মৌসুমে ধানচাষ করা হয়। এছাড়া, হাওরগুলো বর্ষাকালে নৌযোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। **উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর।**

আর্সেনিক দুষণ

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় অল্প মাত্রায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। দূষণের মাত্রা ০.০২৫%। উপজেলার ৮ টি (০.৬৪%) নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। যার সবগুলো লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে এলাকার জনগণ এগুলোর পানি ব্যবহার করছে না। এতে এ উপজেলায় কোন আর্সেনিকোসিস রোগের প্রদুর্ভাব ঘটছে না। **উৎসঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর।**

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। আগাম বন্যা এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগ। এছাড়া এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগসমূহ হল মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি। ডলুরা চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্ট দিয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মুলতঃ বিশ্বম্ভরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রতিবছর আগাম বন্যাসহ বিবিধ প্রাকৃতিক আপদ দ্বারা বিশ্বম্ভরপুরের বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। প্রায়শঃই করচা, হালির ও আঙ্গারুলীর হাওড়ের বোরো ফসল রক্ষার জন্য বাঁধগুলোর খোলা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে ঐ এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্টে বিশেষভাবে মিয়ারচরে অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের ফলে ঐ এলাকায় নদীভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। বিশ্বম্ভরপুরের প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় প্রতিবছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ব্যহত হয়।

অতীতে বন্যার পানি বিপদসীমার ৩০ সেঃমিঃ উপরে প্রবাহিত হয়েছিল এবং এই পানি ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে বেড়েছিল। এরপর এ পানি ২ দিন স্থায়ী ছিল। বন্যার পানি মেঘালয় পাহাড় হয়ে সলুকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা চলতি নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। মানুষ সাধারণতঃ যেসকল দুর্ভোগ বা অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা হল যোগাযোগের অসুবিধা হয়, খাদ্যের সমস্যা, আশ্রয়, জরুরী চিকিৎসা, কর্মসংস্থান এর অভাব দেখা দেয়, মানসিক অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যার সৃস্টি হয় । ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ৩০২০ হেক্টর জমির ফসলাদি, ৭১০ টি ঘরবাড়ি, ১৭ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) ও ০২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০৪ মৌসুমী বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০১৩ সালের সলুকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা গ্রামে নদী ভাংগনের ফলে ২০ টি বসতবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
আগাম বন্যা	১৯৯৪, ২০০৪ ও ২০১০	২০১০ সালে আগাম বন্যায় ৩০২০ হেক্টর (১৯.৪৮%) জমির ফসলাদি, ৭১০ টি (২.৪২%) ঘরবাড়ি, ১৭ কিঃমিঃ (৬.৬%) রাস্তা (আংশিক) ও ০২ টি (০.৬২%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ঘরবাড়ি, বীজতলা, ফসলের জমি, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা, বেরীবাধ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
মৌসুমী বন্যা	১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০১২	১৯৯৮ সালে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি টাকা ৩৩৪ টি (২৭%) টিউবওয়েল ১৭১৫ টি (৮.৬২%) পায়খানা	রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, ঘরবাড়ি, বীজতলা, ফসলের জমি, পশু সম্পদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
নদী ভাঙ্গন	২০১৩	২০১৩ সালের সলোকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা গ্রামে নদী ভাংগনের ফলে ২০ টি (০.০৭%) বসতবাড়ি, ১০ টি (০.৮১%) টিউবওয়েল, ২৭ টি (০.১৩%) পায়খানা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা।	বাড়িঘর, বীজতলা, ফসলের জমি, শিক্ষাপ্রতিষ্টান, গাছপালা ক্ষতিগ্রস্থ হয়
জলাবদ্ধতা	২০১০	২০১০ সালের জলাবদ্ধতায় ৪০০ হেক্টর (২.৫৮%) জমির বীজতলা, ৬ কিঃমিঃ (২.৩৩%) রাস্তা (আংশিক), ২ কিঃমিঃ (২.৮৪%) বেরিবাঁধ (আংশিক), ০৫ টি (১.৫৫%) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ১৪০ টি (০.৭০%) পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বেরীবাঁধ, গাছপালা এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়ে ম্যালেরিয়া রোগের আশঙকা দেখা দেয়। পানিবাহিত রোগ বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যাতায়াতের সমস্যা হয়

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন্ কোন্ খাত/উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
কালবৈশাখী ঝড়	২০০৯, ২০১০ ও ২০১১	২০০৯ সালে ৩৫ টি (০.১১%) ঘরবাড়ি ও ১৫০ টি (০.৭৫%) পায়খানা (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ২০১০ সালে প্রায় ২৮.৯৮ লক্ষ টাকা ও ২০১১ সালে প্রায় ২২.৩৯ লক্ষ টাকা মূল্যের বোরো ফসল নষ্ট হয়।	বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

২.২ উপজেলার আপদসমুহ

ক্রমিক	আপদ	অগ্রাধিকার	স্তর
০১	আগাম বন্যা	আগাম বন্যা	১ম
০২	কালবৈশাখী ঝড়	মৌসুমী বন্যা	২য়
০৩	জলাবদ্ধতা	নদী ভাঙ্গন	৩য়
০৪	মৌসুমী বন্যা	জলাবদ্ধতা	৪র্থ
০৫	নদী ভাঙ্গন	কালবৈশাখী ঝড়	৫ম

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রবিস্তারিত বর্ননাঃ

আগাম বন্যাঃ বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা হাওরবেষ্টিত নীচু ভূমি ও মেঘালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর উপজেলা। ব্যাপক মাত্রায় আগাম বন্যা কবলিত একটি এলাকা বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা। বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই সীমান্তের ওপার থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ বিশ্বম্ভরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ হঠাৎ করে পাহাড়ে মাত্রারিক্ত বৃষ্টি হলে এ অঞ্চলে আগাম বন্যা দেখা দেয়। চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে আগাম বন্যা সংগঠিত হয়ে থাকে। এতে করচা ও আঙ্গারুলী হাওড়ের বোরো ফসল নষ্ট হয় ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়।

আগাম বন্যায় এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৯৪, ২০০৪ ও ২০১০ সালের আগাম বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

পলাশ ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে ৫২৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৬২ টি ঘরবাড়ি, ৩.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২৫ টি গাছপালা ও ০১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১২৮৩ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সলুকাবাদ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ৪৩৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৭৭ টি ঘরবাড়ি, ৩.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) ও ৭৫ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে ৩২০১ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধনপুর ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে ৩২৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২৭ টি ঘরবাড়ি, ১ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) ও ২০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১৮৯০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে ২০১০ সালের আগাম বন্যায় ৮২০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৮৭ টি ঘরবাড়ি, ৩.৭৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক) ও ৭২ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে ৯৮০ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফতেপুর ইউনিয়ন

২০১০ সালের আগাম বন্যায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে ৯১৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৩৫৭ টি ঘরবাড়ি, ৫.২৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১৫৯ টি গাছপালা ও ০১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩৮৮৩ কৃষক পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে আগাম বন্যা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যায় ইউনিয়ন ভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

পলাশ ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে পলাশ ইউনিয়নের ৭৫০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৫০ টি ঘরবাড়ি, ৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১.৫ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ১৫ টি পুকুরের মাছ এবং ২৮০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৬৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সলুকাবাদ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে সলুকাবাদ ইউনিয়নের ৪৫০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৩০ টি ঘরবাড়ি, ৪.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ২০ টি পুকুরের মাছ এবং ৩১৫ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৪৩৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ধনপুর ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে ধনপুর ইউনিয়নের ৫২৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৪৫ টি ঘরবাড়ি, ৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ৫ টি পুকুরের মাছ এবং ১৭৫ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৭০০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের ১২০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৩০০ টি ঘরবাড়ি, ৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ১০ টি পুকুরের মাছ এবং ৩৫০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ফতেপুর ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে ফতেপুর ইউনিয়নের ১৫০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৫০০ টি ঘরবাড়ি, ৭ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ৯ টি পুকুরের মাছ এবং ৫৫০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৪৩৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মৌসুমী বন্যাঃ ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যার সৃষ্টি হয়। এখানে সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বন্যা অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর মধ্যে ২০০৪ সালের মৌসুমী বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। ১৯৯৮ সালে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি টাকা। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে বসতভিটা, রাস্তাঘাট ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে।

মৌসুমী বন্যায় স্বাভাবিক পানির চেয়ে ৩ থেকে ৪ হাত পানি বেশি হলে এ উপজেলায় ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়; বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষের পানিবাহিত রোগ ও গবাদি পশুর বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই দেখা দেয়; বাসস্থানের সংকট এবং গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া মৃতদেহ সৎকারে অসুবিধা হয়। প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০১২ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যায় ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

পলাশ ইউনিয়ন

১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে ৫২১ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১১০ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ২৭৭ টি ঘরবাড়ি, ১.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১২২ টি গাছপালা, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭৫ টি টিউবওয়েল, ৩৫৫ টি পায়খানা এবং ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৯৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সলুকাবাদ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যায় ৩২২ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৪৭ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ১৮৮ টি ঘরবাড়ি, ২.১ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৩২০ টি গাছপালা, ৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮২ টি টিউবওয়েল, ২২০ টি পায়খানা এবং ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১২০২ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধনপুর ইউনিয়ন

১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে ২২০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৩০ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ১২৯ টি ঘরবাড়ি, ১.৭৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৫৭ টি গাছপালা, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২০ টি টিউবওয়েল, ২৩০ টি পায়খানা এবং ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৯৫৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যায় ৪৫৬ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৬৮ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ৩৮৮ টি ঘরবাড়ি, ১ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১৮ টি গাছপালা, ১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬৮ টি টিউবওয়েল, ৪৬৮ টি পায়খানা এবং ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১১০৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফতেপুর ইউনিয়ন

১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে ৬৭৯ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৪০ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ৪৩২ টি ঘরবাড়ি, ২ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২২৭ টি গাছপালা, ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮৯ টি টিউবওয়েল, ৪৪২ টি পায়খানা এবং ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১৯৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নদী ও জমি পলি পড়ে ভরাট হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ উপজেলায় ভবিষ্যতে মৌসুমী বন্যা ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। মৌসুমী বন্যায় এ উপজেলার আমন ফসল, শাকসব্জি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠী পানিবাহিত রোগ ও গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন ধরনের রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হতে পারে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যায় ইউনিয়ন ভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

পলাশ ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে পলাশ ইউনিয়নের ৭২০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৩০ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ৩৫০ টি ঘরবাড়ি, ৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২.৫ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ২২০ টি গাছপালা, ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৩০ টি টিউবওয়েল, ১০২০ টি পায়খানা এবং ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৭৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সলুকাবাদ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে সলুকাবাদ ইউনিয়নের ৪২৮ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৬২ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ৩৯০ টি ঘরবাড়ি, ৩.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ৩৩০ টি গাছপালা, ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০৫ টি টিউবওয়েল, ৩৫০ টি পায়খানা এবং ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ২৯৩১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনপুর ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে ধনপুর ইউনিয়নের ৪৪৭ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৪৯ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ১৭৫ টি ঘরবাড়ি, ৩.৭৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১.৫ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ১৮০ টি গাছপালা, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩৫ টি টিউবওয়েল, ৩২০ টি পায়খানা এবং ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ২৮৯৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের ৬৬৮ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৯২ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ৪৪২ টি

ঘরবাড়ি, ৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৬ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ১৩০ টি গাছপালা, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২৭ টি টিউবওয়েল, ৭৭০ টি পায়খানা এবং ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৫০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফতেপুর ইউনিয়ন

প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে ফতেপুর ইউনিয়নের ৯৯২ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৬০ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ৫২০ টি ঘরবাড়ি, ৭ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১০ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ৫৫০ টি গাছপালা, ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫৫ টি টিউবওয়েল, ১০২০ টি পায়খানা এবং ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ২৪৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নদী ভাঙ্গনঃ বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় নদী ভাঙ্গন বেশি। প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। এখানে সাধারণতঃ নদীভাঙ্গন জ্যৈষ্ঠ মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত দেখা দেয়। যার ফলে এলাকার কৃষি, ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপক হারে চলতি ও যাদুকাটা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়। ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্টে বিশেষভাবে মিয়ারচরে অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের ফলে ঐ এলাকায় নদীভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। অব্যাহত নদীভাঙ্গনের ফলে অনেকেই ভিটেমাটি হারিয়ে, আবার কেউ কেউ ফসলী জমি হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের সলুকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা গ্রামে নদী ভাংগনের ফলে ২০ টি বসতবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে এই অব্যাহত নদীভাঙ্গনের কবল থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য সরকারি কিংবা বেসরকারি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার **সলুকাবাদ ইউনিয়নের** ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্টে বিশেষভাবে মিয়ারচরে অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের ফলে ডলুরা ও জিনারপুর গ্রামে নদীভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। যার ফলে এলাকার কৃষি, ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপক হারে চলতি ও যাদুকাটা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়। এতে সলুকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা ও জিনারপুর গ্রামের ২০ টি বসতবাড়ি, ১০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ২ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১০ টি টিউবওয়েল, ২৭ টি পায়খানা এবং ২৭ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্টে বিশেষভাবে মিয়ারচরে অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের করণে এ উপজেলায় ভবিষ্যতে নদীভাঙ্গনের ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নদীভাঙ্গনে **সলুকাবাদ ইউনিয়নের** ডলুরা ও জিনারপুর গ্রামের ১৮০ টি বসতবাড়ি, ২৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২০ টি টিউবওয়েল, ৪৫ টি পায়খানা এবং ২৫০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে ৫৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

জলাবদ্ধতাঃ ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্ট দিয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মুলতঃ বিশ্বম্ভরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। তখন করচা, হালির ও আঙ্গারুলীর হাওড়ের বোরো ফসল রক্ষার জন্য বাঁধগুলোর খোলা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এখানে সাধারণতঃ চৈত্র মাস হতে বৈশাখ মাস এবং আষাঢ় হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে** জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এর ফলে ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বেরীবাঁধ, গাছপালা এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়ে ম্যালেরিয়া রোগের আশঙকা দেখা দেয়। পানিবাহিত রোগ বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যাতায়াতের সমস্যা হয়। এজন্য স্লুইস গেটের মাধ্যমে পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রতি বছর জলাবদ্ধতা হলেও ২০১০ সালের জলাবদ্ধতা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। এতে জলাবদ্ধতায় ৪০০ হেক্টর জমির বীজতলা, ৬ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ (আংশিক), ১৪০ টি পায়খানা ও ০৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩২০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের করণে এ উপজেলার **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে জলাবদ্ধতার ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলাবদ্ধতায় এ ইউনিয়নের ৪৫০ হেক্টর জমির বীজতলা, ১০ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৪ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ (আংশিক), ১০ টি টিউবওয়েল, ২৫০ টি পায়খানা ও ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে ৪৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

কালবৈশাখী ঝড়ঃ সুনামগঞ্জ জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

কালবৈশাখী ঝড়ে সাধারণতঃ বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ১৯ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৩৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৬৭ টি গাছপালা, ১ টি বিদ্যুতের খুটি ও ২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপঃ

পলাশ ইউনিয়ন

২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে ৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১০ টি পায়খানা, ১৭ টি গাছপালা ও ১ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ২০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সলুকাবাদ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে ২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৭ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৩ টি পায়খানা, ও ৮ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৩৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ধনপুর ইউনিয়ন

২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে ২ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২০ টি পায়খানা, ও ৩ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৮ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে ২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে ৪ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৪৫ টি পায়খানা, ১০ টি গাছপালা ও ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ৯ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফতেপুর ইউনিয়ন

২০১১ সালের কাল বৈশাখী ঝড়ে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে ৭ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৩ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫২ টি পায়খানা, ২৯ টি গাছপালা ও ১ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে ১৬ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কালবৈশাখী ঝড়ে সাধারণতঃ বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এতে প্রাণহানীও ঘটতে পারে। খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হতে পারে এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে, ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে । ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় কালবৈশাখী ঝড়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

পলাশ ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৫০ টি পায়খানা, ৭০ টি গাছপালা, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১৭৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সলুকাবাদ ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৫০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৭০ টি পায়খানা, ৭০ টি গাছপালা, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৯৩১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ধনপুর ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৩০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫৫ টি পায়খানা, ১০০ টি গাছপালা, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৮৯৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৬০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১২০ টি পায়খানা, ১৪০ টি গাছপালা, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১৫০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ফতেপুর ইউনিয়ন

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১২০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১১০ টি পায়খানা, ২০০ টি গাছপালা, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৪৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
আগাম বন্যা	▪ বোরো ফসলের ক্ষতি হয় ▪ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ খাদ্য সংকট দেখা দেয় ▪ গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ▪ রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ বেরীবাঁধ এর ক্ষতি হয়। ▪ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ক্ষতিগ্রস্ত হয়	▪ ৮ কিমি বেরীবাঁধ রয়েছে। ▪ ৪৯ কিমি উঁচু রাস্তা রয়েছে। ▪ নিয়মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে
মৌসুমী বন্যা	▪ ফসলের জমি ডুবে গিয়ে ফসল নষ্ট হয় ফলে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ▪ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ▪ বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ফতেহপুর, ধনপুর ও বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের কবরস্থান ডুবে যায়। ▪ গবাদি পশু ও পাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়।	▪ বিশম্ভরপুর উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে ১ টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র আছে । ▪ ৪৯ কিমি উঁচু রাস্তা রয়েছে। ▪ বিশম্ভরপুর উপজেলার পলাশ ইউনিয়েনের কবর স্থান উচুঁ আছে । ▪ উপজলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পর্যায়ে ত্রাণ ও পুর্নবাসন সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেন ▪ নিয়মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে
নদী ভাঙ্গন	▪ ফসলের ক্ষতি হয় ▪ ঘরবাড়ি, গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ রাস্তাঘাট, ব্রীজ ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ আসবাবপত্র এর ক্ষতি হয় ▪ কর্মসংস্থানের ক্ষতি হয়	▪ সক্ষমতা নেই
জলাবদ্ধতা	▪ ফসলের ক্ষতি হয় ▪ ঘরবাড়ি ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়ে ম্যালেরিয়া রোগের আশঙকা দেখা দেয় ▪ পানিবাহিত রোগ বৃদ্ধি পায় ▪ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ বেরীবাঁধ এর ক্ষতি হয় ▪ যাতায়াতের সমস্যা হয়	▪ ৮ কিমি বেরীবাঁধ রয়েছে। ▪ নিয়মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে ▪ ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ২ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ১৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে।
কালবৈশাখী ঝড়	▪ বোরো ফসলের ক্ষতি হয়	▪ নিয়মিত উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	▪ গাছপালা ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ▪ খাদ্য সংকট দেখা দেয় ▪ গবাদি পশু ও পাখির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ▪ বনজ সম্পদ বিনষ্ট হয় ▪ নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় ▪ গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ▪ বৈদ্যুতিক তার ও খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়	ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ▪ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিয়নভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে ▪ আগাম জাতের ধানের বীজ-২৮ ও ৪৫ রয়েছে

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
আগাম বন্যা	ফতেহপুর ইউনিয়ন	পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি	২৭৭৩৭ জন
মৌসুমী বন্যা	ফতেহপুর ইউনিয়ন	আগাম বন্যা, পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি	২৭৭৩৭ জন
নদী ভাঙ্গন	সলুকাবাদ ইউনিয়ন (ডলুরা, মথুরকান্দি গ্রাম)	চলতি নদী হতে অতিরিক্ত বালুপাথর উত্তোলন	১০৭৬০ জন
জলাবদ্ধতা	বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন	পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি এবং বাঁধের মুখগুলো বন্ধ করে দেয়া	২৫০০০ জন
কালবৈশাখী ঝড়	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা	জলবায়ু পরিবর্তন, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে	১,৫৬,৩৮১ জন

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ২৪,৮৭৪ হেক্টর জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ১৫,৫০০ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ৩,০৭০ হেক্টর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ৭৩০০ হেক্টর, দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৫৬০০ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ ২৬০০ হেক্টর। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ৬৩০৪ হেক্টর। এখানে মোট ২৭,৫৭৩ জন কৃষিজীবী রয়েছে। উপজেলার প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো, আউশ ও আমন), গোলআলু, শাকসব্জি, গম, মরিচ, সরিষা, বাদাম ইত্যাদি।	তাই কৃষিখাতকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য আগাম জাতের ধানের বীজ সরবরাহ, সরকারিভাবে নদীতে ব্লক দ্বারা বাঁধ, স্লুইস গেটের মাধ্যমে পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা, নদী ড্রেজিং করে নদীর গতি পরিবর্তন, পাথর ও বালি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ, অনাবাদী জমি চাষের উপযোগী করার জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন এবং মাটির কিল্লা তৈরি করা প্রয়োজন।
মৎস্য সম্পদ	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ৬ টি নদী, ১১৫ টি খাল, ৩৫ টি বিল, ১৫০ টি পুকুর, ৬৪৮ টি জলাশয় রয়েছে। এখানে মোট ২৯৬১ জন মৎসজীবী রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত।	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মৎসসম্পদকে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরা বন্ধ করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ্যাডভোকেসি করা। এছাড়াও বিল রক্ষনাবেক্ষণ, পুকুর খনন, মাছের রেণু উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
পশুসম্পদ	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্রধান পশুসম্পদ হল গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, পাখি, মহিষ ইত্যাদি। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতা ইত্যাদি দুর্যোগে পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগাম বন্যায়	তাই পশুসম্পদকে দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য গো-খাদ্য সরবরাহ করা, উঁচু কিল্লা স্থাপন, রোগের ক্ষেত্রে জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গরু ও ছাগলের বিভিন্ন রোগ এর প্রতিরোধের জন্য

প্রধান খাত সমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়। মৌসুমী বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয়, বিভিন্ন রোগবালাই ও বাসস্থানের সংকট দেখা দেয়। এসময় পশুপাখির প্রাণহানীও ঘটে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে পশুপাখির প্রাণহানী ঘটে। আবার, জলাবদ্ধতায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দেয়।	ভ্যাকসিন এর ব্যবস্থা করা এবং এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা একান্ত জরুরী।
স্বাস্থ্যখাত	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতা ইত্যাদি দুর্যোগের ফলে স্বাস্থ্যখাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি দুর্যোগের ফলে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৌসুমী বন্যায় বিশুদ্ধ পানির অভাবে উপজেলার মানুষ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে মানুষ আহত হয় এবং প্রাণহানী ঘটে। জলাবদ্ধতার ফলে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়ে ম্যালেরিয়া রোগের আশঙকা দেখা দেয়। এ সময় পানিবাহিত রোগ বৃদ্ধি পায়।	তাই দুর্যোগের স্বাস্থ্যখাতের ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ, করা পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এর ব্যবস্থা, জরুরী চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে জনবল বৃদ্ধি করা, বন্যা লেভেলের নলকূপ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রয়োজন।
জীবিকা	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্রধান জীবিকাসমূহ হল কৃষি, মৎস, দিনমজুর ও ব্যবসা। উপজেলায় মোট ২৭,৫৭৩ জন কৃষিজীবী, ২,৯৬১ জন মৎসজীবী, ১৪,৫১৭ জন দিনমজুর ও ২,৮৩৩ জন ব্যবসায়ী রয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি দুর্যোগ ঘন ঘন হওয়ায় এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবিকা বিভিন্নভাবে ব্যহত হচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে। এতে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।	দুর্যোগে জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
গাছপালা	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ১০ কিলোমিটার স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । এ বনাঞ্চলে কদম, আকাশমণি, রেইনট্রি, অর্জুন, জাম, কাঠাল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। এছাড়া, এলাকার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। উৎসঃ ফরেস্ট রেঞ্জার, সুনামগঞ্জ।	দুর্যোগে গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে অর্থাৎ বসতভিটা, রাস্তাঘাট ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য সামাজিক বনায়নের কর্মসূচি হাতে নেয়া প্রয়োজন।
অবকাঠামো	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ৭০.৪ কি.মি. বেরিবাঁধ, ৩১২.৭৩ কি.মি. রাস্তা, ৪৪ টি ব্রীজ, ২১৬ টি কালভার্ট, ২৯,৩৩৬ টি ঘরবাড়ি, ৯৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩২২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রয়েছে। বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, বজ্রঝড়, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।	দুর্যোগে অবকাঠামোর অর্থাৎ রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সাব-মারজিবল রোড, পাকা রাস্তা তৈরি ও সংস্কার, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ, ভিলেজ প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ এবং সামাজিক বনায়নের কর্মসূচি হাতে নেয়া প্রয়োজন।

২.৭ সামাজিক মানচিত্রঃ সংযুক্তি ৭ এ যুক্ত করা হয়েছে।

২.৮ আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্রঃ সংযুক্তি ৮ এ যুক্ত করা হয়েছে।

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রমিক	আপদসমূহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	আগাম বন্যা												
২	মৌসুমী বন্যা												
৩	নদী ভাঙ্গন												
৪	জলাবদ্ধতা												
৫	কালবৈশাখী ঝড়												

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন্ কোন্ মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়ঃ

- আগাম বন্যা এ উপজেলার প্রধান আপদ যা চৈত্র মাসের শেষের দিকে অথবা বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে সংগঠিত হয়ে থাকে। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢল ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্ট দিয়ে প্রবেশ করে মুলতঃ বিশ্বম্ভরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রতিবছর আগাম বন্যাসহ বিবিধ প্রাকৃতিক আপদ দ্বারা বিশ্বম্ভরপুরের বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। আগাম বন্যা হাওরপাড়ের মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের নিঃস্ব করে দেয়। উপজেলাবাসির সারা বছরের জীবিকার মূল উৎস বোরো ফসলসহ সবকিছু তলিয়ে নিয়ে যায়। তার সাথে সাথে এলাকার বেড়িবাধ, রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এই সময়ে গো-খাদ্যের সংকট দেখা দেয় । আগাম বন্যার প্রভাব সমাজের প্রতি স্তরে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে নিম্মআয়ের মানুষের কাজের ক্ষেত্র কমে আসে এবং ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়।

- ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলে মুলতঃ এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যার সৃষ্টি হয়। এখানে সাধারণতঃ আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বন্যা অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকার কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বর্ষাকালে পুরো এলাকা পানিতে থৈ থৈ করে। তখন দূর থেকে দেখলে একেকটি গ্রামকে কচুরী পানার মতো মনে হয়। এসময় হাওরে বাতাসের কারণে ঢেউয়ের (আফাল) সৃষ্টি হয়। এতে বসতভিটা, রাস্তাঘাট ও বেরীবাধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, নৌকাডুবিতেও প্রাণহাণী ঘটে। উল্লেখ্য, বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষ বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বিশেষ করে এইসময়ে গর্ভবতী মা, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্দীদের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় নদী ভাঙ্গান বেশি। প্রতি বৎসর নদী ভাঙ্গান অব্যাহত থাকে। এখানে সাধারণতঃ নদীভাঙ্গান জ্যৈষ্ঠ মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত দেখা দেয়। যার ফলে এলাকার কৃষি, ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপক হারে চলতি ও যাদুকাটা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যহত হয়, মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়। ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্টে বিশেষভাবে মিয়ারচরে অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের ফলে ঐ এলাকায় নদীভাঙ্গান বেড়ে চলেছে। অব্যাহত নদীভাঙ্গানের ফলে অনেকেই ভিটেমাটি হারিয়ে, আবার কেউ কেউ ফসলী জমি হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। উল্লেখ্য, অব্যাহত নদীভাঙ্গানের ফলে ২০১৩ সালের সলুকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা গ্রামে ২০ টি বসতবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায় যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা। দীর্ঘদিন ধরে এই অব্যাহত নদীভাঙ্গানের কবল থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য সরকারি কিংবা বেসরকারি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সরকারিভাবে নদীতে ব্লকদ্বারা বাঁধ, নদী ড্রেজিং করে নদীর গতি পরিবর্তন এবং পাথর ও বালি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করা না হলে বিভিন্ন এলাকার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে এবং বহু আবাসস্থল বিলীন হয়ে যাবে। নদী ভাঙ্গান প্রতি বছর হলেও ২০১৩ সালের নদী ভাঙ্গান ছিল সবচেয়ে ব্যাপক।

- ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্ট দিয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মুলতঃ বিশ্বম্ভরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। তখন করচা, হালির ও আগঙারলীর হাওড়ের বোরো ফসল রক্ষার জন্য বাঁধগুলোর খোলা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এখানে সাধারণতঃ চৈত্র মাস হতে বৈশাখ মাস এবং আষাঢ় হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত সলুকাবাদ ইউনিয়নে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এর ফলে ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বেরীবাঁধ, গাছপালা এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়ে ম্যালেরিয়া রোগের আশঙকা দেখা দেয়। পানিবাহিত রোগ বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের জলাবদ্ধতায় ৪০০ হেক্টর জমির বীজতলা, ৬ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ (আংশিক) ও ০৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যাতায়াতের সমস্যা হয়। এজন্য স্লুইস গেটের মাধ্যমে পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

- সুনামগঞ্জ জেলায় কালবৈশাখী ঝড়ের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কালবৈশাখী ঝড় হয়। এর ফলে বোরো ফসল, ঘরবাড়ি, গবাদি পশু ও পাখি, গাছপালা এবং বনজ সম্পদ, বৈদ্যুতিক তার ও খুটি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে প্রাণহানীও ঘটে। খাদ্য সংকট দেখা দেয়, নৌকা ও লঞ্চ ডুবি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় এবং গো খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এ উপজেলায় প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় হলেও ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। উল্লেখ্য, কালবৈশাখী ঝড়ে ২০০৯ সালে ৩৫ টি ঘরবাড়ি (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ২০১০ সালে ২৮.৯৮ লক্ষ টাকা ও ২০১১ সালে ২২.৩৯ লক্ষ টাকা মূল্যের বোরো ফসল নষ্ট হয়।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রমিক	জীবিকার উৎস	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	কৃষিজীবী												
২	মৎসজীবী												
৩	দিনমজুর												
৪	ব্যবসায়ী												

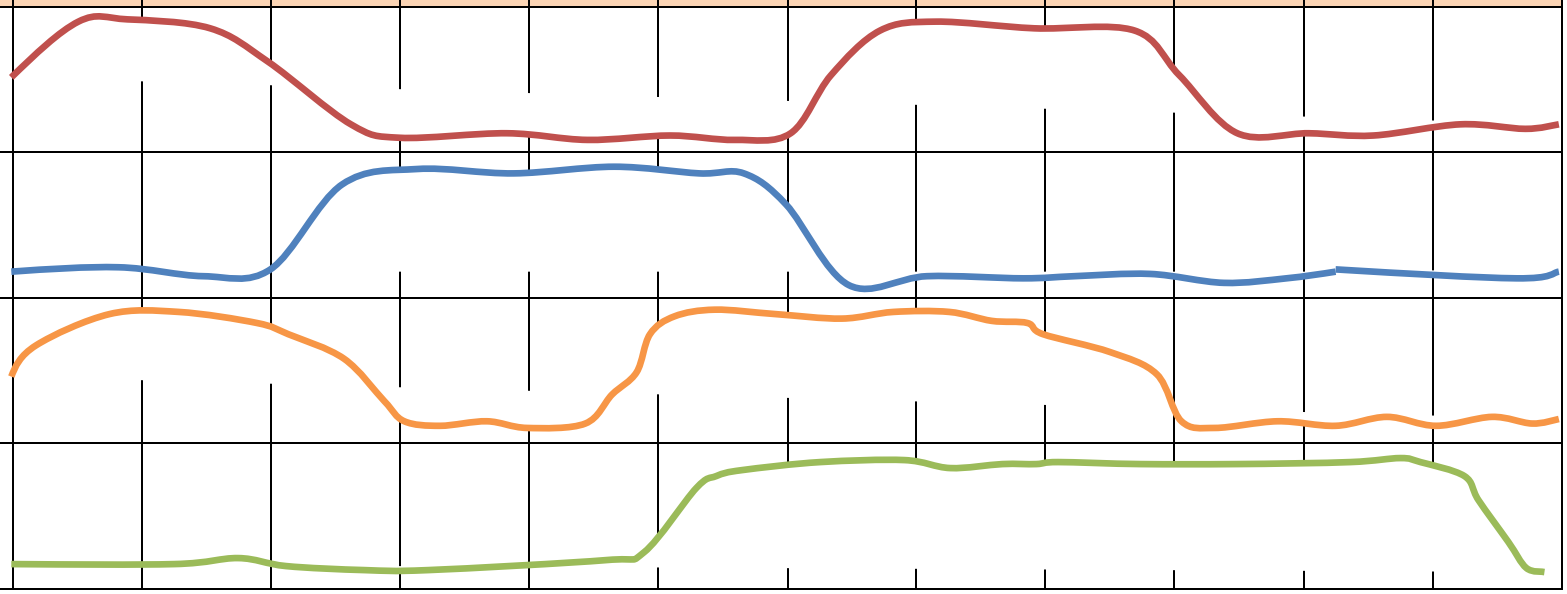

অন্যদিকে, জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ উপজেলার মানুষের জীবন ও জীবিকা বছরের বারো মাসের মধ্যে বিভিন্ন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন্ কোন্ মাসে জীবিকার মৌসুম থাকে এবং কোন্ কোন্ মাসে জীবিকা মন্দা থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়ঃ

- বাংলাদেম কৃষি প্রধান দেশ। এই দেশে শতকরা ৮০ জন কৃষির উপর নির্ভশীল । বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ২৭,৫৭৩ জন কৃষিজীবী লোক আছে । এই এলাকার কৃষিজীবীদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন হলো বোরো ফসল। সেই বোরো ফসল প্রায় প্রতি বছরই কোন কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে । এর মধ্যে আগাম বন্যা উল্লেখযোগ্য । আগাম বন্যায় উপজেলার প্রায় ৯০ ভাগ কৃষিখাত চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে উপজেলার কৃষিজীবীরা জীবিকা নির্বাহ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় যার ফলে পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে বেছে নেয় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ । তারা জীবিকার তাগিদে চলে যায় সদূর ছাতক উপজেলার ভোলাগঞ্জ এর পাথর কোয়াড়িতে । এছাড়া, বিভিন্ন শহরে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ তারা করে।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ২৯৬১ জন মৎস্যজীবী রয়েছে । প্রবাদ আছে জাল যার জলা তার। বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই বললে চলে । তবে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত চলে মৎস্যজীবীদের কঠিন সংগ্রাম। এসময় প্রভাবশালীদের কারণে জলাশয়ে মাছ ধরতে পারে না । ভরা মৌসুমে মাছ ধরতে না পারায় মানবেতর জীবন যাপন করে তারা। এ সময় তাদের চিন্তা করতে হয় বিকল্প কর্মসংস্থানের।

- ‘‘শুধু বেঁচে থাকা’’ এই যদি হয় জীবন এর অপর নাম হলো দিনমজুর । যারা কাকডাকা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবন বাঁচানোর জন্য সংগ্রাম করে তারা সমাজের একেবারে অবহেলিত মানুষ। তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা আশ্বিন মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত কষ্টের মধ্যেই জীবন ধারন করলেও বাকীটা সময় কাজের অভাবে অনাহারে-অর্ধাহারে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে। আবার কেউ কেউ জীবিকার তাগিদে দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়।

- উপজেলার মোট জনসংখ্যার অনুপাতে খুব কম মানুষই ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারপরও ব্যবসায়ীদের ব্যবসার মূল মৌসুম হলো আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত। তবে বছরের বাকি সময় ব্যবসায় মন্দভাব থাকলেও একেবারে খারাপ বলা যাবে না।

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্রঃ নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ				
		মৌসুমী বন্যা	আগাম বন্যা	নদী ভাঙ্গন	কাল বৈশাখি ঝড়	অতি বৃষ্টি
০১	কৃষি	✓	✓	✓	✓	✓
০২	মৎস্য	✓	✓			✓
০৩	দিমজুর	✓			✓	✓
০৪	ব্যবসায়ী	✓			✓	✓

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

বিশ্বম্ভরপুর অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ একটি উপজেলা যেখানকার মানুষের জীবন জীবিকার অন্যতম সঙ্গী হল কৃষি। এখানে উন্নয়নের মূল প্রতিবন্ধকতা হল বিভিন্ন প্রকারের দুর্যোগ। এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগগুলো হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি। ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্ট দিয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মুলতঃ বিশ্বম্ভরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। এতে বিশ্বম্ভরপুরের বোরো ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। প্রায়শঃই করচা, হালির ও আঙ্গারুলীর হাওড়ের বোরো ফসল রক্ষার জন্য বাঁধগুলোর খোলা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে ঐ এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং ফসল নষ্ট হয়। এছাড়া, পাহাড়ী ঢল ও প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের ফলে আষাঢ় মাস হতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হয়। ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্টে বিশেষভাবে মিয়ারচরে অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের ফলে ঐ এলাকায় নদীভাঙ্গন বেড়ে চলেছে।

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশুসম্পদ	মৎসসম্পদ	র্রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভাট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র	বীজতলা
আগাম বন্যা	■	■	■	■	■					■
মৌসুমী বন্যা		■	■	■	■	■	■	■	■	■
নদী ভাঙ্গন	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
জলাবদ্ধতা	■	■	■		■	■	■	■		■
কালবৈশাখী ঝড়	■	■	■			■	■	■	■	■

উপজেলার প্রধান দুর্যোগগুলো হল আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি। এসব দুর্যোগের মাধ্যমে মূলতঃ বিভিন্ন সামাজিক উপাদান যেমন, ফসল, গাছপালা, পশুসম্পদ, মৎসসম্পদ, র্রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, আশ্রয়কেন্দ্র, বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। উপরোক্ত আপদ দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের ইউনিয়নভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **পলাশ ইউনিয়নের** ৭৫০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৫০ টি ঘরবাড়ি, ৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১.৫ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ১৫ টি পুকুরের মাছ এবং ২৮০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৬৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **সলুকাবাদ ইউনিয়নের** ৪৫০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১৩০ টি ঘরবাড়ি, ৪.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ২০ টি পুকুরের মাছ এবং ৩১৫ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৪৩৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **ধনপুর ইউনিয়নের** ৫২৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৪৫ টি ঘরবাড়ি, ৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ৫ টি পুকুরের মাছ এবং ১৭৫ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৭০০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের** ১২০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৩০০ টি ঘরবাড়ি, ৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ১০ টি পুকুরের মাছ এবং ৩৫০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১২৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় আগাম বন্যা হলে কিংবা ২০১০ সালের আগাম বন্যার মতো আঘাত হানলে **ফতেপুর ইউনিয়নের** ১৫০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৫০০ টি ঘরবাড়ি, ৭ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১০ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ৯ টি পুকুরের মাছ এবং ৫৫০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ৪৩৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **পলাশ ইউনিয়নের** ৭২০ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৩০ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ৩৫০ টি ঘরবাড়ি, ৩ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২.৫ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ২২০ টি গাছপালা, ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৩০ টি টিউবওয়েল, ১০২০ টি পায়খানা এবং ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৭৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **সলুকাবাদ ইউনিয়নের** ৪২৮ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৬২ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ৩৯০ টি ঘরবাড়ি, ৩.৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ৩৩০ টি গাছপালা, ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১০৫ টি টিউবওয়েল, ৩৫০ টি পায়খানা এবং ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ২৯৩১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **ধনপুর ইউনিয়নের** ৪৪৭ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৪৯ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ১৭৫ টি ঘরবাড়ি, ৩.৭৫ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১.৫ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ১৮০ টি গাছপালা, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩৫ টি টিউবওয়েল, ৩২০ টি পায়খানা এবং ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ২৮৯৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের** ৬৬৮ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৯২ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ৪৪২ টি ঘরবাড়ি, ৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৬ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ১৩০ টি গাছপালা, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২৭ টি টিউবওয়েল, ৭৭০ টি পায়খানা এবং ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ১৫০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- প্রবল বর্ষণ ও মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মৌসুমী বন্যা হলে কিংবা ১৯৯৮ সালের মৌসুমী বন্যার মতো আঘাত হানলে **ফতেপুর ইউনিয়নের** ৯৯২ হেক্টর জমির আমন ফসল, ১৬০ হেক্টর জমির শাকসব্জি, ৫২০ টি ঘরবাড়ি, ৭ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ১০ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ, ৫৫০ টি গাছপালা, ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৫৫ টি টিউবওয়েল, ১০২০ টি পায়খানা এবং ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যার ফলে ২৪৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্টে বিশেষভাবে মিয়ারচরে অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের করণে এ উপজেলায় ভবিষ্যতে নদীভাঙ্গনের ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নদীভাঙ্গনে **সলুকাবাদ ইউনিয়নের** ডলুরা ও জিনারপুর গ্রামের ১৮০ টি বসতবাড়ি, ২৫ হেক্টর জমির আমন ফসল, ৪ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ২০ টি টিউবওয়েল, ৪৫ টি পায়খানা এবং ২৫০ টি গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে ৫৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- এ উপজেলার **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে জলাবদ্ধতার ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলাবদ্ধতায় এ ইউনিয়নের ৪৫০ হেক্টর জমির বীজতলা, ১০ কিঃমিঃ রাস্তা (আংশিক), ৪ কিঃমিঃ বেরিবাঁধ (আংশিক), ১০ টি টিউবওয়েল, ২৫০ টি পায়খানা ও ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে ৪৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার **পলাশ ইউনিয়নে** জলবায়ু পরিবর্তন ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ২০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ২৫০ টি পায়খানা, ৭০ টি গাছপালা, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১৭৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার **সলুকাবাদ** ইউনিয়নে ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৫০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৭০ টি পায়খানা, ৭০ টি গাছপালা, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৯৩১ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার **ধনপুর ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৩০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ৫৫ টি পায়খানা, ১০০ টি গাছপালা, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৮৯৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ৬০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১২০ টি পায়খানা, ১৪০ টি গাছপালা, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ১৫০৭ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

- বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার **ফতেপুর ইউনিয়নে** ভবিষ্যতে কালবৈশাখী ঝড় হলে কিংবা ২০১১ সালের কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আঘাত হানলে ১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল, ১২০ টি ঘরবাড়ি (আংশিক), ১১০ টি পায়খানা, ২০০ টি গাছপালা, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর ফলে ২৪৭০ পরিবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসময় গো-খাদ্যের ব্যাপক সংকট দেখা দিতে পারে, দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **পলাশ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৭৫০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৭২০ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **সলুকাবাদ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪৫০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৪২৮ হেক্টর জমির আমন ফসল, নদীভাঙ্গনে ২৫ হেক্টর জমি ও জমির ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **ধনপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৫২৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল, মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৪৪৭ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১২০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৬৬৮ হেক্টর জমির আমন ফসল, জলাবদ্ধতায় ৪৫০ হেক্টর জমির বীজতলা এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। **ফতেপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৫০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৯৯২ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে।
মৎস্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। উপজেলায় মাছের অভয়াশ্রম নষ্ট হচ্ছে যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয় এর ফলে মাছের বৃদ্ধিও কম হচ্ছে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	পলাশ ইউনিয়নঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৫ টি পুকুরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **সলুকাবাদ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২০ টি পুকুরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **ধনপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৫ টি পুকুরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১০ টি পুকুরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। **ফতেপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৯ টি পুকুরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়ন ভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **পলাশ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২৮০ টি গাছ, মৌসুমী বন্যায় ২২০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৭০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **সলুকাবাদ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৩১৫ টি গাছ, মৌসুমী বন্যায় ৩৩০ টি গাছ, নদীভাঙ্গনে ২৫০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৭০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ধনপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৭৫ টি গাছ, মৌসুমী বন্যায় ১৮০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১০০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৩৫০ টি গাছ, মৌসুমী বন্যায় ১৮০ টি গাছ, জলাবদ্ধতায় ১৫ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৪০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ফতেপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৫৫০ টি গাছ, মৌসুমী বন্যায় ৫০০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ২০০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের

খাতসমূহ	বর্ননা
	ফলে মানুষ আহত হয় এবং প্রাণহানী ঘটতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়ন ভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **পলাশ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৮৮৯৩ জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ২.৫% লোক টাইফয়েড, ২% লোক আমাশয়, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **সলুকাবাদ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ৩৭৩৭৫ জনসংখ্যার মধ্যে ১% লোক ডায়রিয়া, ০.৭% শিশু নিউমোনিয়া, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক আমাশয়, ৩% লোক জন্ডিস, ৪% চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনে মোট ৩৭৩৭৫ জনসংখ্যার মধ্যে ১% লোক জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ধনপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ৩৭৩৭৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৫% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ১% লোক টাইফয়েড, ২% লোক আমাশয়, ২% লোক জন্ডিস, ৫% চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৫০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ২.২% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক আমাশয়, ৩% লোক জন্ডিস, ৪% চর্মরোগ এবং ২.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। জলাবদ্ধতায় মোট ২৫০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৫% লোক ডায়রিয়া, ১.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক আমাশয়, ৪% লোক জন্ডিস, ৫% চর্মরোগ এবং ১.৭% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ফতেপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৭৭৩৭ জনসংখ্যার মধ্যে ৩% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ৩% লোক টাইফয়েড, ১.৮% লোক আমাশয়, ৪% লোক জন্ডিস, ৩% চর্মরোগ এবং ৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসতে পারে এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিতে পারে যা মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়ন ভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **পলাশ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২৬৫০ জন কৃষিজীবী, ৬৫০ জন মৎস্যজীবী ও ৯৮০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৭৭০ জন কৃষিজীবী, ১০৩০ জন দিনমজুর ও ১০৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৭৭০ জন কৃষিজীবী, ৫৩০ জন দিনমজুর ও ২০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **সলুকাবাদ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪৩৫০ জন কৃষিজীবী, ৫২০ জন মৎস্যজীবী ও ৭৮০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৯৩১ জন কৃষিজীবী, ৫৫০ জন দিনমজুর ও ১২০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনে

খাতসমূহ	বর্ননা
	৫৫০ জন কৃষিজীবী, ৩৫০ জন দিনমজুর ও ২৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৯৩১ জন কৃষিজীবী, ২৮০ জন দিনমজুর ও ৩০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ধনপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২৭০০ জন কৃষিজীবী, ৩৮০ জন মৎস্যজীবী ও ৩৫০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৮৯৭ জন কৃষিজীবী, ৪৪০ জন দিনমজুর ও ২০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৮৯৭ জন কৃষিজীবী, ২৪৭ জন দিনমজুর ও ২৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১২৫০ জন কৃষিজীবী, ৫৫০ জন মৎস্যজীবী ও ৯৭৭ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৫০৭ জন কৃষিজীবী, ৭১০ জন দিনমজুর ও ৫৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জলাবদ্ধতায় ৪৭৫ জন কৃষিজীবী ও ৬৮০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৫০৭ জন কৃষিজীবী ও ৩১০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ফতেপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪৩৫০ জন কৃষিজীবী, ৮৬১ জন মৎস্যজীবী, ১২০২ জন দিনমজুর এবং ৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৪৭০ জন কৃষিজীবী, ১৪০৮ জন দিনমজুর ও ১৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৪৭০ জন কৃষিজীবী, ৪৪০ জন দিনমজুর ও ৩৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়ন ভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **পলাশ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১৩০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **সলুকাবাদ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১০৫ টি টিউবওয়েল এবং নদীভাঙ্গনে ২০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **ধনপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ মৌসুমী বন্যায় ১২৭ টি টিউবওয়েল এবং জলাবদ্ধতায় ১০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। **ফতেপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১৫৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি ঘন ঘন হতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, বেরীবাঁধ ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান,

খাতসমূহ	বর্ননা
	বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভবিষ্যতে ইহা আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ **পলাশ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১.৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ১৫০ টি বাড়িঘর, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২.৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৩৫০ টি বাড়িঘর, ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ১০২০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ও ২৫০ টি পায়খানা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **সলুকাবাদ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৪.৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ১৩০ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৩.৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৩৯০ টি বাড়িঘর, ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৩৫০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনে ১৮০ টি বসতবাড়ি (আংশিক),ও ৪৫ টি পায়খানা এবং ৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১ টি বিদ্যুতের খুটি ও ৭০ টি পায়খানা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ধনপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৪৫ টি বাড়িঘর, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১.৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৩.৭৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ১৭৫ টি বাড়িঘর, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৩২০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি বিদ্যুতের খুটি ও ৫৫ টি পায়খানা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৩০০ টি বাড়িঘর, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৬ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৪৪২ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৭৭০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জলাবদ্ধতায় ৪ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ১০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ২৫০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৬০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ও ১২০ টি পায়খানা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। **ফতেপুর ইউনিয়নঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১০ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৭ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৫০০ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১০ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৭ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৫২০ টি বাড়িঘর, ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ১০২০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১২০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ১১০ টি পায়খানা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
আগাম বন্যা	অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল	নদী, খাল ইত্যাদি পলি পড়ে ভরাট হওয়া ও বেরীবাঁধ সংস্কার না করা	উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
মৌসুমী বন্যা	অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল	নদী, খাল ইত্যাদি পলি পড়ে ভরাট হওয়া	উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান
নদী ভাঙ্গন	অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের	অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল	উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান
জলাবদ্ধতা	অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল	নদী, খাল ইত্যাদি পলি পড়ে ভরাট হওয়া, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা অর্থাৎ আগাম বন্যায় করচা, হালির ও আগঙারলীর হাওড়ের বোরো ফসল রক্ষার জন্য বাঁধগুলোর খোলা মুখ বন্ধ করে দেয়া	উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান
কালবৈশাখী ঝড়	উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	অপর্যাপ্ত গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
আগাম বন্যা	• আগাম জাতের ধানের বীজ ২৮ ও ৪৫ সরবরাহ করা, • সময়মত বাঁধ মেরামত করা, • পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	• স্লুইচ গেট নির্মাণ • রাবার ড্যাম স্থাপন • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	• হাওর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ • নদী ও খাল ড্রেজিং করা • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি
মৌসুমী বন্যা	• বাঁধ মেরামত করা • পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা • আশয়কেন্দ্র সংস্কার করা • বসতভিটা উচুকরণ • জরুরী উদ্ধার, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও সহায়তার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা (কমিউনিটি বোট) প্রস্তুত রাখা • আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার করা	• রাবার ড্যাম স্থাপন • গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • নীচু নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা • মাটির কিল্লা তৈরি করা • গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন	• মাটির কেল্লা তৈরি করা • রাস্তাঘাট মেরামত করা (বন্যা লেভেলের উপরে) • নদী ও খাল ড্রেজিং করা • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি • স্থায়ী ব্লক বাঁধ নির্মাণ • সাবমারজিবল রোড

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
	• ঢেউ থেকে গ্রাম, রাস্তাঘাট ও বাঁধ রক্ষার জন্য ইকর, চাইল্লা, নল খাগড়া, ডোল কলমী ইত্যাদি দিয়ে প্রটেকশন দেয়াল তৈরি করা • জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান • বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট বিতরণ • জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • গুরুত্বপূর্ণ দলিরপত্র সংরক্ষণ করা • শুকনা খাবার মজুদ রাখা • আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা • নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার • সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম • জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা • দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	• উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি) • স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন • জরুরী তহবিল • উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা • কন্টিনজেন্সী স্টক (লাইফ জ্যাকেট, টর্চ লাইট, বাশি, হ্যান্ড মাইক, দড়ি ইত্যাদি) • স্টোর হাউজ (জরুরী ঔষধ, ত্রিপল ও পলিথিন) • গো খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য জার্মন, নেপিয়ার ইত্যাদি জাতের ঘাস চাষ করা	• রাস্তা নির্মাণ • কালভার্ট নির্মাণ • ব্রিজ নির্মাণ • জরুরী অবস্থায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা • উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা • গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা • চেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন (লিফলেট, বোশিউর, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি) • সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিলবোর্ড স্থাপন • আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-বেইজড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান • স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্ধার ও অনুসন্ধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
নদী ভাঙ্গন	বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলন বন্ধ করা	নদী ও খাল ড্রেজিং করা	ব্লক দিয়ে নদীর পাড় বেঁধে দেয়া
জলাবদ্ধতা	• পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা • জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান • বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট বিতরণ • জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা	নদী ও খাল ড্রেজিং করা	ব্লক দিয়ে নদীর পাড় বেঁধে দেয়া

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
	• ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • গুরুত্বপূর্ণ দলিরপত্র সংরক্ষণ করা • শুকনা খাবার মজুদ রাখা • আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা • নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা •		
কালবৈশাখী ঝড়	• জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা • ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা • গুরুত্বপূর্ণ দলিরপত্র সংরক্ষণ করা • শুকনা খাবার মজুদ রাখা • আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা • নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার • সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম • জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা • দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	• বৃক্ষ রোপন করা • স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা • গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন • উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি) • স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন • জরুরী তহবিল • উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা • কন্টিনজেন্সী স্টক (লাইফ জ্যাকেট, টর্চ লাইট, বাশি, হ্যান্ড মাইক, দড়ি ইত্যাদি) • স্টোর হাউজ (জরুরী ঔষধ, ত্রিপল ও পলিথিন)	• সামাজিক বনায়ন • ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানুষ (উপমা)	Livelihood Security Program (LSP) জীবিকায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা	৬০০ জন	অক্টোবর, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত
২	Assistance for Slum Dwellers (ASD)	সৌহার্দ্য ২ দরিদ্র এবং হতদরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন	৮৮১৩ জন	এপ্রিল, ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত
৩	Voluntary Association for Rural Development (VARD)	Community Managed Disaster Risk Reduction (CMDRR) Phase-II Project লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ	২১০৩৫ জন	জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুলাই, ২০১৫ পর্যন্ত

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমি উনি টি %	ইউপি %	এন. জি.ও %	
১.	বসতভিটা উচুকরণ	২৫০	২,০০০,০০০	নীচু ও বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ ইউনিয়নে	ফেব্রুয়ারি ও মার্চ	৩০%	-	২০%	৫০ %	প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো অত্র এলাকার জনগণকে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে যা তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। এর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে হাওর
২.	বেরীবাধ নির্মাণ	৯ কি.মি	৪৫,০০০,০০০	৪ টি বেরীবাধ ১. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের পুরাণগাঁও গ্রামের সিদ্দিক মিয়ার বাড়ি হতে পুরাণগাঁও নকলাহাটি পর্যন্ত – ০.৫ কি.মি. ২. ফতেপুর ইউনিয়নের রঙ্গারচর গ্রাম হতে আলীপুর গ্রাম পর্যন্ত – ১ কি.মি. ৩. পলাশ ইউনিয়নের ধরেরপাড় গ্রামের ভীমের জাঙ্গাল হয়ে করচার হাওরের নদীরপাড় পর্যন্ত – ৭ কি.মি. ৪. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের ইকরহাটি বাবুলের বাড়ি হয়ে মোর্শেদের বাড়ি পর্যন্ত – ০.৫ কি.মি.	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	৪০%	-	২০%	৪০%	
৩.	আগাম জাতের ধান বীজ সরবরাহ (প্রতি কৃষককে ১০ কেজি করে)	১০০০ কৃষক	৩৪০,০০০	দরিদ্র কৃষক	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	৪০%	-	৪০%	২০%	
৪.	নদী খনন (চলতি নদী)	২ কি.মি	২,০০০,০০০	চলতি নদীঃ সলুকাবাদ ইউনিয়নের ডলুরা গ্রাম হতে জিনারপুর গ্রাম পর্যন্ত- ২ কি.মি.	জুন-নভেম্বর	৬০%	-	২০%	২০%	
৫.	স্লুইচ গেট / নির্মাণ	৩ টি	৬০,০০০,০০০	১. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের গন্ডামারা	নভেম্বর- ও	৫০%	-	২০%	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				গ্রামের হামহামাইয়া নদীর উপর ২. ফতেপর ইউনিয়নের আলমডহর ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদের নিকট ৩. পলাশ ইউনিয়নের রংপুর গ্রামের রংপুর খালের মুখে	মার্চ				%	এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে যা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৬.	গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ (ফতেপর ও বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে)	৩ টি	২৭,০০০,০০০	নীচু ও বন্যা ঝুঁকিপ্রবন গ্রামে ১. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের সিরাজপুর গ্রাম হয়ে ঢালার পাড় পর্যন্ত- ১ কি.মি ২. ফতেপর ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রাম- ১ কি.মি ৩. পলাশ ইউনিয়নের ধরেরপাড় গ্রামের ঠাকুরহাটি- ১ কি.মি.	নভেম্বর-মার্চ	৪০%	-	১৫%	৪৫%	
৭.	জরুরী উদ্ধার, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও সহায়তার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা (কমিউনিটি বোট) প্রস্তুত রাখা	২ টি	১,৫০০,০০০	বাদাঘাট দঃ ও ফতেপুর ইউনিয়নের জন্য	জুন-অক্টোবর	৪০%	-	১৫%	৪৫%	
৮.	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	৫ টি	-	৫ টি ইউনিয়নে	এপ্রিল-নভেম্বর	২০%	৩০ %	২০%	৩০ %	
৯.	আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কার করা	১২ টি	২৪০,০০০	আশ্রয়কেন্দ্র	নভেম্বর-মার্চ	৬০%	১০%	১০%	২০%	
১০.	নীচু নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা	৫৮১ টি	১,৭৪৩,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	নভেম্বর-মার্চ	৫০%	১০%	২০%	২০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১১.	খাল পুনঃ খনন	১২ কি.মি	৪,৮০০,০০০	১. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের আজিজ মিয়ার জমি হতে পশ্চিমের দলা পর্যন্ত – ১ কি.মি. ২. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের সিরাজপুর গ্রামের চরপাড়া হতে শাহপুরের বিল হয়ে মডারের বিল পর্যন্ত – ১ কি.মি. ৩. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের উরার বিল হতে এজিইডি'র রাস্তা– ২ কি.মি. ৪. ফতেপুর ইউনিয়নের আলমডহর গ্রামের নদীর পাড় হতে লখার হাওর পর্যন্ত – ১ কি.মি. ৫. ফতেপুর ইউনিয়নের সাতগাঁও বাজার হতে বাগুয়া হয়ে বসন্তপুর পর্যন্ত – ১ কি.মি. ৬. পলাশ ইউনিয়ন পরিষদের পিছন হতে প্যারীনগর ব্রিজ পর্যন্ত – ৫ কি.মি. ৭. পলাশ ইউনিয়নের জয়নগর গ্রামের পাটারদলা হতে মহিষকান্দি বিল পর্যন্ত – ১ কি.মি.	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	৪০%		২০%	৪০%	
১২.	মাটির কিল্লা তৈরি করা	৩ টি	৬০০,০০০	১. ফতেপুর ইউনিয়নের জিরাক তাহিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	৪০%		১০%	৫০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				১. ফতেপুর ইউনিয়নের অনন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে ৩. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের ভাটিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে					
১৩.	গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন	১৮০ টি	-	-	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
১৪	উপ-কমিটি গঠন (প্রতি গ্রামে ৩ টি)	৫৪০ টি	-	-	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
১৫.	স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন	১৮০ টি	-	-	নভেম্বর	-	-	-	১০০ %	
১৬.	ঢেউ থেকে গ্রাম ও জীব বৈচিত্র রক্ষার জন্য হিজল করচের বন তৈরি (প্রতিটিতে ৫০,০০০ করে চারা দিয়ে)	৩ টি	৭,৫০০,০০০	করচার হওর ও মিছাখালি বাধের দুই পাশে	নভেম্বর- ও মার্চ	-	-	-	১০০ %	
১৭	স্থায়ী ব্লক বাঁধ নির্মাণ	১ টি	৫,০০০,০০০	পলাশ ইউনিয়নের রনবিদ্যা গ্রামের ঠাকুরহাটি ০ হতে ঠাকুরহাটি ১ পর্যন্ত- ১ কি.মি.	নভেম্বর- ও মার্চ	-	-	-	১০০ %	
১৮	সাবমারজিবল রোড	৩ টি (১০কি.মি.)	১০,০০০,০০০	১. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের পুরাণহাটি হতে আঙ্গারুলী গ্রাম পর্যন্ত – ৫ কি.মি. ২. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের শক্তিয়ারখলা বাজার হতে সিবিওএমপি রাস্তা হয়ে আঙ্গারুলী বিল পর্যন্ত – ৪ কি.মি. ৩. ফতেপুর ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রাম হতে শাহপু গ্রাম পর্যন্ত – ১ কি.মি.	নভেম্বর- ও মার্চ	-	-	-	১০০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১৯	রাস্তা নির্মাণ	৮ টি (১০ কি.মি.)	১০,০০০,০০০	১. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের এলজিইডি'র রাস্তা হতে সিরাজপুর বাগগাঁও গ্রামের কবরস্থান পর্যন্ত – ০.৮ কি.মি. ২. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের বাজার হতে আলতাফ আলীর বাড়ি পর্যন্ত – ০.২ কি.মি. ৩. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের গুদারাঘাট হতে বাবুলের বাড়ি পর্যন্ত – ১ কি.মি. ৪. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের এলজিইডি'র রাস্তা হতে উমরপুর পর্যন্ত – ২ কি.মি. ৫. ফতেপুর ইউনিয়নের ফতেপুর বাজারের হাই স্কুল হতে নয়াগাঁও কালি বাড়ি পর্যন্ত – ১ কি.মি. ৬. ফতেপুর ইউনিয়নের শাহপুর সিবিআরএমপি মেইন রোড হতে শাহপুর মসজিদ পর্যন্ত – ১ কি.মি. ৭. পলাশ ইউনিয়নের ধরেরপাড় গ্রামের কবীর রঞ্জন দাসের বাড়ি হতে প্যারিনগর ব্রিজ পর্যন্ত – ২ কি.মি.	নভেম্বর- ও মার্চ	-	-	-	১০০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				৮. পলাশ ইউনিয়নের রণবিদ্যা গ্রামের সিএমবি রাস্তা বাড়ি হতে রংপুরের ব্রিজ পর্যন্ত – ২ কি.মি.						
২০	কালভার্ট নির্মাণ	১৪ টি	৪,২০০,০০০	১. ফতেপুর ইউনিয়নের সংগ্রামপুর গ্রামের ইজারা বনের নিকট ২. ফতেপুর ইউনিয়নের শালমারা গ্রামের মেইন রোডের নিকট ৩. ফতেপুর ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের পশ্চিমে ৪. ফতেপুর ইউনিয়নের পিরিজপুর গ্রামের রাস্তায় ৫. ফতেপুর ইউনিয়নের শাহপুর গ্রামের দরগায় ৬. ফতেপুর ইউনিয়নের জিরাক তাহিরপুর গ্রামের চালবিল খাড়া রাস্তায় ৭. ফতেপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের জগদীশ বাবুর বাড়ির সামনে ৮. পলাশ ইউনিয়নের দিঘলবাগ গ্রামের মসজিদের উত্তরে ৯. পলাশ ইউনিয়নের দশঘর গ্রামের সফর	নভেম্বর-মার্চ	-	-	-	১০০ %	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
				উদ্দীন মোড়লের বাড়ির পশ্চিমে ১০. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের বাগগাঁও গ্রামের এলজিইডি'র রাস্তার মধ্যে ১১. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের বসন্তপুর গ্রামের রহমানের বাড়ির পাশের খালে ১২. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের বাগমারা হেলিপ্যাডের নিকট ১৩. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের পুরাণগাঁও গ্রামের ইলু মিয়ার বাড়ির পাশে ১৪. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের জলিলপুর গ্রামের শের আলী'রবাড়ির নিকট					
২১	ব্রিজ নির্মাণ	২ টি (২০ মিটার)	৪,২০০,০০০	১. পলাশ ইউনিয়নের আলীপুর গ্রামের রেজাকের বাড়ির পূর্বে- ১০ মিটার ২. পলাশ ইউনিয়নের আলীপুর গ্রামের গিয়াস উদ্দীনে বাড়ির পূর্বে- ১০ মিটার	নভেম্বর-মার্চ	-	-	-	১০০ %	
২২	ঢেউ থেকে গ্রাম, রাস্তাঘাট ও বাঁধ রক্ষার জন্য ইকর, চাইল্লা, নল খাগড়া, ডোল কলমী ইত্যাদি দিয়ে প্রটেকশন দেয়াল তৈরি করা	৫ কি. মি.	৩০,০০০	৫ ইউনিয়নে	নভেম্বর-মার্চ	-	২০%	-	৮০ %	

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১	আপদকালীন পরিকল্পনা									প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো এলাকার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে।
১.১	ব্যক্তিগত প্রস্তুতি									
১.১.১	জরুরী স্যালাইন ও ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১৮০ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.২	ফসলের বীজ সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১৮০ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৩	গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১৮০ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৪	শুকনা খাবার মজুদ রাখা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১৮০ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৫	আসবাবপত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১৮০ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
১.১.৬	নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা	প্রয়োজন অনুসারে	-	১৮০ টি গ্রামে	জুন-নভে	-	১০০ %	-	-	
২	সামাজিক প্রস্তুতি									
২.১	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	৫ টি	-	-	-	২০%	৩০ %	২০%	৩০ %	
২.১.১	পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	প্রয়োজন অনুসারে	-	-	-	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.২	জরুরী তহবিল	৫ টি	১,০০০,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	নভেম্বর	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৩	উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনার প্রস্তুতি (মহড়ার আয়োজন) করা	৫ টি	২৫০,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	মে-জুন	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৪	কন্টিনজেন্সী স্টক (লাইফ জ্যাকেট, টর্চ লাইট, বাশি, হ্যান্ড মাইক, দড়ি ইত্যাদি)	৫ টি	৫০,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	মার্চ-এপ্রিল	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
২.১.৫	স্টোর হাউজ (জরুরী ঔষধ, ত্রিপল ও পলিথিন)	৫ টি	৫০,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	মার্চ-এপ্রিল	৩০%	২০%	১০%	৪০%	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমি উনি টি %	ইউপি %	এন. জি.ও %	
২.১.৬	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম	প্রয়োজন অনুসারে	-	৫ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	-	-	-	১০০ %	
২.১.৭	জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা	প্রয়োজন অনুসারে	-	৫ টি ইউনিয়নে	প্রয়োজন অনুসারে	৩০%	১০%	২০%	৪০%	
২.১.৮	দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	প্রয়োজন অনুসারে	-	৫ টি ইউনিয়নে	জুন - নভেম্বর	৩০%	১০%	৩০ %	৩০ %	
২.১.৯	বয়া বিতরণ	৩০ টি	৩৬,০০০	পলাশ, বাদাঘাট দঃ ও ফতেপুর ইউনিয়নে	জুন -জুলাই	-	-	-	১০০ %	

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	আগাম জাতের ধান বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ	১০০০ কৃষক	৫০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	৪০%	-	৪০%	২০%	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে হাওর এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে যা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২.	রাস্তাঘাট মেরামত	৫ কি.মি.	১,০০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি	৫০%	-	২০%	৩০ %	
৩.	ঘরবাড়ী মেরামত করা	১০০০ টি	৫,০০০,০০০	ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ী	জানু-মার্চ	৫০%	-	২০%	৩০ %	
৪.	জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান	২০০০ পরিবার	১০০,০০০	দুর্গত এলাকা	জানু-মার্চ	৫০%	১০%	২০%	২০%	
৫.	বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট বিতরণ	২০০০ পরিবার	৪০০,০০০	দুর্গত এলাকা	জুন-নভে	৫০%	১০%	১০%	৩০ %	
৬.	ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত	প্রয়োজন অনুসারে	২০০,০০০	৩ টি বেরীবাঁধে	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	৪০%	-	২০%	৪০%	
৭.	বসতভিটায় গাছ লাগানো	প্রয়োজন অনুসারে	-	৫ টি ইউনিয়নে	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	২০%	১০০ %	-	-	
৮.	গো খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য জার্মন, নেপিয়ার ইত্যাদি জাতের ঘাস চাষ করা	৫ কি.মি. রাস্তায়	-	৫ টি ইউনিয়নে	জুন-নভে	১০%	১০০ %	-	-	
৯.	জরুরী অবস্থায় ত্রাণের ব্যবস্থা করা	প্রয়োজন অনুসারে	১,০০০,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	জুন-নভে	৪০%	১০%	১০%	৪০%	

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
০১	উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	২১৬০ টি	-	১৮০ টি গ্রামে	অক্টো-সেপ্টে	১০%	৪০%	১০%	৪০%	
০২	স্কুল সেশনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	২১৬০ টি	-	৯৫ টি স্কুলে	অক্টো-সেপ্টে	৩০%	২০%	১০%	৪০%	
০৩	গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	২১৬০ টি	-	১৮০ টি গ্রামে	অক্টো-সেপ্টে	১০%	৩০ %	১০%	৫০ %	
০৪	ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	৬০ টি	৩০,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	১০%	৩০ %	৩০ %	৩০ %	
০৫	উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা	১২ টি	১২০০০	উপজেলা পর্যায়ে	অক্টো-সেপ্টে	৪০%	-	২০%	৪০%	
০৬	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন	২৫০০ টি	৩,৭৫০,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	২০%	৩০ %	২০%	৩০ %	
০৭	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন (লিফলেট, বোশিউর, বুকলেট, পোষ্টার ইত্যাদি)	৫০০০ টি	৫০০০০০	উপজেলায়	অক্টো-সেপ্টে	২০%	৩০ %	১০%	৪০%	
০৮	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিলবোর্ড স্থাপন	৫ টি	৫০০০০০	৫ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	২০%	৩০ %	১০%	৪০%	
০৯	নলকুপ স্থাপন	২০০ টি	১০,০০০,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	৪০%	১০%	২০%	৩০ %	
১০	আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে ট্রেড-	১০০ জন	৫০০,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	১০%	৩০	১০%	৫০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
	বেইজড প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান						%		%	
১১	স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্ধার ও অনুসন্ধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৫ টি	১৫০,০০০	৫ টি ইউনিয়নে	অক্টো-সেপ্টে	২০%	২০%	২০%	৪০%	

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭১২-২৫৩৭০২
০২	মোঃ মানিক মিয়া	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭৫২-৪৭৬৪৫১

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হবে। যেখানে পালাক্রমে একসাথে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।
- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রি ২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- জেলা শহরের সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্টার থাকবে। উক্ত রেজিস্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করা হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি উপজেলার ম্যাপে বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গামবুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোর্ট ইত্যাদি কন্ট্রোল রুমের মজুদ রাখা হবে।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ্যমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত রাখা	৫ টি	১২ মাস	ইউপি চেয়ারম্যান	UzDM C ও বেসরকারী সংস্থা এবং জনগোষ্টি	প্রশিক্ষণ প্রদান, সরঞ্জাম সরবরাহ, ব্যাক্তিগত যোগাযোগ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
২.	পূর্ব সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার	৫ টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রামপুলিশ	মাইক্রোফোন, মেগাফোন, মসজিদের মাইক, বাঁশি, সাইরেন ও ড্রাম বাজিয়ে	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
৩.	নৌকা, ভেলা ও ভ্যানগাড়ি প্রস্তুত রাখা	৫ টি	ঐ	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে তাদের ফোন নম্বর সংরক্ষণ করা	ঐ
৪.	জরুরী উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা	প্রয়োজন অনুসারে	ঐ	ঐ	বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু	UzDM C ও UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ্যমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
					জনগণ	স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ যাত্রিক নৌকা ব্যবহার করে	প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা / স্বাস্থ্য / মৃত ব্যবস্থাপনা	৫ টি	ঐ	ঐ	ঐ	নিকটের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগাযোগ ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬.	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	১০০০ পরিবার	৬ মাস (জুন-নভেম্বর)	UDM C দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭.	গবাদী পশুর চিকিৎসা / টীকা	প্রয়োজন অনুসারে	ঐ	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	৪৭টি	ঐ	ঐ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
৯.	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	৫টি ইউনিয়ন	উপস্থিত সময়	ঐ	ঐ	যে সব প্রতিষ্ঠান / ব্যাক্তি ত্রাণ দিবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	৫ টি	৩ মাস (জানু-মার্চ)	ঐ	ঐ	অধিক দুর্যোগপ্রবন এলাকায় সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ্যমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
						নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের উপর মহড়া করা	
১১.	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১ টি	৮ মাস (এপ্রিল-নভেম্বর)	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জেলা প্রশাসন	কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ

আপদ কালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়ীতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্ব নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকের ঘোষণা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসাবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদী

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ী গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগপ্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।

- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা নিরুপণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ:

- দুর্যোগ অব্যহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে "এসওএস ফরম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ডি" ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্ক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহাতাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমাণ বা কোন ধরনের ত্রাণ সামগ্রী, পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ/সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষণিকভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মাণের উপকরণ যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবারকল্যাণ সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সি ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদিপশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণীঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিরা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বক্ষণিকভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানসমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- প্রতিটির বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে।
- নিম্নে টেবিলের মাধ্যমেও দেখাতে হবে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কেল্লা / বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র	-	-	-	উপজেলায় কোন মাটির কেল্লা / বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নেই
ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	জিরাক তাহিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৯৫ জন	-
স্কুল কাম সেল্টার	ফুলভরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৮৫ জন	
	জিরাক তাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৯৫ জন	
	অনন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	১১০ জন	
	ভাটিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাদাঘাট দক্ষিণ	১২০ জন	
	পদ্মনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পলাশ	১৭০ জন	
	পিরিজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	৮৮ জন	
	খঁলাচাঁনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাদাঘাট দক্ষিণ	১৪০ জন	
	ডলুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সলুকাবাদ	২৭০ জন	
	বিশ্বম্ভরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	পলাশ	১৩৫ জন	
	হাজী মজিদ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়	ফতেপুর	১৬০ জন	১২৭৩
সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	-	-	-	উপজেলায় কোন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নেই
ইউপি ভবন	ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ	ধনপুর	১৯০ জন	
	সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ	সলুকাবাদ	১৮০ জন	
	পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ	পলাশ	২৮০ জন	
	বাদাঘাট দঃ ইউনিয়ন পরিষদ	বাদাঘাট দঃ	৩৪০ জন	
	ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ	ফতেপুর	২২০ জন	১২১০
উচুঁ রাস্তা	আলীপুর হতে কারেন্ট বাজার পর্যন্ত (২ কি.মি.)	পলাশ	১০০০ জন	
	কারেন্ট বাজার হতে ধনপুর বাজার পর্যন্ত (১ কি.মি.)	ধনপুর	৫০০ জন	

বাঁধ	-	-	-	উপজেলার ৩ টি বাঁধ বন্যা লেভেলের নীচে।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনঃ

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
মাটির কিল্লা	-	-	-	বিশ্বম্ভরপুরে কোন মাটির কিল্লা নেই
স্কুল কাম সেল্টার	ফুলভরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুব্রত তালুকদার, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪২৩৭২৭৭	
	জিরাক তাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অমিয় ভূষণ, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪৬৫৩৫১৮	
	অনন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সমীরণ তালুকদার, প্রধান শিক্ষক	০১৭৫৯৩৩০১৪৪	
	ভাটিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাজমা বেগম, প্রধান শিক্ষক	০১৭৩১৩৪০৮২৭	
	পদ্মনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধীরেন্দ্র দেবনাথ, প্রধান শিক্ষক	০১৭১৪৯১৫৪১১	
	পিরিজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হীরেন্দ্র কুমার রায়, প্রধান শিক্ষক	০১৭২২১৩৭২৬১	
	খঁলাচাঁনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অজিত তালুকদার, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৯১৩২৪৯১	
	ডলুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ তসজিদুল হক, প্রধান শিক্ষক	০১৯১৩০৯০২৫০	
	বিশ্বম্ভরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ সাজ্জাদুর রহমান, প্রধান শিক্ষক	০১৭২৫৩২৩৭২২	
	হাজী মজিদ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়	সত্যব্রত দাস, প্রধান শিক্ষক	০১৭১০৬৯৭১৮৭	
জিও / এনজিও প্রতিষ্ঠান				
উচুঁ রাস্তা	আলীপুর হতে কারেন্ট বাজার পর্যন্ত (২ কি.মি.)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭৫২-৪৭৬৪৫১	
	কারেন্ট বাজার হতে ধনপুর বাজার পর্যন্ত (১ কি.মি.)	ঐ	ঐ	
বাঁধ	-	-	-	

এই সব আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টারগুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে ও স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/ মেরামতের প্রয়োজন। বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী। বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশীর ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলোর ও খাবার পানের কোন ব্যাবস্থা নাই।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োগযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন :

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদিপশুর জীবন বাঁচানো

- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি :

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে)
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেবন :

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবে :

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরী ঐষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি)/পানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা
- পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেয়া
- আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকের দায়ীত্ব প্রদান করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার :

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত: দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ :

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইডলাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
স্কুল কাম শেল্টার	১০	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	
গোডাউন	০১	মোঃ আব্দুল গনী, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বিশ্বম্ভরপুর	
নৌকা	-	-	
মাটির কিল্লা	-	-	
গাড়ী	০২	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	
স্পীড বোট	-	-	

৪.৬ অর্থায়ন:

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বানিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে । কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। যাতে আয় এর মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন। পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকি টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

উৎস্য / ধরণ	বাৎসরিক আয়					৫ টি ইউনিয়নে মোট
	পলাশ	**সলুকাবাদ**	**ধনপুর**	**বাদাঘাট দক্ষিণ**	**ফতেপুর**	
বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূলের উপর ট্যাক্স	৫৪০,০০০	৩৪০,০০০	১,৫৪৮,৭৭০	৪০০,৫০১	৬৫০,০০০	৩,৪৭৯,২৭১
ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)	১০,০০০	২৫,০০০	৩০,০০০	২০,০০০	১০,০০০	৯৫,০০০
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	৬০,০০০	৪৫,০০০	৬০,০০০	৩০,০০০	৪৫,০০০	২৪০,০০০
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় উজারা ইত্যাদি)	হাট, বাজার ইজারা- ৫০,০০০ ঘাট ইজারা- ৫০,০০০ খোয়াড় ইজারা- ৫,০০০	হাট, বাজার ইজারা- ১৬০,০০০ ঘাট ইজারা- ২৫,০০০ খোয়াড় ইজারা- ৩,০০০	হাট, বাজার ইজারা- ৫০,০০০ ঘাট ইজারা- ৫০,০০০ খোয়াড় ইজারা- ১৫,০০০	হাট, বাজার ইজারা- ২৫০,০০০ ঘাট ইজারা- ৪০,০০০ খোয়াড় ইজারা- ২,০০০	হাট, বাজার ইজারা- ৫৫,০০০ ঘাট ইজারা- ৩০,০০০	৭৮৫,০০০ (হাট, বাজার ইজারা- ৫৬৫,০০০ ঘাট ইজারা- ১৯৫,০০০ খোয়াড় ইজারা- ২৫,০০০)
মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর	-	১০,০০০	১০,০০০	৩,০০০	৩৫,০০০	৫৮,০০০
সম্পত্তি হতে আয়	-	৪,০০০	-	-	-	৪,০০০
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	৩৫,৯৯৫	৬৬,০১০	১৩৫,৬৯৫	২৩০,৫৭০	৯৩,১৬৭	৫৬১,৪৩৭
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-

সরকারী সূত্রে অনুদান
উন্নয়ন খাতঃ

খাতের ধরণ	বাৎসরিক আয়					৫ টি ইউনিয়নে মোট
	পলাশ	**সলুকাবাদ**	**ধনপুর**	**বাদাঘাট দক্ষিণ**	**ফতেপুর**	
কৃষি	৩০০,০০০	৩০০,০০০	৫,০০০,০০০	-	৭০,০০০	৫,৬৭০,০০০
স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী	৬০০,০০০	৬,০০০,০০০	১,২০০,০০০	৬৫০,০০০	৭০০,০০০	৩,৭৫০,০০০
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত	১,০০০,০০০	৫,০০০,০০০	৪৭০,০০০	১,১৫০,০০০	১,৫০০,০০০	৯,১২০,০০০
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত	-	-	-	-	-	-
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজি এসপি)	১,৪০০,০০০	১,৩০০,০০০	১,৮৯৯,৩৫০	১,০৫০,০০০	১,৪৫০,০০০	৭,০৯৯,৩৫০

সংস্থাপনঃ

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা (মাসিক)
চেয়ারম্যান (৫ জন) প্রতি জন: সরকারী: ১৪৭৫ এবং পরিষদ থেকে: ১৫২৫/-
এম ইউ পি (৬০ জন) প্রতি জন: সরকারী: ৯৫০/-,পরিষদ থেকে: ১২০০/-
সচিব (৫ জন) প্রতি জন : ১৪,৪১৩/-
দফাদার (৫টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ২১০০/-
গ্রাম পুলিশ (৫টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ১৯০০/-

অন্যান্য
ভূমি হস্তান্তর কর (১%)

খাতের ধরণ	**পলাশ**	**সলুকাবাদ**	**ধনপুর**	**বাদাঘাট দক্ষিণ**	**ফতেপুর**	৫ টি ইউনিয়নে মোট
ভূমি হস্তান্তর কর	১৬০,০০০	৬০,০০০	৭০,০০০	৩০,০০০	১০০,০০০	৪২০,০০০

গ) স্থানীয় সরকার:

খাতের ধরণ	বাৎসরিক প্রদেয় টাকা					৫ টি ইউনিয়নে মোট
	পলাশ	**সলুকাবাদ**	**ধনপুর**	**বাদাঘাট দক্ষিণ**	**ফতেপুর**	
উপজেলা পরিষদ	১২০,০০০	১,২০০,০০০	১,৩০০,০০০	১,০০০,০০০	১৫০,০০০	৩,৭৭০,০০০
জেলা পরিষদ	-	-	-	-	১০০,০০০	১০০,০০০

ঘ) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা:

খাতের ধরণ	বাৎসরিক অনুদান টাকা					৫ টি ইউনিয়নে মোট
	পলাশ	**সলুকাবাদ**	**ধনপুর**	**বাদাঘাট দক্ষিণ**	**ফতেপুর**	
সিএনআরএস (শরিক)	৬০০,০০০	৬৫০,০০০	৬০০,০০০	৪৫০,০০০	৫০০,০০০	২,৮০০,০০০

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি অর্থায়ন করছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা সর্বোপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগগুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষাকরণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	তানজিমা মাহেজাবিন	চেয়ারম্যান, সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯৩২-০০৯২৪৪
০২	বিপ্রেশ চন্দ্র রায়	সচিব, সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৮-৫০৮৭৮৮
০৩	মোঃ মোক্তার হোসেন	উপজেলা কো-অর্ডিনেটর, সিএমডিআরআর প্রজেক্ট, ভার্ড	০১৯১২-৪৩৫৩৫৬
০৪	জবা রানী দেবী	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, ৩নং ওয়ার্ড, পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯৪০-৫০৩৬৪৩
০৫	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৫৫২-৩৬১৫৭৫

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ হারুনূর রশিদ	উপজেলা চেয়ারম্যান, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭১৩৮১৫৫৫৩
০২	মোঃ মানিক মিয়া	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭৫২-৪৭৬৪৫১
০৩	আবেদা	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, বাদাঘাট (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯২৫-৭৬১৯৯৪
০৪	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৫৫২-৩৬১৫৭৫
০৫	রনি বনিক	কমিউনিটি অর্গানাইজার, সিএমডিআরআর প্রজেক্ট, ভার্ড	০১৮৫৫-৩৩৭৩৬১
০৬	এস এম গোলাম কিবরিয়া	ফিল্ড সুপারভাইজার, সৌহার্দ-২, এএসডি	০১৭৩৬-৯৫০৯৫৭
০৭	কহিনুর আক্তার	সদস্য, ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭৪১-৪৩৯১৪৫

কমিটির কাজ

- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে একবার ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় মোট ২৪,৮৭৪ হেক্টর জমি রয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি জমির পরিমাণ ১৫,৫০০ হেক্টর এবং অনাবাদি জমির পরিমাণ ৩,০৭০ হেক্টর। আবাদি জমির মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ৭৩০০ হেক্টর, দু'ফসলী জমির পরিমাণ ৫৬০০ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ ২৬০০ হেক্টর। এছাড়া, বসতি এলাকার মোট জমির পরিমাণ ৬৩০৪ হেক্টর। উপজেলার প্রধান ফসলগুলো হলঃ ধান (বোরো, আউশ ও আমন), গোলআলু, শাকসব্জি, গম, মরিচ, সরিষা, বাদাম ইত্যাদি। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতা ইত্যাদি দুর্যোগে কৃষিখাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৭৫০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৭২০ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১২ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪৫০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৪২৮ হেক্টর জমির আমন ফসল, নদীভাঙ্গনে ২৫ হেক্টর জমি ও জমির ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৮ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৫২৫ হেক্টর জমির বোরো ফসল, মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৪৪৭ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ৬ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১২০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৬৬৮ হেক্টর জমির আমন ফসল, জলাবদ্ধতায় ৪৫০ হেক্টর জমির বীজতলা এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১০ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৫০০ হেক্টর জমির বোরো ফসল, মৌসুমী বন্যায় প্রায় ৯৯২ হেক্টর জমির আমন ফসল এবং কালবৈশাখী ঝড়ে প্রায় ১৩ হেক্টর জমির বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে বোরো ও আমন ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া, অনাবৃষ্টির কারণে অনেক জমি অনাবাদি হয়ে যেতে পারে।
মৎস্য	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ৬ টি নদী, ১১৫ টি খাল, ৩৫ টি বিল, ১৫০ টি পুকুর, ৬৪৮ টি জলাশয় রয়েছে। এবং এখানে মোট ২৯৬১ জন মৎসজীবী রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি দুর্যোগে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে অত্র উপজেলায় ঘন ঘন আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী

খাতসমূহ	বর্ননা
	ভাঙ্গন, ইত্যাদি আঘাত হানতে পারে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। এতে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। উপজেলায় মাছের অভয়াশ্রম নষ্ট হচ্ছে যা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। এতে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয় এর ফলে মাছের বৃদ্ধিও কম হচ্ছে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার পলাশ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৫ টি পুকুরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার সলুকাবাদ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২০ টি পুকুরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৫ টি পুকুরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১০ টি পুকুরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ▪ ভবিষ্যতে অত্র উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৯ টি পুকুরের মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, আগাম বন্যা ও জলাবদ্ধতায় মৎস্য সম্পদ বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মোটকথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে অত্র ইউনিয়নে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে।
পশুসম্পদ	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্রধান পশুসম্পদ হল গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, পাখি, মহিষ ইত্যাদি। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতা ইত্যাদি দুর্যোগে পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভবিষ্যতে আগাম ও মৌসুমী বন্যায় বন্যায় গো-খাদ্যের সংকট দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও বাসস্থানের সংকট দেখা দিতে পারে। এসময় পশুপাখির ব্যাপক প্রাণহানী ঘটতে পারে। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ফলে পশুপাখির প্রাণহানী ঘটতে পারে। আবার, জলাবদ্ধতায় গো-খাদ্যের সংকট এবং বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ১০ কিলোমিটার স্ট্রিপ গার্ডেনিং অর্থাৎ বনাঞ্চল রয়েছে । এ বনাঞ্চলে কদম, আকাশমণি, রেইনট্রি, অর্জুন, জাম, কাঠাল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। এছাড়া, এলাকার জনগণ বাড়ির চারপাশে নিজ উদ্যোগে বনায়ন করে থাকে। উৎসঃ ফরেস্ট রেঞ্জার, সুনামগঞ্জ। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদির ফলে গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া, অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়ন ভিত্তিক গাছপালার যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ পলাশ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২৮০ টি গাছ, মৌসুমী বন্যায় ২২০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৭০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
	▪ সলুকাবাদ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৩১৫ টি গাছ, মৌসুমী বন্যায় ৩৩০ টি গাছ, নদীভাঙ্গনে ২৫০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ৭০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ধনপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১৭৫ টি গাছ, মৌসুমী বন্যায় ১৮০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১০০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৩৫০ টি গাছ, মৌসুমী বন্যায় ১৮০ টি গাছ, জলাবদ্ধতায় ১৫ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ১৪০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ফতেপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৫৫০ টি গাছ, মৌসুমী বন্যায় ৫০০ টি গাছ এবং কালবৈশাখী ঝড়ে ২০০ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ৩ টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ১৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এ উপজেলায় কোন বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র উপজেলা হেডকোয়ার্টার (পলাশ ইউনিয়নে) অবস্থিত। এখানে ২ জন ডাক্তার ও ৮ জন নার্স রয়েছে। উপজেলায় আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, নদী ভাঙ্গন ও জলাবদ্ধতা ইত্যাদি দুর্যোগের ফলে স্বাস্থ্যখাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ উপজেলায় মৌসুমী বন্যা, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি দুর্যোগের ফলে স্বাস্থ্যখাত নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া, কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে মানুষ আহত হয় এবং প্রাণহানী ঘটে। জলাবদ্ধতার ফলে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়ে ম্যালেরিয়া রোগের আশঙকা দেখা দেয়। এ সময় পানিবাহিত রোগ বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়ন ভিত্তিক যেরূপ রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ পলাশ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৮৮৯৩ জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ২.৫% লোক টাইফয়েড, ২% লোক আমাশয়, ৩% লোক জন্ডিস, ৫% চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ সলুকাবাদ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ৩৭৩৭৫ জনসংখ্যার মধ্যে ১% লোক ডায়রিয়া, ০.৭% শিশু নিউমোনিয়া, ৩% লোক টাইফয়েড, ২% লোক আমাশয়, ৩% লোক জন্ডিস, ৪% চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনে মোট ৩৭৩৭৫ জনসংখ্যার মধ্যে ১% লোক জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ধনপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ৩৭৩৭৬ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৫% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ১% লোক টাইফয়েড, ২% লোক আমাশয়, ২% লোক জন্ডিস, ৫% চর্মরোগ এবং ৩% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৫০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৫% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ২.২% লোক টাইফয়েড, ৩% লোক আমাশয়, ৩% লোক জন্ডিস, ৪% চর্মরোগ এবং ২.৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। জলাবদ্ধতায় মোট ২৫০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১.৫% লোক ডায়রিয়া, ১.৫% শিশু নিউমোনিয়া, ১% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক আমাশয়, ৪% লোক জন্ডিস, ৫% চর্মরোগ এবং ১.৭% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে

খাতসমূহ	বর্ননা
	পারে। ▪ ফতেপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় মোট ২৭৭৩৭ জনসংখ্যার মধ্যে ৩% লোক ডায়রিয়া, ১% শিশু নিউমোনিয়া, ৩% লোক টাইফয়েড, ১.৮% লোক আমাশয়, ৪% লোক জন্ডিস, ৩% চর্মরোগ এবং ৫% লোক ভাইরাসজনিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ফলে অত্র ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
জীবিকা	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্রধান জীবিকাসমূহ হল কৃষি, মৎস, দিনমজুর ও ব্যবসা। উপজেলায় মোট ২৭,৫৭৩ জন কৃষিজীবী, ২,৯৬১ জন মৎসজীবী, ১৪,৫১৭ জন দিনমজুর ও ২,৮৩৩ জন ব্যবসায়ী রয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি দুর্যোগ ঘন ঘন হওয়ায় এবং এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবিকা বিভিন্নভাবে ব্যহত হচ্ছে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে। বছরের ৪ মাস এখানে কোন কাজ না থাকায় মানুষ কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় গমন করে। শীতকালে খালবিল সেচে মাছ ধরা এবং বর্ষার শুরুতে কোনা জাল অথবা কারেন্ট জাল দিয়ে মাছের পোনা ধরার ফলে অত্র উপজেলায় মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার জাল যার জলা তার এ শ্লোগান প্রচলিত থাকলেও এতে জেলেদের প্রবেশোধিকার সীমিত। আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, কালবৈশাখী ঝড় ও জলাবদ্ধতায় দিনমজুরদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে আসে। অন্যদিকে, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন ও কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়ন ভিত্তিক জীবিকার যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ পলাশ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২৬৫০ জন কৃষিজীবী, ৬৫০ জন মৎস্যজীবী ও ৯৮০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৭৭০ জন কৃষিজীবী, ১০৩০ জন দিনমজুর ও ১০৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৭৭০ জন কৃষিজীবী, ৫৩০ জন দিনমজুর ও ২০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ সলুকাবাদ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪৩৫০ জন কৃষিজীবী, ৫২০ জন মৎস্যজীবী ও ৭৮০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৯৩১ জন কৃষিজীবী, ৫৫০ জন দিনমজুর ও ১২০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনে ৫৫০ জন কৃষিজীবী, ৩৫০ জন দিনমজুর ও ২৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৯৩১ জন কৃষিজীবী, ২৮০ জন দিনমজুর ও ৩০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ধনপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ২৭০০ জন কৃষিজীবী, ৩৮০ জন মৎস্যজীবী ও ৩৫০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৮৯৭ জন কৃষিজীবী, ৪৪০ জন দিনমজুর ও ২০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৮৯৭ জন কৃষিজীবী, ২৪৭ জন দিনমজুর ও ২৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ বাদাঘাট ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১২৫০ জন কৃষিজীবী, ৫৫০ জন মৎস্যজীবী ও ৯৭৭ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১৫০৭ জন কৃষিজীবী, ৭১০ জন দিনমজুর ও ৫৭ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জলাবদ্ধতায় ৪৭৫ জন কৃষিজীবী ও ৬৮০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১৫০৭ জন কৃষিজীবী ও ৩১০ জন দিনমজুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ফতেপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৪৩৫০ জন কৃষিজীবী, ৮৬১ জন মৎস্যজীবী, ১২০২ জন দিনমজুর এবং ৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২৪৭০ জন কৃষিজীবী, ১৪০৮ জন দিনমজুর ও ১৪০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২৪৭০ জন কৃষিজীবী, ৪৪০ জন দিনমজুর ও ৩৫ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পানি	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় খাবার পানির উৎসগুলো হল নলকূপ, নদীনালা, খালবিল, পুকুর ইত্যাদি। এ জেলায় মোট ১,২৩৪ টি নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ১,১৮১ টি নলকূপ সচল ও ৫৩ টি নলকূপ বিকল।

খাতসমূহ	বর্ননা
	৬০০ টি নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নলকূপগুলো বন্যার সময়ে ব্যবহার উপযোগী থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ৪৫% অধিবাসী নলকূপের পানি ব্যবহার করে। এছাড়া, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়ন ভিত্তিক পানির যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ পলাশ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১৩০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ সলুকাবাদ ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১০৫ টি টিউবওয়েল এবং নদীভাঙ্গনে ২০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ ধনপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ৩৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ উপজেলার বাদাঘাট দক্ষিণ মৌসুমী বন্যায় ১২৭ টি টিউবওয়েল এবং জলাবদ্ধতায় ১০ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ▪ ফতেপুর ইউনিয়নে মৌসুমী বন্যায় ১৫৫ টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে অত্র এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। তখন বিশুদ্ধ পানির অভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ৭০.৪ কি.মি. বেরীবাঁধ, ২ টি স্লুইচ গেট, ৪৪ টি ব্রীজ, ২১৬ টি কালভার্ট, ৩১২.৭৩ কি.মি. রাস্তা, সেচের জন্য ১ টি গভীর নলকূপ, ২৮৭ টি অগভীর নলকূপ, ২৪৪ টি এলএলপি রয়েছে। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, আগাম বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, বজ্রঝড়, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদির ফলে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যেমন রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বাসস্থান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতে ইহা আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। ভবিষ্যতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বিভিন্ন দুর্যোগে ইউনিয়নভিত্তিক অবকাঠামোর যেরূপ ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ ▪ পলাশ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১.৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ১৫০ টি বাড়িঘর, ৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২.৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৩৫০ টি বাড়িঘর, ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ১০২০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ২০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৫ টি বিদ্যুতের খুটি ও ২৫০ টি পায়খানা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ সলুকাবাদ ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৪.৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ১৩০ টি বাড়িঘর, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ২ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৩.৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৩৯০ টি বাড়িঘর, ১২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৩৫০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনে ১৮০ টি বসতবাড়ি (আংশিক),ও ৪৫ টি পায়খানা এবং ৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৫০ টি

খাতসমূহ	বর্ননা
	বাড়িঘর (আংশিক), ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ১ টি বিদ্যুতের খুটি ও ৭০ টি পায়খানা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ধনপুর ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৩ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৪৫ টি বাড়িঘর, ৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৫ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১.৫ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৩.৭৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ১৭৫ টি বাড়িঘর, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৬ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৩২০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৩০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ২ টি বিদ্যুতের খুটি ও ৫৫ টি পায়খানা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নে ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ৫ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৫ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৩০০ টি বাড়িঘর, ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ৬ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৪ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৪৪২ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৮ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ৭৭০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। জলাবদ্ধতায় ৪ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ১০ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৭ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ২৫০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ৬০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৩ টি বিদ্যুতের খুটি ও ১২০ টি পায়খানা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ▪ ফতেপুর ইউনিয়নে ইউনিয়নে আগাম বন্যায় ১০ কিলোমিটার বেরিবাঁধ, ৭ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৫০০ টি বাড়িঘর, ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মৌসুমী বন্যায় ১০ কিলোমিটার বেরীবাঁধ, ৭ কিলোমিটার রাস্তাঘাট (আংশিক), ৫২০ টি বাড়িঘর, ১৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১২ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ১০২০ টি পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কালবৈশাখী ঝড়ে ১২০ টি বাড়িঘর (আংশিক), ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ১১০ টি পায়খানা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭১২-২৫৩৭০২
০২	মোঃ মানিক মিয়া	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭৫২-৪৭৬৪৫১
০৩	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৫৫২-৩৬১৫৭৫

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	সুলেমান মিয়া	চেয়ারম্যান, পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৬-৪৬৬৯৬০
০২	মামুনুর রশিদ	সচিব, পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯২৫-০৮৪২১১
০৩	রাকিব পাঠান	নাজির, উপজেলা পরিষদ	০১৭১৩-৮০৫৯২৭

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৫৫২-৩৬১৫৭৫
০২	মোঃ মানিক মিয়া	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭৫২-৪৭৬৪৫১
০৩	প্রদীপ কুমার দেব	যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মোঃ মানিক মিয়া	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭৫২-৪৭৬৪৫১
০২	ছবাব মিয়া	চেয়ারম্যান, বাদাঘাট (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১২-৫৬৮২৩৪
০৩	মোঃ ছমির উদ্দিন	মৎস্য অফিসার	০১৭১২-৮০৪৪৩৪

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

বন্যা পূর্বাভাষ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আগাম বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পুর্বাভাস প্রদান করার সংগে সংগে চেকলিস্ট পরীক্ষা করে দেখতে ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্ধারিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি করা আছে।	
৩.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য নৌকা, গাড়ি, ভ্যান ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৪.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল সংরক্ষণ করে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	
৬.	উপজেলা ও ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	
৭.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম / ত্রাণ গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	
৮.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মাধ্যমে মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।	
৯.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ আছে।	
১০.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা / ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।	
১১.	১-৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে।	
১২.	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে।	
১৩.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	
১৪.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে।	
১৫.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন।	
১৬.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে নলকূপ আছে।	
১৭.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা আছে।	
১৮.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে।	
১৯.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে।	
২০.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে।	
২১.	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান বা কেল্লা নির্ধারিত হয়েছে।	
২২.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্মন্ধে সচেতন করা হয়েছে।	
২৩.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে।	
২৪.	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমাণ শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে।	
২৫.	আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা পায়খানা / প্রসাবখানার ব্যবস্থা আছে	
২৬.	আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা গোসলখানার ব্যবস্থা আছে।	
২৭.	হাওরে পানি প্রবেশের মুখগুলি মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে	
২৮.	পশু পাখির চিকিৎসার নির্বাচিত চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন।	
২৯.	পশু পাখির চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরঞ্জাম আছে।	

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিশ্বম্ভরপুর

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	মোঃ হারুনূর রশিদ	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১৩৮১৫৫৫৩
২	খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	কো- চেয়ার পারসন	০১৭১২২৫৩৭০২
৩	মোঃ মানিক মিয়া	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭৫২৪৭৬৪৫১
৪	মোঃ সুলেমান তালুকদার	ভাইস-চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭৩৫৮৭৯০০৬
৫	মোছাঃ আয়েশা আক্তার	মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭৫৮৭৫৮৭৭৬
৬	মোঃ শামছুজ্জামান শাহা	চেয়ারম্যান, ফতেহপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৬২০৪৬৬৩
৭	মোঃ সুলেমান মিয়া	চেয়ারম্যান, পলাশ ইউপি	সদস্য	০১৭১৬৪৬৬৯৬০
৮	মোছাঃ তানজিনা মাহজেবিন	চেয়ারম্যান, সুলেকাবাদ ইউপি	সদস্য	০১৯৩২০০৯২৪৪
৯	মোঃ ছবাব মিয়া	চেয়ারম্যান, দক্ষিণ বাদাঘাট ইউপি	সদস্য	০১৭১২৫৬৮২৩৪
১০	মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ	চেয়ারম্যান, ধনপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৩৮১৫৫৫৩
১১	মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সরকার	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯১৮১২৮৭৮২
১২	ডাঃ ফারুক সুলতান	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২৬৭২৫২২৭
১৩	ডাঃ মোঃ মউদুদুর রহমান	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১১৭৯৫৫৯
১৪		সহকারি কিমিশনার (ভূমি)	সদস্য	
১৫	মোঃ ছমির উদ্দিন (ভাঃ)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৮০৪৪৩৪
১৬	মোঃ শাহাব উদ্দিন (অঃ দাঃ)	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২৫০৪৯২০
১৭	মোঃ আব্দুল হাই	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১১৯০৮৭৭১
১৮	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৫৫২৩৬১৫৭৫
১৯	মোঃ মফিজ উল্লাহ	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	
২০	মোঃ আব্দুল গনি (অঃ দাঃ)	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৬৯৮৮২৪৩
২১	এসকে আব্দুলাহ আল-সাইদ	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ)	সদস্য	০১৭১৫৩৩২৭৪৯
২২	মোঃ আবু সায়েম	উপজেলা উপ-সহকারি প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)	সদস্য	০১৯২৩৩৮৬৬৪৭
২৩	প্রদীপ কুমার দেব	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	
২৪	মোঃ সদরুল ইসলাম	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	
২৫	গুলজার আহমেদ খান (অঃ দাঃ)	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	
২৬	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২২২২৭৯০৪
২৭	মোঃ ইউছুফ হোসেন চৌধূরী	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	
২৮	কোহিনুর আক্তার	সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য, ধনপুর ইউপি	সদস্য	০১৭৪১৪৩৯১৪৫
২৯	জবা রানী দেবী	সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য, পলাশ ইউপি	সদস্য	০১৯৪০৫০৩৬৪৩
৩০	আবেদা	সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য, দঃ বাদাঘাট ইউপি	সদস্য	০১৯২৫৭৬১৯৯৪
৩১	মোঃ রমজান আলী	নির্বাহী পরিচালক, গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা	সদস্য	
৩২	এসএম গোলাম কিবরিয়া	ফিল্ড সুপারভাইজার, এএসডি, সৌহার্দ্য	সদস্য	০১৭৩৬৯৫০৯৫৭
৩৩	মিজানুর রহমান ভূইয়া	কেয়ার বাংলোদেশ, সুনামগঞ্জ ফিল্ড অফিস	সদস্য	০১৭১২৫১৩২২০
৩৪	স্বপন কুমার বর্মন	সভাপতি প্রেস ক্লাব	সদস্য	০১১৯৬০৬৭৫৮৬
৩৫	মোঃ কফিল আহমেদ	সভাপতি বনিক সমিতি		০১৭১১০৪০৩০৪
৩৬	বিমলাংশু রায়	অধ্যক্ষ দিগেন্দ্র বর্মন ডিগ্রী কলেজ		০১৭২৮৬৪৮৯২০

৩৭	মোঃ আব্দুল হেকিম (হাসিম)	উপজেলা মুক্তিযুদ্ধা কমান্ডার		০১৭২৯৮৮৪৪৭৭

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (পলাশ)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	রাহেলা বেগম	রমজান	কৃষ্ণ নগর-০১		০১৯৪০৫০৩৬৪৩
০২	শিরিনা	সোহেল	নতুনপাড়া-০১		০১৯৪০৫০৩৬৪৩
০৩	আনোয়ার পাশা	মফিজুর রহমান	মল্লিকপুর-০১		০১৯২১৮২১৩৮৭
০৪	আব্দুল মালেক	মফিজ	মল্লিকপুর-০১		০১৯২১৮২১৩৮৭
০৫	মৃতুঞ্জয় শর্মা	রনজিত শর্মা	ধরেরপার-০২		০১৭৫৮০৪৫৩৯৫
০৬	কৌশলা দাস	রাবানন্দ দাস	ধরেরপার-০২		০১৯১৬৭৭৩৭৭৫
০৭	বিকাশ দাস	বরদা দাস	পিয়ারীনগর-০২		০১৭৪৮০০২৬১৪
০৮	নিকলেশ দেবনাথ	পরিমল দেবনাথ	পিয়ারীনগর-০২		০১৭২৭০২১২৯০
০৯	মনিক দেবনাথ	মহেন্দ্র দেবনাথ	আধুখালী-০৩		০১৯১৪৩৯৯৪৩৭
১০	মোঃ নুরুল আমিন	মৃত তমিজ উদ্দিন	রসুলপুর-০৩		০১৯৪২০৭৪১৭১
১১	উষা রানী নাথ	জীতেন্দ্র নাথ	আধুখালী-০৩		০১৯১৮০৭৫৫২৭
১২	কল্পনা রানী দাস	রাসেন্দ্র দাস	গোবিন্দনগর-০৩		০১৭২৯১৬৮৩৪৪
১৩	ফরিদা খাতুন	মোক্তার	চানপুর-০৪		০১৭১৬২০৬২৮০
১৪	রহিমা খাতুন	আঃ বারী	কাচিরগাতি-০৪		০১৭১৬২০৬২৮০
১৫	মিজান	আঃ সোবহান	দশঘর-০৪		০১৭২৪৯৬৯৭৮৪
১৬	রায়হান	নবী হোসেন	দশঘর -০৪		০১৭৪৯৯৬১৫৯৩
১৭	আমিনা খাতুন	গানু মিয়া	মাঝাইর-০৫		০১৯৬২৪২৯৬৫২
১৮	চন্দন মিয়া	আলতাফ হোসেন	রাজঘাট-০৫		০১৭৩৫৪৬৪২৩৮
১৯	রতন মিয়া	ইমান উদ্দিন	রাজঘাট -০৫		
২০	আমিনা খাতুন	আকবর আলী	পুকুরপার -০৫		০১৭৪৯৭৮০২৭৪
২১	ছালেহা খাতুন	আলম	পলাশ-০৬		০১৯১৩৭৪২০০৮
২২	নূর মোহাম্মদ	মৃত জহুর আলী	পলাশ-০৬		
২৩	ছকিনা খাতুন	মোঃ জিন্নাত আলী	পলাশ-০৬		০১৯৪৬৩৮১৩৭২
২৪	দ্বীন ইসলাম	সুরুজ আলী	রণবিদ্যা-০৬		০১৯৪২৭০৪৬৪৬
২৫	আমিরুল ইসলাম	মোঃ আনফর আলী	ছয়হারা-০৭		০১৭৪৬৭৩৩৩৪০
২৬	জয়নাল উদ্দিন	আঃ হামিদ	কেজাউরা -০৭		০১৭১৩৮১২৫৩১
২৭	মোছাঃ বিলকিস	আঃ কুদ্দুস	ছয়হারা -০৭		০১৭৬৪৫৫১০১৪
২৮	ফিরোজা	মোঃ আব্দুল	কেজাউরা-০৭		০১৭১৩৮১২৫৩১
২৯	আব্দুল শহিদ	আঃ মজিদ	নতুন গোলগাঁও-০৮		০১৭১৮৬৭১৭৯৬
৩০	আল-আমিন	আঃ মালেক	পাখিজান-০৮		০১৭৫৭০৫৬৪৬৯
৩১	ছাবিনা ইয়াসমিন	তহর মিয়া	নতুন গোলগাঁও-০৮		০১৭১৮৬৭১৭৯৬
৩২	রোমেলা খাতুন	আব্দুছ ছত্তার	পাখিজান-০৮		০১৭৬৫৫৫৭৬৭০
৩৩	জোছনা বেগম	দিলু মিয়া	গাজিরগাও-০৯		০১৯৩৯৩০৬২২৬
৩৪	করিমুন্নেছা	আব্দুল্লাহ	আলীপুর-০৯		০১৭২৬৬৮৩৩৭৫
৩৫	ধীরেন্দ্র দেবনাথ	রামবিহারী	তালেরতল-০৯		০১৭৩৬৩৮৬১৪২
৩৬	আঃ মোতালিব	মৃত আব্দুল আজিজ	কৌলারপার-০৯		০১৯১৬৬২৮৭০৫

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (ধনপুর)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	হাজী ওয়াহিদুর রহমান	গোলাম মোস্তফা	ধনপুর-০১		০১৯১১৭৮৩২১৫
০২	জাহাঙ্গীর মিয়া	মৃত সিরাজুল হক	ইসলামপুর -০১		০১৭১০৪৪২৮০৯
০৩	সেলিনা বেগম	খোরশেদ মিয়া	ইসলামপুর-০১		০১৯২৭৯৩২৭০০
০৪	মদিনা বেগম	মালু মিয়া	সুরেশনগর-০১		০১৯২৮৬২০৭৩৭ (অনুঃ)
০৫	আঃ হান্নান	মৃত আঃ রশিদ	মেরুয়াখলা-০২		০১৯৩৭৫০৫৯৫১
০৬	নেকবর আলী	মৃত মোহাম্মদ আলী	মেরুয়াখলা-০২		০১৭১৪২৫২৯৪২
০৭	রেনু বেগম	আঃ হাসিম	মেরুয়াখলা-০২		০১৭১৯২৩৩৭৮০
০৮	তানিয়া সুলতানা	আঃ ছাত্তার	লতারগাও-০২		০১৯২৬২১১০৩৭
০৯	আঃ আলীম	মনসুর আলী	পূর্বরাজনগর-০৩		০১৭৫৮২৩০৪১৮
১০	আলী উসমান	আঃ হোসেন	দুধপুর-০৩		০১৭৫৮৬০৫২৬১
১১	ঝর্না বেগম	সৈয়দ আলী	পূর্ব রাজনগর-০৩		০১৮১৮০৮৩৭৩২
১২	সালমা বেগম	সোহরাব মিয়া	বেতাগর-০৩		০১৯১৫৬৭১৫১৬
১৩	সেলিনা	আব্দুল্লাহ	চরগাঁও-০৪		০১৯৩৪৭৫৪২০৯ (অনুঃ)
১৪	আলী আকবর	আঃ কাদির	চান্দারগাঁও-০৪		০১৯৬২৩৪৮২০০
১৫	নাজমা আক্তার	আজিজুল হক	কাটাখালী-০৪		০১৭৪৩৭৭৩৫৫৩
১৬	নজরুল ইসলাম	তাজুল ইসলাম	চরগাঁও-০৪		০১৭৩৬৬৫৬৭৯৩
১৭	আঃ কাদির	আবু বকর সিদ্দিক	হালাবাদী-০৫		০১৭১৫৮৬০৮৭৪
১৮	হাবিবুর রহমান হাবু	মৃত মবত আলী	হালাবাদী-০৫		০১৭৪২৭৬৪৬৯৫
১৯	কমলা	আব্দুল নিয়ত আলী	হালাবাদী-০৫		০১৭১৫৮৬০৮৭৪
২০	নূরজাহান	মৃত শাহাব উদ্দিন	তরঙ্গীয়া-০৫		০১৭১৫৮৬০৮৭৪ (অনুঃ)
২১	রফিকুল ইসলাম	গোলাম রব্বানী	ছাতারকোণা-০৬		০১৭১৯২৯০১০৭
২২	মোঃ আবু মুসা	মৃত আঃ হাসিম	ছাতারকোণা-০৬		০১৭৪৭২৯২৬৫০
২৩	মোছাঃ মদিনা	আঃ কাদির	ছাতারকোণা-০৬		০১৭৬২২২৭৪৩১
২৪	ফজিলা আক্তার	মরম আলী	ছাতারকোণা-০৬		০১৭৬৫৫৫৬৪০৯
২৫	আছমা বেগম	আব্বাস আলী	গামাইরতলা-০৭		০১৭৬০৬৩২৫১১
২৬	শাহানা	শাহাজ উদ্দিন	গামাইরতলা-০৭		০১৭৬৫২১৭২১২
২৭	মোহাম্মদ আলী	মৃত তাহির আলী	সিলদুহারা-০৭		০১৭৬২৭৮২৭০৮
২৮	আঃ গফুর	মৃত আব্বাস আলী	গামাইরতলা-০৭		০১৭৪২৯৭৫২৫০
২৯	আঃ কাদির	আঃ হাকিম	চিনাকান্দি-০৮		০১৭৫৭২৬৪০৭৪ (অনুঃ)
৩০	হক মিয়া	মোঃ সবদর আলী	চিনকান্দি-০৮		০১৯২৮৫৮৬০০৯ (অনুঃ)
৩১	হোসনারা খাতুন	রুকন উদ্দিন	চিনাকান্দি-০৮		০১৯২৮৫৮৬০০৯
৩২	মর্জিনা বেগম	শফিকুল ইসলাম	চিনাকান্দি-০৮		০১৭৫৭২৬৪০৭৪
৩৩	শাহাজ উদ্দিন	মৃত আলাল উদ্দিন	মহেন্দ্রনগর-০৯		০১৭৩১১৯২৯৫০
৩৪	আঃ রাজ্জাক	মৃত আহম্মদ আলী	মাছিমপুর-০৯		০১৭৫৩২৮৬১১২
৩৫	মোছাঃ হালেমা	মন্তু মিয়া	সোনতলা-০৯		০১৭৫৬৫৯২৭৩৬
৩৬	রোকিয়া আক্তার	রুমাল হোসেন মীর	স্বরুপগঞ্জ-০৯		০১৭৩১১৯২৯৫০ (অনুঃ)

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (সলুকাবাদ)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	আওলাদ হোসেন	মোঃ লীল মিয়া	ভাদেরটেক-০১		০১৭৪৬১১৭২১০
০২	মজিবুর রহমান	হাসান আলী	ভাদেরটেক-০১		০১৭৪৫৩৯০৯৯৩
০৩	শারমিন বেগম	আঃ কাদের	ভাদেরটেক-০১		০১৯৬৭৪০৪২৬১
০৪	সাহারা খাতুন	সাজেদুর রহমান	ভাদেরটেক-০১		০১৯৬৭৪০৪২৬১
০৫	মোঃ ইয়াকুব আলী	আঃ হক	ভাদেরটেক মনিপুরী-০২		০১৯১৫৫২৫৪২১
০৬	নবীর হোসেন	সিরাজুল ইসলাম	ভাদেরটেক মনিপুরী-০২		০১৯৪৩৩৫৯৮১৭
০৭	আছমা বেগম	ওমর ফারুক	ভাদেরটেক মনিপুরী-০২		০১৯৩৭৫০৬০৪২
০৮	সাহানা বেগম	রফিকুল ইসলাম	ভাদেরটেক মনিপুরী-০২		০১৯৪৩৭৮৪০৫৩
০৯	সফর আলী	ছাদির মিয়া	চালবন-০৩		০১৯২৩৯৭৪৯৫৫
১০	মনোয়ারা বেগম	মজনু মিয়া	চালবন-০৩		০১৯২৩৯৭৪৯৫৫
১১	শিরিনা খাতুন	শওকত আলী	চালবন-০৩		০১৯২৩৯৭৪৯৫৫
১২	জমির হোসেন	মৃতঃ আঃ কাদের	জগন্নাথপুর-০৩		০১৯৩১১৭১৯৯২
১৩	আবু সিদ্দিক	মোঃ রুস্তম আলী	রতারগাঁও-০৪		০১৯৬৩৬৫৯১৪৫
১৪	বাদল মিয়া	মৃতঃ মানিক মিয়া	সোনারপাড়া-০৪		০১৯৬৩৬৫৯১৪৫ (অনুঃ)
১৫	আমেনা খাতুন	মৃতঃ আঃ কদ্দুস	রতারগাঁও-০৪		০১৯৬৩৬৫৯১৪৫ (অনুঃ)
১৬	ফিরোজা আক্তার	মকবুল হোসেন	পরান মথুর কান্দি-০৪		০১৭৪২৬২৯৬৩৪
১৭	এমএ বাসির	হাজী তারা মিযা	আক্তারপাড়া-০৫		০১৯২০০৯৫৪৯৩
১৮	রমজান মিয়া	সাদির মিয়া	আক্তারপাড়া-০৫		০১৭২৭৬৭৪৯১৪
১৯	নিশা রানী সিনহা	রবিন্দ্র সিংহ	গড়ের গাঁও-০৫		০১৯৩২৫৩৭৫৫৮
২০	আয়েশা বেগম	হারিছ মিয়া	গড়ের গাঁও-০৫		০১৯২৩৩৮৯২২৩
২১	লুৎফুর রহমান	নজরুল ইসলাম	জিনারপুর ০৬		০১৯২৩৩৮৮৬৭০
২২	ফরিদ মিয়া	সোনা মিয়া	জিনারপুর-০৬		০১৯৪৫২৫৫৬০৮
২৩	মিনাজ পারভীন	নুর আলম	জিনারপুর-০৬		০১৯৩১৫৬০৪০৮
২৪	জুলেখা খাতুন	কাজল মিয়া	জিনারপুর-০৬		০১৯৪৫২৫৫৬০৮
২৫	আমীর উদ্দিন	মৃতঃ জনব আলী	মথুরকান্দি-০৭		
২৬	জমির উাদ্দন	মোতালেব আলী	আদাং-০৭		০১৭৬৬৯১৪০১৯
২৭	ফাতেমা বেগম	ইসলাম	মথুরকান্দি-০৭		০১৯২৬০৬৫৩১৮ (অনুঃ)
২৮	দেলোয়ারা খাতুন	হেলাল উদ্দিন	মথুরকান্দি-০৭		০১৯২৬০৬৫৩১৮
২৯	ফুল মিয়া	মোঃ শফিউল্লাহ	ডলুরা -০৮		০১৭৩৯০২০৮৬৭
৩০	আশিক মিয়া	মোঃ আঃ মালেক	কাপনা-০৮		০১৭৩৯০২০৮৬৭
৩১	সাজেদা বেগম	নজরুল ইসলাম	ডলুরা		০১৯১৭০১৫৪৪৫
৩২	শারজাহান খাতুন	আঃ বারেক	কাপনা গুচ্ছগ্রাম-০৮		০১৯১৭০১৫৪৪৫
৩৩	রফিকুল ইসলাম	মোঃ রইছ উদ্দিন	আমড়াগড়া-০৯		০১৯২৪২০৮৮৬০
৩৪	শাহিন মিয়া	আঃ মান্নান	আমড়াগড়া-০৯		০১৭৪২৯২৭৮৫৭
৩৫	মমতাজ বেগম	মোঃ সোনা মিয়া	মৌয়াকুড়া-০৯		০১৭৪২৯২৭৮৫৭
৩৬	রোজিনা খাতুন	রশিদ মিয়া	মৌয়াকুড়া-০৯		০১৭৪২৯২৭৮৫৭ (অনুঃ)

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (ফতেপুর)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	ওয়াহিদুজ্জামান	মৃতঃ জহুর আলী	অনন্তপুর- ০১		০১৭৭০১২৫২৬৬
০২	সন্ধ্যা রানী	অনিশি	লখা-০১		০১৭২২১৮১১৩৭
০৩	নেছার আহমদ	আঃ রউফ	অনন্তপুর- ০১		০১৭৩২১৯১০৪৮
০৪	আপিয়া বেগম	আবু মিয়া	শাহাপুর-০১		০১৭৫৮৫৩৩৮৩৮
০৫	জামাল উদ্দিন	মৃতঃ মনির উদ্দিন	ক্ষিরধরপুর-০২		০১৭২৬৩৮১৭৭৯
০৬	নুরুন্নেছা	আঃ হাই	ক্ষিরধরপুর-০২		০১৭২৬৩৮১৭৭৯
০৭	দুলা মিয়া	হাজী সাইফুলাহ	রাজিন্দ্রপুর-০২		০১৭৩২১২৮৭৯৩
০৮	রহিমা বেগম	সবুর খান	রাজিন্দ্রপুর-০২		০১৭৩২১২৮৭৯৩
০৯	দৌলা মিয়া	মৃতঃ মতিউর রহমান	বাগুয়া-০৩		০১৭৩২১২৮৬৮২
১০	রাজিয়া বেগম	মৃতঃ জমির আলী	বাগুয়া-০৩		০১৭৩২১২৮৬৮২
১১	মর্তজ আলী	মৃতঃ আঃ ছালাম	বসন্তপুর-০৩		০১৭৬৬৯১৪২৪৪
১২	রাশিদা বেগম	আজিজুর রহমান	বসন্তপুর-০৩		০১৭৫১২৮৫৬২৬
১৩	আহলাদ	ওয়ারিস	ফুলভরি-০৪		০১৭২৯৬৫৮৩৩৮
১৪	মমসর আলী	মৃতঃ ওয়াহিদ উল্লাহ	ফুলভরি-০৪		০১৭২৯৬৫৮৩৩৪
১৫	জাহেরা বেগম	আজি রহমান	ফুলভরি-০৪		০১৭৪৫৮৭৮৯৪৮
১৬	আজিবুন্নেছা	মৃতঃ শাহাব উদ্দিন	জিরাগ তাহিরপুর-০৪		০১৭৪৫০২১২০৫
১৭	ললিতা বিশ্বাস	সানন্দ বিশ্বাস	চান্দারগাঁও-০৫		০১৭৫৬১২৬৮৯৬
১৮	সবিতা বিশ্বাস	সনজিত বিশ্বাস	লক্ষীপুর-০৫		০১৭৫২৯৪০৩৮৯
১৯	মোহন বিশ্বাস	তারিনী বিশ্বাস	গোপালপুর-০৫		০১৭৫৯৬০৬২৮১
২০	অনিল বিশ্বাস	মৃতঃ বজেন্দ্র বিশ্বাস	গোপালপুর-০৫		০১৭৩৩৯০৬৯২২
২১	মিজানুর রহমান	মৃতঃ হাবিবুর রহমান	বিশ্বম্ভরপুর-০৬		০১৭২৪০৬৭৫৬৩
২২	রহমান আহমেদ	ইলাছ উদ্দিন	রাধানগর-০৬		০১৭২৪০৬৭৫৬৩
২৩	যশদা বর্মন	মৃত্যঞ্জয় বর্মন	বাহাদুরপুর-০৬		০১৭৭১০৫৯০৮৫
২৪	মিনা বর্মন	অধীর বর্মন	রায়পুর-০৬		০১৯২৬৫৬১৬৮৩
২৫	সুশান্তী দাস		নোয়াগাঁও-০৭		
২৬	জিতেন্দ্র তালুকদার	মৃত গজেন্দ্র তাং	ফতেহপুর-০৭		০১৭৭১২৯৪৩৫২
২৭	অনিক সরকার		ফতেহপুর-০৭		০১৭৫৫৪৯২৪২৬
২৮	রিনা দাস	মৃত রমেন্দ্র দাস	আলমাডহর-০৭		০১৭২৮২৮০৭৪৭
২৯	আব্দুল হক শাহ	মৃত নবাব আলী	দুলবারচর-০৮		০১৭৫৯৬০৭০৪৩
৩০	আশিক নূর	মৃত নজরুল ইসলাম	সামারকান্দি-০৮		০১৭৫৯৬০৭০৪৩ (অনুঃ)
৩১	তুলনা রাণী বর্মন	রনিজত বর্মন	কলাচানপুর-০৮		০১৭১৪৩৪৫১৪৫
৩২	মাসুদা বেগম	সাইফুল	দুলবারচর-০৮		০১৭৫৯৬০৭০৮৩
৩৩	গৌরাংগ দে	মৃত জত্তান চৌধুরী দে	শালমারা-০৯		০১৭৫৪৬৬৯১৩৮
৩৪	জুয়েল মিয়া	মালিক মিয়া	সংগ্রামপুর-০৯		০১৭৩৮৫৭৬২৭০
৩৫	মর্জিনা বেগম	ইয়াকুব আলী	সংগ্রামপুর-০৯		০১৭৩৮৫৭৬২৭০ (অনুঃ)
৩৬	সাহেদা বেগম	মমিন আলী	সংগ্রামপুর-০৯		০১৭৩৮৫৭৬২৭০ (অনুঃ)

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা (দক্ষিণ বাদাঘাট)

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ মতিউর রহমান	আঃ মজিদ	উমরপুর-০৫		০১৭২৩০৯১৪০২
০২	আজিজুল হক	আঃ মালেক	উমরপুর-০৫		০১৯৩৬৩৫২৭৫৮
০৩	সাফিয়া খাতুন	আঃ মোতালিব	উমরপুর-০৫		০১৭৮৯৭৪০৪২৬
০৪	মনোয়ারা বেগম	আঃ মালিক	উমরপুর-০৫		
০৫	আইনুল হক	শামছু মিয়া	উমরপুর-০৫		০১৬২১৪১৯২৫৬
০৬	কুলসুমা আক্তার	ছালাম মিয়া	উমরপুর-০৫		০১৭৭৫২৭৫৬৪৮
০৭	কাঞ্চন বিশ্বাস	অশ্বনী বিশ্বাস	বাগমারা-০৯		
০৮	লক্ষী রাণী আচার্য্য	প্রভাত আচার্য্য	বাগমারা-০৯		০১৭৭৫৩৯০৮০০
০৯	যুগোমায়া	রতিন্দ্র আচার্য্য	বাগমারা-০৯		০১৭৬৬১২২০৮৩
১০	নিদুল পাল	নিখিল পাল	বাগমারা-০৯		০১৭৫৬৯২২২৬০
১১	স্বপ্না রানী সুত্রধর	অখিল সুত্রধর	বাগমারা-০৯		০১৭৭১৬৩০৮৫৩
১২	অখিল সুত্রধর	ছুরামনি সুত্রধর	বাগমারা-০৯		০১৭৭১৬৩০৮৫৩
১৩	আব্দুর নূর	ইকবাল	সোনাপুর-০৯		০১৭৬৬৩০০৭৫৭
১৪	জসিম উদ্দিন	মৃতঃ কলিম উদ্দিন	সোনাপুর-০৯		০১৯২৫৭১২৩৬৩
১৫	প্রধান দাস	বিন্দু দাস	সোনাপুর-০৯		০১৭২৭২৫৯৬৬০
১৬	জয় নিবাস	হেমন্ত দাস	সোনাপুর-০৯		০১৯১৭৪৩৭৬৫৪
১৭	শ্যামলতা	মৃতঃ ধরনী দাস	সোনাপুর-০৯		০১৯১৭৫২৬৪৩২
১৮	জয়রানী দাস	মৃতঃ তরনী দাস	সোনাপুর-০৯		০১৭৪৭২৭০২১১
১৯	শামসু উদ্দিন	আঃ লতিফ	বাগগাঁও-০১		০১৭৪৩৩৫৯৮৭৯
২০	ফরিদ আলম	কলমধর আলী	বাগগাঁও-০১		০১৭৫০৫৪৩৯৫৩
২১	মোঃ উমর আলী	আমির উদ্দিন	বাগগাঁও-০১		০১৯১১৭২৬০১৮
২২	হাবিবুর	রমিজ উদ্দিন	বাগগাঁও-০১		০১৭২৫৫৮৪৬৩২
২৩	রহিমা বেগম	নুর মিয়া	বাগগাঁও-০১		
২৪	জুলেখা বেগম	আলকাছ	বাগগাঁও-০১		
২৫	রহিমা বেগম	আঃ কুদ্দুস	জামালপুর-০১		
২৬	রেহেনা বেগম	আঃ রশিদ	জামালপুর-০১		০১৭৫২৩১৪০৩০
২৭	নূর আলম	শাহাজ উদ্দিন	জামালপুর-০১		
২৮	আজিম উদ্দিন	আলকাছ	জামালপুর-০১		
২৯	আলা উদ্দিন	ইব্রাহীম	জামালপুর-০১		
৩০	উছমান	রাশিদ মিয়া	জামালপুর-০১		
৩১	শান্ত বিশ্বাস	শামচরণ	ব্রজনাথপুর-০৭		০১৭৫৩৫৩৫০৪৩
৩২	গোবিন্দ বিশ্বাস	গঙ্গাচরণ বিশ্বাস	ব্রজনাথপুর-০৭		০১৭২৫৪৭৭৭৮৬
৩৩	রাধাচরন বিশ্বাস	মন্তু বিশ্বাস	ব্রজনাথপুর-০৭		০১৭৩৮১১২৩৯৯
৩৪	প্রনাতু চক্রবর্তী	প্রফুল্ল চক্রবর্তী	ব্রজনাথপুর-০৭		০১৭৩৮১১২৩৯৯
৩৫	কুঞ্জলতা বিশ্বাস	কৃষ্ণ বিশ্বাস	ব্রজনাথপুর-০৭		০১৭৭৯৭৭৩৯৭৭
৩৬	কর্নমনি বিশ্বাস	নরেন্দ্র বিশ্বাস	ব্রজনাথপুর-০৭		০১৯৬২৩৬৫৬২৮

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লাঃ বিশ্বম্ভরপুরে কোন মাটির কেল্লা নেই।

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ফুলভরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুব্রুত তালুকদার	০১৭২৪২৩৭২৭৭	
জিরাক তাহিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অমিয় ভূষণ	০১৭২৪৬৫৩৫১৮	
অনন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সমীরণ তালুকদার	০১৭৫৯৩৩০১৪৪	
ভাটিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নাজমা বেগম	০১৭৩১৩৪০৮২৭	
পদ্মনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধীরেন্দ্র দেবনাথ	০১৭১৪৯১৫৪১১	
পিরিজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হীরেন্দ্র কুমার রায়	০১৭২২১৩৭২৬১	
খঁলাচাঁনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অজিত তালুকদার	০১৭২৯১৩২৪৯১	
ডলুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ তসজিদুল হক	০১৯১৩০৯০২৫০	
বিশ্বম্ভরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	মোঃ সাজ্জাদুর রহমান	০১৭২৫৩২৩৭২২	
হাজী মজিদ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়	সত্যব্রত দাস	০১৭১০৬৯৭১৮৭	

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানঃ বিশ্বম্ভরপুরে কোন সরকারী/ বেসরকারী আশ্রয়কেন্দ্র নেই।

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
৪৯ কি.মি. উঁচু রাস্তা	মোঃ আঃ হাই	০১৭১১৯০৮৭৭১	

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বিশ্বম্ভরপুর	ডাঃ মোঃ আব্দুর রহমান	০১৯৬৭৯৯৫২৩৯	
	ডাঃ হাবিবুল হাসান	০১৭৭৪৯২৭৩৮০	
	রেজাউল করিম	০১৭১০৭২২৩৩৯	
	দিলিপ কুমার	০১৯২১২৯৯৪৫১	
	মোঃ মানিক মিয়া	০১৭৫২৪৭৬৪৫১	

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
বিশ্বম্ভরপুর কোন ফায়ার স্টেশন নেই	জসিম মিয়া	০১৯২৫৭১২৩৬৩	
	নীলিমা দাস	০১১৯৯৩৬০৬৮৯	
	ননী গোপাল দাস	০১৭৬১২১৪৬৯২	
	রাকিব পাঠান	০১৭১৩৮০৫৯২৭	
	মোঃ মহিবুল ইসলাম	০১৭২৩০৬৬৫০৫	

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
পলাশ ইউনিয়ন	কাইয়ুম মিয়া	০১৭২৪৬৯১৬০৬	
ঐ	রেজাউল মিয়া	০১৯১৩৫৮৬২৩০	
ঐ	মহিবুল হোসেন		
ঐ	দুলাল মিয়া	০১৭১৯৫৭৮১২৪	
ঐ	সোহেল	০১৭২২৩৯৩৬৭৪	

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
পলাশ ইউনিয়ন	মোঃ কফিল উদ্দিন	০১৭১১০৪০৩০৪	
ঐ	সোহেল মিয়া	০১৯১২৪১৬৬৯৯	
ঐ	রফিকুল ইসলাম	০১৯৮২৪৯৮০৫৪	
ঐ	সালেক মিয়া	০১৭৬৬২২৪৩৪৩	
ঐ	রাহুল বর্মন	০১৯১১৫৪৩৩৬৭	

সংযুক্তি ৫

এক নজরে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা

আয়তন	২৪৯ বর্গ. কিমি		ঈদগাঁহ্	৭০ টি
উপজেলা	১ টি		ব্যাংক	৩ টি
ইউনিয়ন	৫ টি		পোস্ট অফিস	৫ টি
মৌজা	৫৮ টি		ক্লাব	২১ টি
গ্রাম	১৮০ টি		হাট বাজার	১৪ টি
পরিবার	২৯,৩৩৬ টি		কবরস্থান	৯২ টি
মোট জনসংখ্যা	১,৫৬,৩৮১		শ্মশান ঘাট	২৫ টি
পুরুষ	৭৮,১৭৫		মুরগির খামার	১৬০ টি
মহিলা	৭৮,২০৬		তাঁত শিল্প কারখানা	-
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৭৫		গভীর নলকূপ	১ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৭		অগভীর নলকূপ	২৮৭ টি
রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	-		হস্ত চালিত নলকূপ	১২৩৪ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১০		নদী	৬ টি
কলেজ	২		খাল	১১৫ টি
মাদ্রাসা (দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	৬		বিল	৩৭ টি
ব্র্যাক স্কুল	৫৫		হাওড়	২ টি
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	১৫		পুকুর	১৫০ টি
শিক্ষার হার	৩৫%		জলাশয়	৬৪৮ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	১৭		কাঁচা রাস্তা	২০৮.২১ কি.মি.
বাঁধ	৭০.৪ কি.মি (৩ টি)		পাকা রাস্তা	৯৩.৫১ কিমি
স্লুইচ গেট	২ টি (১ টি হাওরে)		এইচবিবি	১১.০১ কিমি
ব্রীজ	৪৪ টি		মোবাইল টাওয়ার	৮ টি
কালভার্ট	২১৬ টি		খেলার মাঠ	৪ টি
মসজিদ	২৫৯ টি		কৃষিজীবী	২৭,৫৭৩ জন
মন্দির	৬২ টি		মৎসজীবী	২৯৬১ জন
গীর্জা	১ টি			

উৎসঃ উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর ও জনসংখ্যা জরীপ, ২০১১

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় কোন কমিউনিটি রেডিও'র সম্প্রচার নেই।

সামাজিক মানচিত্র

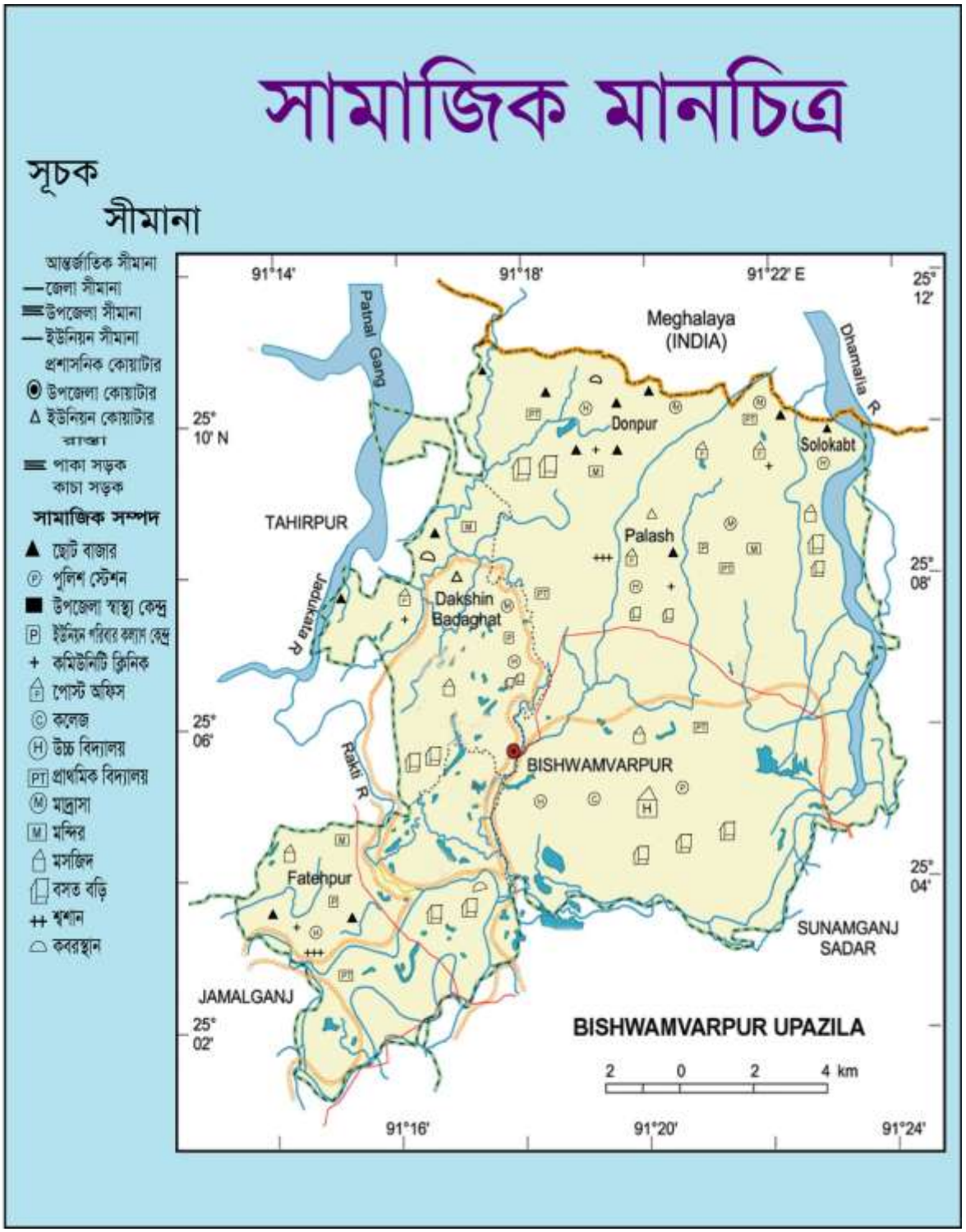
সামাজিক মানচিত্র
সূচক
সীমানা
আন্তর্জাতিক সীমানা
জেলা সীমানা
উপজেলা সীমানা
ইউনিয়ন সীমানা
প্রশাসনিক কোয়ার্টার
উপজেলা কোয়ার্টার
ইউনিয়ন কোয়ার্টার
রাস্তা
পাকা সড়ক
কাচা সড়ক
সামাজিক সম্পদ
ছোট বাজার
পুলিশ স্টেশন
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র
ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
কমিউনিটি ক্লিনিক
পোস্ট অফিস
কলেজ
উচ্চ বিদ্যালয়
প্রাথমিক বিদ্যালয়
মাদ্রাসা
মন্দির
মসজিদ
বসত বাড়ি
শ্মশান
কবরস্থান
91°14'
91°18'
91°22' E
25° 12'
25° 10' N
25° 08'
25° 06'
25° 04'
25° 02'
91°16'
91°20'
91°24'
Meghalaya (INDIA)
Patnai Gang
Dhamalia R
Jadukata R
Rakti R
Donpur
Solokabt
TAHIRPUR
Palash
Dakshin Badaghat
BISHWAMVARPUR
Fatehpur
SUNAMGANJ SADAR
JAMALGANJ
BISHWAMVARPUR UPAZILA
2 0 2 4 km

ঝুঁকির মানচিত্র

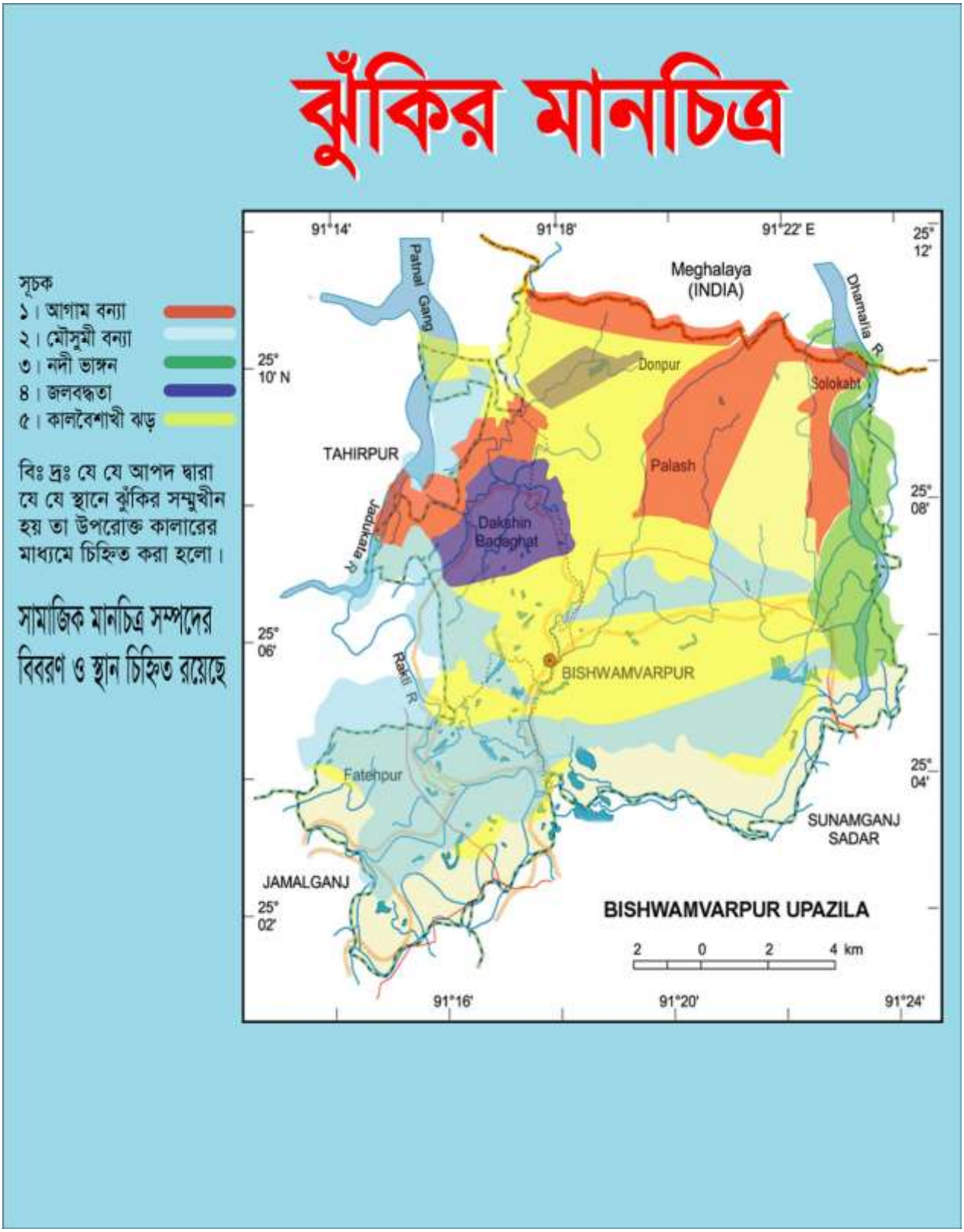
ঝুঁকির মানচিত্র
সূচক
১। আগাম বন্যা
২। মৌসুমী বন্যা
৩। নদী ভাঙ্গন
৪। জলবদ্ধতা
৫। কালবৈশাখী ঝড়
বিঃ দ্রঃ যে যে আপদ দ্বারা যে যে স্থানে ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা উপরোক্ত কালারের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হলো।
সামাজিক মানচিত্র সম্পদের বিবরণ ও স্থান চিহ্নিত রয়েছে
91°14'
91°18'
91°22' E
25° 12'
25° 10' N
25° 08'
25° 06'
25° 04'
25° 02'
91°16'
91°20'
91°24'
Meghalaya (INDIA)
Patnai Ganga
Dharmalia R.
Donpur
Solokabt
TAHIRPUR
Palash
Dakshin Badeghat
Jadukata R.
Rakti R.
BISHWAMVARPUR
Fatehpur
SUNAMGANJ SADAR
JAMALGANJ
BISHWAMVARPUR UPAZILA
2 0 2 4 km

নিরাপদ মানচিত্র

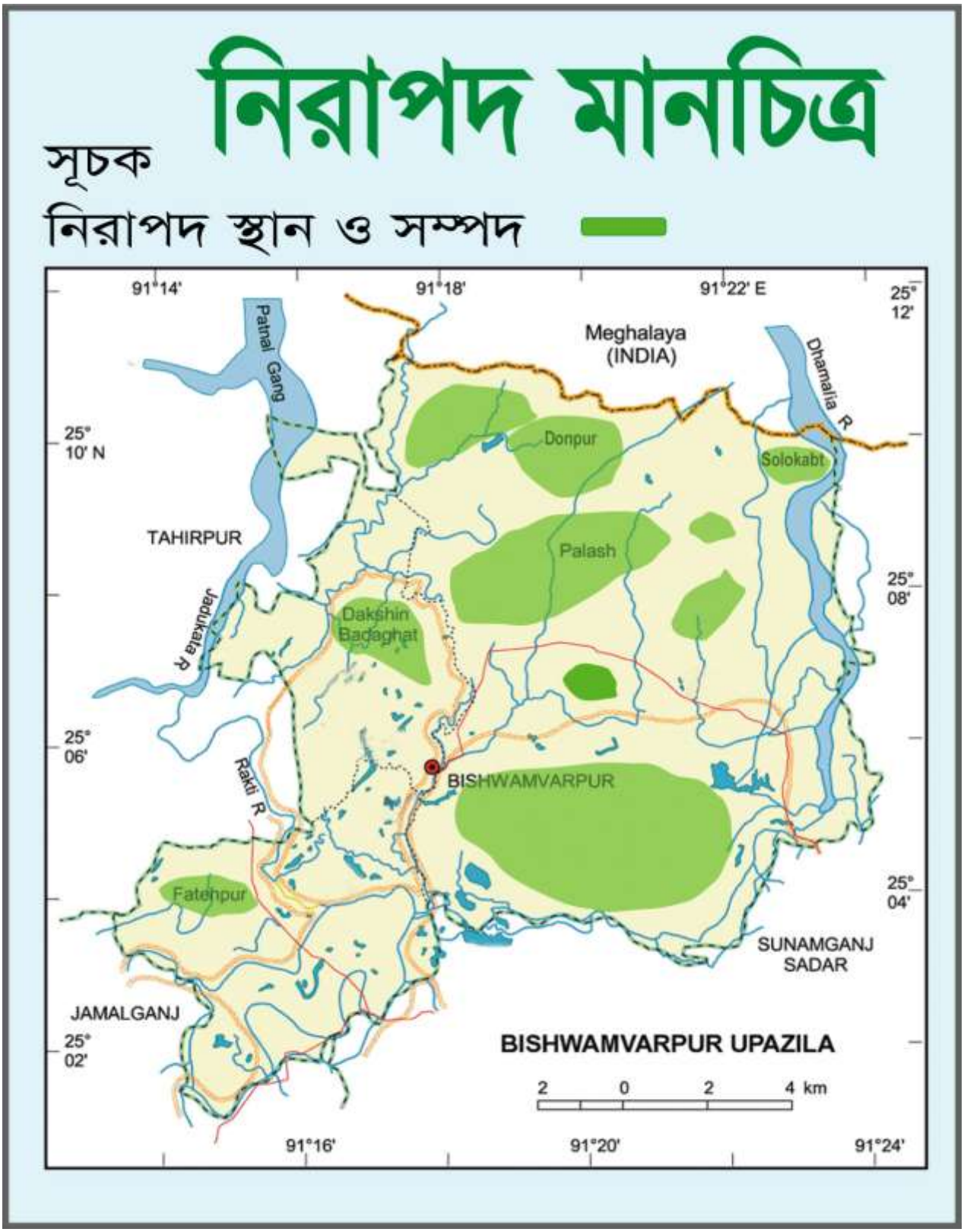
নিরাপদ মানচিত্র
সূচক
নিরাপদ স্থান ও সম্পদ
91°14'
91°18'
91°22' E
25° 12'
Meghalaya (INDIA)
Patnai Gang
Dhamalia R
25° 10' N
Donpur
Solokabt
TAHIRPUR
Palash
Jadukata R
Dakshin Badaghat
25° 08'
25° 06'
Rakti R
BISHWAMVARPUR
Fatehpur
25° 04'
SUNAMGANJ SADAR
JAMALGANJ
25° 02'
BISHWAMVARPUR UPAZILA
2 0 2 4 km
91°16'
91°20'
91°24'

সংযুক্তি ১০

হাট বাজারের তালিকা

ক্রমিক নং	হাট বাজারের নাম ও স্থান	সংখ্যা	কবে হাট বসে	দোকানের সংখ্যা	সমিতি ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ননা
১	ফতেপুর বাজার, ফতেপুর ইউনিয়ন	১ টি	বুধবার	১৭৫ টি	১ টি
২	দুলবারচর, ফতেপুর ইউনিয়ন	১ টি	শনিবার ও মঙ্গালবার	১৭৮ টি	১ টি
৩	ক্ষীরধরপুর, ফতেপুর ইউনিয়ন	১ টি	শুক্রবার ও মঙ্গালবার	১৭২ টি	১ টি
৪	শক্তিয়ারখলা, বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন	১ টি	বুধবার ও শনিবার	২০৫ টি	১ টি
৫	বসন্তপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন	১ টি	শুক্রবার ও সোমবার	১৭০ টি	১ টি
৬	ভাদেরটেক, সলুকাবাদ ইউনিয়ন	১ টি	শুক্রবার ও মঙ্গালবার	২১০ টি	১ টি
৭	বাগবের, সলুকাবাদ ইউনিয়ন	১ টি	রবিবার ও বৃহস্পতিবার	১৫০ টি	১ টি
৮	মথুরকান্দি, সলুকাবাদ ইউনিয়ন	১ টি	শুক্রবার ও মঙ্গালবার	১২০ টি	১ টি
৯	কাটাখালী, ধনপুর ইউনিয়ন	১ টি	শনিবার ও মঙ্গালবার	১৪৫ টি	১ টি
১০	পলাশ, পলাশ ইউনিয়ন	১ টি	শনিবার ও মঙ্গালবার	২৬০ টি	১ টি
১১	ধনপুর, ধনপুর ইউনিয়ন	১ টি	শুক্রবার ও সোমবার	২৫০ টি	১ টি
১২	চিনাকন্দি, ধনপুর ইউনিয়ন	১ টি	বুধবার	২৭০ টি	১ টি
১৩	শরীফগঞ্জ, ধনপুর ইউনিয়ন	১ টি	বৃহস্পতিবার ও রবিবার	১০০ টি	১ টি
১৪	আলীপুর , পলাশ ইউনিয়ন	১ টি	শনিবার ও বুধবার	৯৫ টি	১ টি
		১৪ টি		**২৫০০ টি**	**১৪ টি**

সংযুক্তি ১১

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের তালিকা, বিশ্বম্ভরপুর

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৯	৭	বিশ্বম্ভরপুর,	
২		ফুলভরি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৯	৪	ফুলভরি, ফতেপুর	হ্যাঁ
৩		জিরাগ তাহিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৮	৫	জিরাগ তাহিরপুর, ফতেপুর	
৪		কৌয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৪	৩	কৌয়া, ফতেপুর	
৫		ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৬	৪	নওয়াগাঁও, ফতেপুর	
৬		কলায়াক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৫	৪	কলায়াক, ফতেপুর	হ্যাঁ
৭		নয়া বারুংকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৭	৬	নয়া বারুংকা, ফতেপুর	
৮		রাজেন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৭	৬	রাজেন্দ্রপুর, ফতেপুর	
৯		অনন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৬	৩	অনন্তপুর, ফতেপুর	হ্যাঁ
১০		শাহাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৩	শাহাপুর, ফতেপুর	
১১		রঙ্গিয়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯১	৪	রঙ্গিয়ারচর, ফতেপুর	
১২		গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৫	৪	গোপালপুর, ফতেপুর	
১৩		বাহাদুরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৯	৩	বাহাদুরপুর, ফতেপুর	
১৪		পুরানগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৬	৬	পুরানগাঁও, বাদাঘাট দক্ষিণ	
১৫		জলিলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৭	৬	জলিলপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ	
১৬		বসন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯৫	৮	বসন্তপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ	
১৭		সিরাজপুর বাগগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৪	৬	সিরাজপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ	
১৮		আমরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৩৫	৭	আমরিয়া, বাদাঘাট দক্ষিণ	

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১৯		শক্তিয়ারখলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৩	৬	শক্তিয়ারখলা, বাদাঘাট দক্ষিণ	
২০		দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৯	৪	দুর্গাপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ	
২১		ভাটিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৫	৫	ভাটিপাড়া, বাদাঘাট দক্ষিণ	হ্যাঁ
২২		মুক্তিখলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৭	৭	মুক্তিখলা, পলাশ	
২৩		চানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬০	৫	চানপুর, ধনপুর	
২৪		দশঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১১	৬	দশঘর, ধনপুর	
২৫		কাটাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯২	৬	কাটাখালী, ধনপুর	
২৬		তরঙ্গীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৫	৪	তরঙ্গীয়া, ধনপুর	
২৭		ছাতারকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫৫	৭	ছাতারকোনা, ধনপুর	
২৮		ধনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮২	৭	ধনপুর	
২৯		চিনাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৮৫	৭	চিনাকান্দি, ধনপুর	
৩০		মাছিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬৫	৪	মাছিমপুর, ধনপুর	
৩১		গামাইরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৫	৭	গামাইরতলা, ধনপুর	
৩২		কাইতকোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫০	৬	কাইতকোনা, ধনপুর	
৩৩		মথুরকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৩১	৭	মথুরকান্দি, সলুকাবাদ	
৩৪		রতারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯০	৭	রতারগাঁও, সলুকাবাদ	
৩৫		রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৩	৫	রামপুর, সলুকাবাদ	
৩৬		ছয়হারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৮	৫	ছয়হারা, পলাশ	
৩৭		তালেরতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৮	৬	তালেরতল, পলাশ	
৩৮		মেরুয়াখলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৭	৬	মেরুয়াখলা, ধনপুর	
৩৯		মাঝাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১২	১০	মাঝাইর, পলাশ	
৪০		লালারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩২	৭	লালারগাঁও, পলাশ	

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
৪১		পদ্মনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭২	৫	পদ্মনগর, পলাশ	হ্যাঁ
৪২		প্যারীনগর, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৮	৫	প্যারীনগর, পলাশ	
৪৩		ভাদেরটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৬০	১০	ভাদেরটেক, সলুকাবাদ	
৪৪		শালমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৫	৪	শালমারা, ফতেপুর	
৪৫		ব্রজনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	৩	ব্রজনাথপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ	
৪৬		মৌয়াকুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৬	৪	মৌয়াকুড়া, ফতেপুর	
৪৭		জগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯১	৪	জগন্নাথপুর, সলুকাবাদ	
৪৮		চালবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০৬	৪	চালবন, সলুকাবাদ	
৪৯		ক্ষীরধরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯২	৪	ক্ষীরধরপুর, ফতেপুর	
৫০		বাঘবেড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৬০	৪	বাঘবেড়, সলুকাবাদ	
৫১		ওমরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৫	৪	ওমরপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ	
৫২		কেজাউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮২	৪	কেজাউড়া, ধনপুর	
৫৩		সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১২	৪	হালাবাদী, ধনপুর	
৫৪		খোদাদিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	৩	খোদাদিলা, ধনপুর	
৫৫		ধরেরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭২	৪	ধরেরপাড়, পলাশ	
৫৬		সংগ্রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৪	সংগ্রামপুর, ফতেপুর	
৫৭		চরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৯	৪	চরগাঁও. বাদাঘাট দক্ষিণ	
৫৮		আদুখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৪	৪	আদুখালী, পলাশ	
৫৯		পিরিজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৪	পিরিজপুর, ফতেপুর	হ্যাঁ
৬০		লক্ষ্মীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	৪	লক্ষ্মীপুর, ফতেপুর	
৬১		কৃষ্ণনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২১	৪	কৃষ্ণনগর, ফতেপুর	
৬২		লক্ষ্মীরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৭	৪	লক্ষ্মীরপাড়, ফতেপুর	

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
৬৩		কাচিরগাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬	৪	কাচিরগাতি, পলাশ	
৬৪		খঁলাচাঁনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৯	৪	খঁলাচাঁনপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ	হ্যাঁ
৬৫		মধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৪	মধুপুর, ফতেপুর	
৬৬		হরিপুর পাঁচহিস্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৯	৪	হরিপুর, ফতেপুর	
৬৭		আদাং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৬	৪	আদাং, ফতেপুর	
৬৮		কুটিপাড়া পাখিজান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৩	৪	কুটিপাড়া, পলাশ	
৬৯		উপজেলা সদর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৪	নতুনপাড়া, পলাশ	
৭০		ললিয়ারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬২	৪	ললিয়ারপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ	
৭১		ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৯	৪	ইসলামপুর, সলুকাবাদ	
৭২		গোলগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	৪	গোলগাঁও, সলুকাবাদ	
৭৩		ডলুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৪	ডলুরা, সলুকাবাদ	হ্যাঁ
৭৪		শিলডোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭২	৪	শিলডোয়ার, সলুকাবাদ	
৭৫		গন্ডামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪২	৪	গন্ডামারা, বাদাঘাট দক্ষিণ	
৭৬		জিনারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৫	৩	জিনারপুর, সলুকাবাদ	
৭৭		মনবেগ ছত্রিশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৬	৪	মনবেগ ছত্রিশ, বাদাঘাট দক্ষিণ	
	মোট	**৭৭**	**২০১৫৪**	**৩৭৬**		**৮**

বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের তালিকা, বিশ্বম্ভরপুর

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	বিশ্বম্ভরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	৮৬৬	১১	নতুনপাড়া, বিশ্বম্ভরপুর	হ্যাঁ
২		হাজী মজিদ উল্ল্যাহ উচ্চ বিদ্যালয়	৩৭৮	৯	ফতেপুর, ফতেপুর ইউনিয়ন	হ্যাঁ
৩		কাটাখালী উচ্চ বিদ্যালয়	৮০৬	৮	কাটাখালী, ধনপুর ইউনিয়ন	
৪		ধনপুর উচ্চ বিদ্যালয়	১৪৭০	১৪	ধনপুর বাজার, ধনপুর ইউনিয়ন	
৫		সাতগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	৩৩৭	৮	সাতগাঁও বাজার, ফতেপুর ইউনিয়ন	
৬		পলাশ উচ্চ বিদ্যালয়	১১৯২	১৪	পলাশ বাজার, পলাশ ইউনিয়ন	
৭		মুরারীচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়	২৩৩	৬	ফতেপুর ইউনিয়ন	
৮		রতারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়	১০৮৫	১২	রতারগাঁও, সলুকাবাদ ইউনিয়ন	
৯		শক্তিয়ারখলা উচ্চ বিদ্যালয়	৭৫৮	১০	শক্তিয়ারখলা, বাদাঘাট (দঃ) ইউনিয়ন	
১০		বিশ্বম্ভরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২৬৫	৬	মুক্তিখলা, পলাশ ইউনিয়ন	
	মোট	**১০**	**৭৩৯০**	**৯৮**		**২**

বেসরকারী দাখিল মাদ্রাসাসমূহের তালিকা, বিশ্বম্ভরপুর

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	বেসরকারি দাখিল মাদ্রাসা	মেরুয়াখলা ফাজিল মাদ্রাসা	৭৪৫	১৭	মেরুয়াখলা, ধনপুর ইউনিয়ন	
২		কাপনা জালালিয়া দাখিল মাদ্রাসা	৩৮৭	১১	কাপনা, সলুকাবাদ ইউনিয়ন	
৩		দিঘিরপাড় দাখিল মাদ্রাসা	৬৬৪	১৩	দিঘিরপাড়, পলাশ ইউনিয়ন	
৪		মাছিমপুর দাখিল মাদ্রাসা	৩১৫	১৩	মাছিমপুর, ধনপুর ইউনিয়ন	
৫		গাজীরগাঁও দাখিল মাদ্রাসা	৩৭৯	১৩	গাজীরগাঁও, পলাশ ইউনিয়ন	
৬		ভাদেরটেক দাখিল মাদ্রাসা	৪৩৯	১৫	ভাদেরটেক, সলুকাবাদ ইউনিয়ন	
	মোট	**৬**	**২৯২৯**	**৮২**		

বেসরকারী কলেজসমূহের তালিকা, বিশ্বম্ভরপুর

ক্রঃ নং	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজ	নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
১	বেসরকারি কলেজ	দিগেন্দ্র বর্মন ডিগ্রী কলেজ	১০৪০	২১	পুরান মুক্তিরখলা, পলাশ ইউনিয়ন	
২		হাজেরা মুসলিম টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ	১১৫	৫	পলাশ বাজার, পলাশ ইউনিয়ন	
	মোট	**২**	**১১৫৫**	**২৬**		

সংযুক্তি ১২

স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের তালিকা

ক্রমিক নং	স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	অবস্থান	সংখ্যা	কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা		
				চিকিৎসক	নার্স	সার্ভিস স্টাফ
১	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	মুক্তিরখলা, পলাশ ইউনিয়ন	১ টি	২ জন	৮ জন	৫ জন
২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	পলাশ বাজার, পলাশ ইউনিয়ন	১ টি	৩ জন	-	২ জন
৩	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	শক্তিয়ারখলা, বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন	১ টি	৩ জন	-	২ জন
৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র	ফতেপুর বাজার, ফতেপুর ইউনিয়ন	১ টি	৩ জন	-	২ জন
৫	কমিউনিটি ক্লিনিক	কাচিরগাতি, পলাশ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৬	কমিউনিটি ক্লিনিক	জনতা বাজার, পলাশ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৭	কমিউনিটি ক্লিনিক	তালেরতল, পলাশ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৮	কমিউনিটি ক্লিনিক	মুজিব বাজার, ধনপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
৯	কমিউনিটি ক্লিনিক	কাটাখালী, ধনপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১০	কমিউনিটি ক্লিনিক	হালাবাদী, ধনপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১১	কমিউনিটি ক্লিনিক	চিনাকান্দি, ধনপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১২	কমিউনিটি ক্লিনিক	মাছিমপুর, ধনপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৩	কমিউনিটি ক্লিনিক	ভাদেরটেক, সলুকাবাদ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৪	কমিউনিটি ক্লিনিক	মাঝেরটেক, সলুকাবাদ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৫	কমিউনিটি ক্লিনিক	মথুরকান্দি, সলুকাবাদ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৬	কমিউনিটি ক্লিনিক	মৌয়াকুড়া, সলুকাবাদ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৭	কমিউনিটি ক্লিনিক	বসন্তপুর, বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৮	কমিউনিটি ক্লিনিক	মিয়ারচর, বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
১৯	কমিউনিটি ক্লিনিক	গোপালপুর, ফতেপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
২০	কমিউনিটি ক্লিনিক	কলাইয়া, ফতেপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
২১	কমিউনিটি ক্লিনিক	বসন্তপুর, ফতেপুর ইউনিয়ন	১ টি	১ জন	-	-
	মোট	**২১ টি**	**২১ টি**	**২৮ জন**	**৮ জন**	**১১ জন**

সংযুক্তি ১৩

বিলের তালিকা

বিশ্বম্ভরপুরে মোট ৩৭ টি বিল রয়েছে। এর মধ্যে ২০ একরের উর্ধ্বে ৯ টি বিল, ২০ একরের নীচে ২৮ টি বিল রয়েছে।

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	তিনবিলা বিল	ব্যবহৃত হচ্ছে	সবগুলো বিলে পর্যাপ্ত পানি থাকায় অধিক মাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। মৎস্য আহরণ করে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পানি দিয়ে হাওরের ধানক্ষেতে সেচ দেয়া হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পুষ্টির চাহিদা পুরণ হচ্ছে। এছাড়া বিলগুলো বিভিন্ন প্রকার পাখির বিচরণক্ষেত্র।	২০ একরের উর্ধ্বে
২.	খানি বিল			ঐ
৩.	জামেরতলা বিল			ঐ
৪.	সোনাতলা কাইক্কার দাইড় বিল			ঐ
৫.	আবুয়া নদী প্রঃ নাইন্দা নদী			ঐ
৬.	বিল কল্যাণী প্রঃ আঙ্গারুলী			ঐ
৭.	গন্ডামারা গুপ			ঐ
৮.	রুপসা নদী			ঐ
৯.	নাইন্দা কৃপা নদী			ঐ
১০.	ঘটঘটিয়া নদী			২০ একরের নীচে
১১.	চাতল মহিশকুড়ি বিলগুপ ফিসারী			ঐ
১২.	গজাইড়া হাওড় সিঙ্গিরদাইড়			ঐ
১৩.	চিতালিয়া বিলগুপ ফিসারী			ঐ
১৪.	লম্বাবিল গুপ ফিসারী			ঐ
১৫.	লম্বাবিল টিআর বিলগুল বিল			ঐ
১৬.	সুদাসখালী নদী			ঐ
১৭.	শ্রীধরপুরের জ্বালা বিশ্রাডুবি			ঐ

ক্র/নং	বিলের নাম	ব্যবহার	উপকারিতা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৮.	প্রসাদিয়া ডুবা			২০ একরের নীচে
১৯.	মনকারের কুড়ি ডুবা			ঐ
২০.	হারুয়া ডুবা			ঐ
২১.	তিলবিনা বিল			ঐ
২২.	কদুয়া বিল			ঐ
২৩.	ডুমপুরের ডুবা ও কেল্লারগুপ			ঐ
২৪.	মহিষপুরার বিল			ঐ
২৫.	মরা নদী ও খাড়া			ঐ
২৬.	আলমা ডহর বিল			ঐ
২৭.	রামেশ্বরপুরের বিলপুরী ও ঠাকুরদাড়া			ঐ
২৮.	চাতল বিল			ঐ
২৯.	কাড়াবউরা বিল			ঐ
৩০.	কুড়ি বিল			ঐ
৩১.	কালিনাথ শ্যামের ডুবা			ঐ
৩২.	আলিপুরের খাল			ঐ
৩৩.	শিংধার ঘাটিয়ার বিল			ঐ
৩৪.	সোনার হাওড় গুপ ফিসারী			ঐ
৩৫.	শাহপুরের গাংগুপ ফিসারী			ঐ
৩৬.	সাঁঝের কিতা			ঐ
৩৭.	কলায়া ডাকবন্দ			ঐ

সংযুক্তি ১৪

পেশাজীবী সমবায় সমিতির তালিকা, বিশ্বম্ভরপুর

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	মন্তব্য
১	কাটাখালী একতা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১২৪০ ১৯-৭-২০০৯	গ্রামঃ কাটাখালী পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২	অনন্তপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৪৯৪ ১৯/০৭/২০০৯	গ্রামঃ অনন্তপুর, পোঃ বেহেলী বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩	উত্তর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৫০৩ ১৪/০৩/২০১০	গ্রামঃ ব্রজনাথপুর পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৪	রাজ নগর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৬৮৭ ০৭/০৩/২০১১	গ্রামঃ রাজনগর পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫	ছাতারকোনা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৩৭০ ১৭/০৯/২০০৯	গ্রামঃ ছাতারকোনা, পোঃ চিনাকান্দি বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৬	বসন্তপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৫৫৩ ২৪-৫-২০১০	গ্রামঃ বসন্তপুর, পোঃ বেহেলী বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৭	দুর্গাপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	৭৪২ ০৭-০৪১৯৭২	গ্রামঃ দুর্গাপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৮	লক্ষীপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৫১৫ ২১-০৩-২০১০	গ্রামঃ লক্ষীপুর পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৯	দঃ কাটাখালী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১২৩৭ ১৬-০৭২০০৯	গ্রামঃ কাটাখালী, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
১০	খলাচানপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৩৯৪ ০১-১১-২০০৯	গ্রামঃ খলাচানপুর, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
১১	বসন্তপুর গন্ডামারা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৫০২ ২৪-০৩২০১০	গ্রামঃ বসন্তপুর, পোঃ বাদাঘাট বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
১২	উদয়ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৬৩১ ০৪-০১-২০১১	গ্রামঃ প্যারিনগর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
১৩	ঘাগটিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	৭৯ ২৬-০৫-২০০৯	গ্রামঃ ঘাগটিয়া, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
১৪	উঃবাহাদুরপুর তিথী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১২৫৬ ২৬-০৭২০০৯	গ্রামঃ বাহাদুরপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
১৫	শাহাপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৪৭৬ ২৮-০২-২০১০	গ্রামঃ শাহাপুর, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
১৬	ফুলভরি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৪০৩ ১৫-১১-২০০৯	গ্রামঃ ফুলভরি, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
১৭	ওমরপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১২৭২ ০৬-০৮-২০০৯	গ্রামঃ ওমরপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
১৮	গাজীরগাঁও শাপলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	৫৬ ১২-০৪-২০০৯	গ্রামঃ গাজীরগাঁও, পোঃ রতারগাঁও বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
১৯	ব্রজনাথপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৩১৬ ২৫-০৮-২০০৯	গ্রামঃ ব্রজনাথপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২০	নয়াবারংকা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	৭৫ ১৪-০৫-২০১২	গ্রামঃ নয়াবারংকা, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২১	দঃবাহাদুরপুর রূপালী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১০৮/১৩(সুনাম) ১১-০৯-২০১৩	গ্রামঃ বাহাদুরপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২২	ফতেপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১২৫/১৩(সুনাম) ৩০-১২-২০১৩	গ্রামঃ ফতেপুর, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২৩	দঃ ব্রজনাথপুর এসসিবআরএমপি	৯/১৪(সুনাম)	গ্রামঃ ব্রজনাথপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর	

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	মন্তব্য
	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	০৫-০২-২০১৪	বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২৪	পঃ খলাচানপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	২০/১৪ ০৪-০৩-২০১৪	গ্রামঃ খলাচানপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২৫	দুর্গাপুর হিন্দুহাটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড	২৪/১৪ ০৫-০৩-২০১৪	গ্রামঃ দুর্গাপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২৬	মায়ের আচল মাল্টিঃ কোঃ সোসাইটি লিঃ	১৫৬৮ ১৩-০৭-২০১০	গ্রামঃ মথুরকান্দি, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২৭	রাজানগর বহুমূখী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৬৯৩ ১৬-০৩-২০১১	গ্রামঃ রাজনগর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২৮	বিশ্বম্ভরপুর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সমবায় সমিতি লিমিটেড	০৭৫/১২(সুনাম) ১২-০৫-২০১১	গ্রামঃ কাশীপুর, পোঃ রতারগাঁও বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
২৯	সেবা মাল্টিঃ কোঃ সোসাইটি সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৭১৫ ১২-০৫-২০১১	গ্রামঃ মল্লিকপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩০	সলুকাবাদ শ্রমিক বহুমূখী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১০৩ ২৯-১১-২০০৬	গ্রামঃ সলুকাবাদ, পোঃ রতারগাঁও বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩১	বসন্তপুর বাজার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১০ ০৩-০৯-২০০৭	গ্রামঃ বসন্তপুর, পোঃ বাদাঘাট বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩২	ফতেপুর আবুয়া নদীঘাট বালি পাথর সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৫৩৯ ০৮-০৪-২০১০	গ্রামঃ ফতেপুর, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩৩	মিয়ারচর যাদুকাটা বালি পাথর সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৫৪০ ০৮-০৪-১০	গ্রামঃ মিয়ারচর, পোঃ বাদাঘাট বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩৪	দোয়েল সঞ্চয় ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড	০৬১-১৩(সুনাম) ০৮-০৫-২০১৩	গ্রামঃ নতুনপাড়া, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩৫	একতা ইসলামী সমবায় সমিতি লিমিটেড	০৭৫-১৩(সুনাম) ১৮-০৬-২০১৩	গ্রামঃ মনিপুরী হাটি, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩৬	মেঘালয় সমবায় সমিতি লিমিটেড	১০২-১৩(সুনাম) ০১-০৮-২০১৩	গ্রামঃ মুক্তিখলা, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩৭	মাছরাঙ্গা সমবায় সমিতি লিমিটেড	১০৫-১৩(সুনাম) ২৬-০৮-২০১৩	গ্রামঃ সাতগাঁও, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩৮	ইনসাফ বহুমূখী সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৫৫৪ ২৪-০৫-২০১০	গ্রামঃ শক্তিয়ারখলা, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৩৯	উত্তর সোনাপাড়া সমবায় সমিতি লিমিটেড	১১৫-১৩(সুনাম) ১২-১১-২০১৩	গ্রামঃ সোনাপাড়া, পোঃ রতারগাঁও বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৪০	শিরডুয়ারা আই সি এম কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড	৬০-৯০ ২৪-০৪-২০০৯	গ্রামঃ শিরডুয়ারা, পোঃ চিনাকান্দি বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৪১	গোল্ডফিস যুব সমবায় সমিতি লিমিটেড	১২৪ ২৪-০২-২০০৫	গ্রামঃ বাহাদুরপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৪২	সুজন যুব ও যুব মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড	৪৭ ২৫-০৮-২০০৪	গ্রামঃ মুক্তিখলা, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	মন্তব্য
৪৩	মুক্তিখলা একতা সমবায় সমিতি লিমিটেড	৪৬৬ ২৬-০৪-২০০১	গ্রামঃ মুক্তিখলা, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৪৪	জাগরন যুব সমবায় সমিতি লিমিটেড	০৫২-১৩(সুনাম) ১০-০৪-২০১৩	গ্রামঃ বসন্তপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৪৫	শক্তিয়ারখলা শ্রীদুগা যুব সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৬৫১ ১০-০২-২০১১	গ্রামঃ শক্তিয়ারখলা, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৪৬	কারেন্টের বাজার বন্ধন সমবায় সমিতি লিমিটেড	০৮৫-১২(সুনাম) ০৮-০৭-২০১২	গ্রামঃ কাচিরগাতি, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৪৭	সানরাইজ যুব সমবায় সমিতি লিমিটেড	০৮৪-১২(সুনাম) ০৮-০৭-২০১২	গ্রামঃ শাহাপুর, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৪৮	ভাই ভাই সমবায় সমিতি লিমিটেড	৬২-১২(সুনাম) ১৩-০৩-২০১২	গ্রামঃ নতুনপাড়া, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৪৯	গামাইরতলা সমবায় সমিতি লিমিটেড	০৮৭-১২(সুনাম) ০৮-০৭-২০১২	গ্রামঃ গামাইরতলা, পোঃ চিনাকান্দি বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫০	ফতেপুর ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিমিটেড	৪৭ ১০-১০-১৯৬৮	গ্রামঃ শাহাপুর, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫১	পলাশ ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি লিমিটেড	৭৫ ০৪-০৯-১৯৫৮	গ্রামঃ মাঝাইর, পোঃ মেরুয়াখলা বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫২	শক্তিয়ারখলা কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড	২০৯৭ ০৯-০৪-১৯৮২	গ্রামঃ শক্তিয়ারখলা, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫৩	বসন্তপুর সঃসঃলিঃ	২২৫৬ ০৩-০৯-১৯৮২	গ্রামঃ বসন্তপুর, পোঃ বেহেলী বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫৪	দুলভারচর সমবায় সমিতি লিমিটেড	৪০৫ ২৪-০১-১৯৭৩	গ্রামঃ দুলভারচর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫৫	সংগ্রামপুর -২ সমবায় সমিতি লিমিটেড	৭১৫ ০৬-১২-১৯৬৮	গ্রামঃ সংগ্রামপুর, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫৬	সিরাজপুর সমবায় সমিতি লিমিটেড	৮২১‘ ০৭-১২-১৯৬৮	গ্রামঃ সিরাজপুর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫৭	সংগ্রামপুর ১ সমবায় সমিতি লিমিটেড	৪০৯ ১৪-১২-১৯৬৮	গ্রামঃ সংগ্রামপুর, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫৮	সোনার হাওড় সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৮৭৫ ২৮-১১-১৯৬৯	গ্রামঃ ফুলভরি, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৫৯	ছনকিত্তা সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৩৫১ ১০-১০-১৯৬৯	গ্রামঃ ঘাগটিয়া, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৬০	সিমেরকিত্তা কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড	৩৫৩ ০৩-১২-১৯৭০	গ্রামঃ মশালঘাট, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৬১	নয়াকিত্তা সমবায় সমিতি লিমিটেড	২৪২ ১২-১১-১৯৭০	গ্রামঃ ফুলভরি, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	নিবন্ধন নং ও তারিখ	সমিতির ঠিকানা	মন্তব্য
৬২	আলমডহর সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৪৬ ০৫-১২-১৯৭০	গ্রামঃ আলমডহর, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৬৩	গাজিরগাঁও সমবায় সমিতি লিমিটেড	১১১৪ ৩০-১০-১৯৭২	গ্রামঃ গাজিরগাঁও, পোঃ রতারগাঁও বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৬৪	ভবানীপুর সমবায় সমিতি লিমিটেড	৬১৮ ০২-০৩-১৯৭২	গ্রামঃ কলাইয়া, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৬৫	ভাদেরটেক সমবায় সমিতি লিমিটেড	২৫৩৯ ০৫-০২-১৯৭৬	গ্রামঃ ভাদেরটেক, পোঃ রতারগাঁও বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৬৬	হরিপুর ২ সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৪৭৮ ২৪-০১-১৯৭৬	গ্রামঃ হরিপুর, পোঃ ফতেপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৬৭	বড়কান্দা সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৪৩৭ ১৩-০১-১৯৮৭	গ্রামঃ কৌয়া, পোঃ বিশ্বম্ভরপুর বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	
৬৮	মধুপুর সমবায় সমিতি লিমিটেড	২১১৯ ০৬-০৫-১৯৮২	গ্রামঃ মধুপুর, পোঃ বাদাঘাট বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	

সংযুক্তি ১৫

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার জনপ্রতিধিদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ হারুনূর রশিদ	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭১৩৮১৫৫৫৩
২	মোঃ সুলেমান তালুকদার	ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭৩৫৮৭৯০০৬
৩	মোছাঃ আয়েশা আক্তার	মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর	০১৭৫৮৭৫৮৭৭৬
৪	মোঃ শামছুজ্জামান শাহা	চেয়ারম্যান, ফতেহপুর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৬২০৪৬৬৩
৫	মোঃ সুলেমান মিয়া	চেয়ারম্যান, পলাশ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৬৪৬৬৯৬০
৬	মোছাঃ তানজিনা মাহজেবিন	চেয়ারম্যান, সুলেকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ	০১৯৩২০০৯২৪৪
৭	মোঃ ছবাব মিয়া	চেয়ারম্যান, দক্ষিণ বাদাঘাট ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১২৫৬৮২৩৪
৮	মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ	চেয়ারম্যান, ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ	০১৭১৩৮১৫৫৫৩

সংযুক্তি ১৬

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ওয়ার্ডভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা

ক্রমিক নং	ওয়ার্ড নম্বর	পলাশ ইউনিয়ন		সলুকাবাদ ইউনিয়ন		ধনপুর ইউনিয়ন		বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়ন		ফতেপুর ইউনিয়ন		মন্তব্য
		মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	মোট কৃষকের সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	
১.	১ নং ওয়ার্ড	৮৬৬	৬৪৯	৪৩১	২৮৪	৭৫৯	৫৩১	৫৩৭	৩৭৬	৫৭৭	৪৬১	
২.	২ নং ওয়ার্ড	৭৯৮	৫৫৯	৪২৫	২৯৮	৮৫০	৫৫২	৪৩২	২৫৯	৪৭৭	৩৫৮	
৩.	৩ নং ওয়ার্ড	৬৩৯	৪১৫	৪৫৪	২৪৯	৭৪০	৫৪০	৪১২	২৮৮	৬৭০	৫৪৯	
৪.	৪ নং ওয়ার্ড	৯৩২	৫৬৯	৫২০	৩১৮	৯২০	৬৯১	৪৫৫	৩৪২	৫৯০	৪৩১	
৫.	৫ নং ওয়ার্ড	৭৫৫	৪১৫	৪০১	২৫২	৮৪০	৫৭২	৪৬৮	৩০৫	৪৮৫	৪৬৪	
৬.	৬ নং ওয়ার্ড	৭১১	৪০৫	৩৯৯	২৫৯	৭৭০	৪৬২	৩৭৯	২৬৪	৫৮৭	৪৪৬	
৭.	৭ নং ওয়ার্ড	৭৭০	৪২৪	৪০৩	২৮৩	১০২০	৭২৪	৪০২	২৯৪	৫৯৫	৪৭৬	
৮.	৮ নং ওয়ার্ড	৭০৫	৪৯৪	৪৩৯	২৫৪	৯৮৮	৫৯২	৩৫৫	২৪২	৬০৫	৩৯৯	
৯.	৯ নং ওয়ার্ড	৫৫৮	৪১৯	৪০২	২৬২	৯৭১	৭২৮	৩৮০	২৭৩	৬০১	৪২১	
	মোট	**৬৮৩৪**	**৪৪৪৯**	**৩৮৭৪**	**২৪৫৯**	**৭৮৫৮**	**৫৩৯২**	**৩৮২০**	**২৬৪৪**	**৫১৮৭**	**৪০০৫**	

তথ্যের উৎসঃ উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ (ইউনিয়নভিত্তিক), বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

বিশ্বম্ভরপুরে ভার্ড-এর উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ রোজ বুধবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিশ্বম্ভরপুর-এর অংশগ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ তফাজ্জল হোসেন, উপজেলা চেয়ারম্যান, বিশ্বম্ভরপুর এবং মূখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। কর্মশালায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৩৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জনাব সমীর রঞ্জন বড়াল, সহকারি পরিচালক (এফও), ভার্ড, তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া, তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের কার্যকরী অংশগ্রহণের ফলে কর্মশালা প্রাঞ্জল ও প্রণবন্ত হয়ে ওঠে। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উম্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তারা তাদের মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যা সুনামগঞ্জের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। কর্মশালায় তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মতামত পাওয়া যায় যা নিম্নরূপঃ

- ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্ট দিয়ে মেঘালয়ের পাহাড়ি ঢলের ফলে মূলতঃ বিশ্বম্ভরপুরে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। তখন করচা, হালির ও আঙ্গারুলীর হাওরের বোরো ফসল রক্ষার জন্য বাঁধগুলোর খোলা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে ঐ এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং ফসল নষ্ট হয়। এজন্য স্লুইচ গেটের মাধ্যমে পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলা হাওর অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে প্রতিবছর নৌকাডুবি ও বজ্রপাতে অনেক মানুষ মারা যায়। এজন্য এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করা প্রয়োজন।
- ডলুরার চলতি নদী এবং মিছাখালী পয়েন্টে বিশেষভাবে মিয়ার চরে অবাধে বোমা মেশিন দিয়ে পাথর ও বালি উত্তোলনের ফলে ঐ এলাকায় নদী ভাঙ্গন বেড়ে চলেছে। তাই পাথর ও বালি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ ও ব্লকের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন রোধ করা যেতে পারে।

কর্মশালার সভাপতি জনাব মোঃ তফাজ্জল হোসেন, উপজেলা চেয়ারম্যান, বিশ্বম্ভরপুর, তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্রণয়ন করায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ভার্ড ও সিডিএমপি'কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইহা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীঃ

মোঃ ফজলুল হক
মাস্টার ট্রেইনার
ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড
তারিখঃ ১২/০২/২০১৪

আলোকিত বাংলাদেশ

শুক্রবার | ২ ফাল্গুন ১৪২০ | ১৩ রবিউস সানি ১৪৩৫ হিজরি | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিশ্বম্ভরপুরে দুর্যোগ বিষয়ক কর্মশালা

কেয়ারের উদ্যোগে কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের (সিডিএমপি-২) আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় বুধবার সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নবিষয়ক কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ ফজলুল হোসেন।

কর্মশালায় মুখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন কেয়ারের ডিএম প্ল্যান প্রজেক্টের মাস্টার ফ্যাসিলিটেটর ফজলুল হক। কর্মশালায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৩৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

THE BANGLADESH TODAY

UNITING PEOPLE EVERYDAY

FRIDAY, DHAKA, FEBRUARY 14, 2014, FALGUN 2, 1420 BS, RABI-US-SANI 13, 1435 HIJRI

Workshop on Disaster Management Planning held at Bishwamvorpur Upazila

SUNAMGANJ : A non-government organization VARD organized a workshop on Disaster Management Planning on Wednesday at Bishwamvorpur upazila of the district in participation with Upazila Disaster Management Committee (UpDMC), says a press release. Md. Tofazzal Hossain, the Upazila Chairman, Bishwamvorpur, presided over the workshop. Md. Fazlul Hoque, Master Facilitator of VARD-DM Plan Project facilitated the workshop. A total of 33 participants of Bishwamvorpur UpDMC were present on the occasion.

In his greeting speech, Samir Ranjan Baral Assistant Director (Field Operation), VARD, congratulated all the guests presented at the meeting. He explained goal and objectives of DM Plan Project and of the workshop as well.

The disaster management planning session is conducted by Md. Fazlul Hoque, Master Facilitator of VARD-DM Plan Project. The session becomes lively as well as exuberant resulting in active participation of UpDMC members. Disaster management plan format is filled up based on the opinion of the participants.

দৈনিক সময়ের সাহসী কণ্ঠ
সুনামগঞ্জ প্রতিদিন
সুনামগঞ্জ প্রতিদিন, বর্ষ ০১, সংখ্যা ১৩৪, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ খ্রিঃ, ০১ ফাল্গুন, ১৪২০ বাংলা, ১২ রবিউস সানি, বৃহস্পতিবার পৃষ্ঠা ৪, মূল্য ৩ টাকা

বিশ্বম্ভরপুরে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা

প্রতিদিন প্রতিবেদক

নদীভাঙ্গন, ঝড়, অতিবৃষ্টি, অকালবন্যা, শিলাবৃষ্টি সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে হাওরাঞ্চলকে রক্ষা করতে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ্যাডভোকেসী সভা করল উপজেলা ত্রাণ ও দূর্যোগ বিষয়ক অফিস। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কনফারেন্স রুমে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক উক্ত কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান মো.তফাজ্জল হোসেন এর সভাপতিত্বে (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্বম্ভরপুরে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

১২ ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নে উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তথ্যমতে, ৫টি ইউনিয়নের সমষ্টি হাওরাঞ্চল অধ্যুসিত বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার জনসংখ্যা ১,৫৬,৩৮১জন এর ৬৫% কৃষিজীবি,২৫% মৎস্যজীবি ও ১০% অন্যান্য পেশাজীবির মানুষ বসবাস করে। পুরুষ -৭৮১৭৫ জন এবং মহিলা - ৭৮২০৬ জন বসবাসকারীর প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কবলে পড়ছেন। পাহাড়ী ঢলে প্রতিবছরেই ক্ষতি হচ্ছে ফসলের মাঠ। অকাল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মৎস্য শিল্প। সার্বিক দিকে অত্যন্ত দূর্যোগ প্রবন এলাকা হিসেবে বিশ্বম্ভরপুরকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ত্রান ও দূর্যোগ মন্ত্রণালয়, উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ, জনপ্রতিনিধি, সেচ্ছাসেবী, এনজিও সংস্থার সার্বিক প্রচেষ্টায়ই দূর্যোগ মোকাবেলা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সেবা সুষ্ঠোভাবে পরিচালনা করা সম্ভব বলে মতামত ব্যক্তকরেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মোঃ মানিক মিয়া, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আবছার,সমবায় কর্মকর্তা মোঃ গাজিউর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ছরোয়ার আলম, বাদাঘাট (দঃ)ইউপি চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট ছবাব মিয়া প্রমূখ।

সর্বাধিক প্রচারিত সুনামগঞ্জ জেলার একমাত্র নিয়মিত সাপ্তাহিক
সুনামকণ্ঠ
মঙ্গলবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ০৬ ফাল্গুন ১৪২০, ১৭ রবিউস সানি ১৪৩৫

কর্মশালা উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ -সুনামকণ্ঠ

বিশ্বম্ভরপুরে ভার্ডের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার ::

ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্পিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় গত ১২ ফেব্রুয়ারি বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিশ্বম্ভরপুর-এর অংশগ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা চেয়ারম্যান পৃ. ৩ কলাম ৬

বিশ্বম্ভরপুরে ভার্ডের

মো. তফাজ্জল হোসেন। কর্মশালায় মুখ্য সহায়কের ভূমিকায় ছিলেন প্রজেক্ট ফ্যাসিলিটেটর মো. ফজলুল হক। ভার্ডের সহকারি পরিচালক (এফও) সমীর রঞ্জন বড়াল স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া, তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং কর্মশালার লক্ষ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মো. ফজলুল হক। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের কার্যকরী অংশগ্রহণের ফলে কর্মশালা প্রাণবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তারা তাদের মতামতের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যা সুনামগঞ্জের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। কর্মশালায় তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সুপারিশ পাওয়া যায়। কর্মশালায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৩৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বম্ভরপুরে ভার্ড-এর উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

ভার্ড-এর উদ্যোগে কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)-এর আর্থিক সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় ২৮ মে, ২০১৪ রোজ বুধবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিশ্বম্ভরপুর-এর অংশগ্রহণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ এবং মূখ্য সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। সভায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট ৩৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জনাব সমীর রঞ্জন বড়াল, সহকারি পরিচালক (এফও), ভার্ড, তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এছাড়া, তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প এবং সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন মোঃ ফজলুল হক, মাস্টার ট্রেইনার, ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের কার্যকরী মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। উম্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

সভায় সভাপতি জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ, তার সমাপনী বক্তব্যে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, ভার্ড ও সিডিএমপি'কে ধন্যবাদ জানান এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইহা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীঃ

মোঃ ফজলুল হক
মাস্টার ট্রেইনার
ডিএম প্ল্যান প্রজেক্ট, ভার্ড
তারিখঃ ২৮/০৫/২০১৪

উত্তরপূর্ব

বৃহস্পতিবার, ২৯ মে ২০১৪, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, ২৯ রজব ১৪৩৫, রেজি. নং চ ৫৪৩, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৬২

বিশ্বম্ভরপুরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা

বিশ্বম্ভরপুর প্রতিনিধি

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে বুধবার ভলান্টারী এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ভার্ডের আয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের সভাপতিত্বে মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন ভার্ড সিএমজিআরআর প্রজেক্ট ম্যানেজার মো. ফজলুল হক, সহযোগিতা করেন সহকারী পরিচালক সমি রঞ্জন বরাল।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন- মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছা. আয়েশা আক্তার, বালামাটি (দং) ইউপি চেয়ারম্যান অ্যাড. হুবাব মিয়া, উপজেলা প্রকৌশলী মো. আব্দুল হাই, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মানিক মিয়া, মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাজ্জাদুর রহমান সাজু প্রমুখ সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে উপজেলার দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

২ সুনামকণ্ঠ

সুনামগঞ্জ, মঙ্গলবার, ০৩ জুন ২০১৪, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১, [illegible]

বিশ্বম্ভরপুরে ভার্ডের উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অবহিতকরণ সভা

[illegible]

বিশ্বম্ভরপুরে ভার্ডের

[illegible]

[The Bangladesh Today]

বাংলা সংস্করণ

June 4, 2014

Meeting on disaster management planning validation held

VARD organized disaster management planning validation meeting at the hall room of Bishwamvarpur Upazila on 28th May, says a press release. Upazila Nirbahi Officer (UNO) Mohammad Abdullah Al Mahmud presided over the meeting while Master trainer of DM plan project Fazlul Hoque facilitated the programme. Assistant Director (FO) of VARD Samir Ranjan Baral delivered the welcome address. He discussed the about the purpose of the meeting. The plan of disaster management was finalized by the effective opinions of the members of Upazila disaster management committee. Representatives from different Government and Non-Government organizations shared their experiences in the meeting. VARD is implementing disaster management project with the financial assistance of Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP-2).

সমন্বয়ে

VARD ভলান্টারী এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)

বাড়ি নং – ৫৫৪ (৪র্থ ও ৬ষ্ট তলা), সড়ক নং- ০৯
বাইতুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর।
পি,ও, বক্স নং- ১০০৫৯,(মোহাম্মদপুর), ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮ ০২ ৯১৩৩৫৯০, ৯১২৪৪১০, ফ্যাক্সঃ ৮৮ ০২ ৯১২৫২১৫
ই-মেইলঃ vardho@vardbd.org, ওয়েবঃ www.vardbd.org